৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ২১ ভাদ্র – ৬ আশ্বিন, ১৪২৯ ঃ ১৭ সেপ্টেম্বর – ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 47, 17 September - 23 September, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বাগুইআটির জোড়া যুবক খুন মামলায় প্রধান অভিযুক্ত

সত্যেন্দ্র চৌধুরীকে হাওড়া স্টেশন চত্বর থেকে গ্রেফতার করল বিধাননগর কমিশনারেট ও বাগুইহাটি থানার পুলিশ। পুলিশের দাবি কয়েকদিন হাওড়া স্টেশনের ওয়েটিং রুমে রাত কাটিয়ে মুম্বই পালানোর পরিকল্পনা করে সত্যেন্দ্র।

রবিবার : কলকাতা বন্দর বিধানসভা ও গার্ডেনরিচ পুরসভার

অন্তর্গত এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিয়ে ১৭ কোটির বেশি টাকা উদ্ধার করল পুলিশ। আমির খানের খাটের বাক্সে প্লাস্টিকের প্যাকেটে ছিল টাকা। জানা গিয়েছে অবৈধ গেমিং অ্যাপ চালাতো আমির। আমির পলাতক। বন্ধ মোবাইল ফোনও।

সোমবার : রাজ্যে চলছে ইডি-সিবিআই-এর হানা। এবার তৎপর

হল সিআইডি। গত নির্বাচনের সময় শীতলখুচ গুলি কাণ্ডে কম্পালসারি ওয়েটিং-এ থাকা এসপি দেবাশিস ধরের বাড়িতে হানা দিল সিআইডি। মোট পাঁচ জায়গায় হানার মধ্যে রয়েছে দেবাশিসের বন্ধু সুদীপ্তর বাড়িও।

মঙ্গলবার : আমতায় তৃণমূল অফিসের বাইরে এক বিস্ফোরণ ঘটে

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি। ২৮ ফেব্রুয়ারি বিস্ফোরণে আহত যুবক মহরম আলি মারা যায়। কলকাতা হাইকোর্ট সেই মামলার তদন্তভার এনআইএ-কে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

বুধবার : চোর ধরো, জেল ভরো দাবিতে বিজেপির নবান্ন অভিযান

শেষ হল চরম বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে। আগের দিন থেকেই রিপোর্ট কর্মীদের আসায় বাধা দেওয়া শুরু হয়। অভিযানের দিন পুড়ল পুলিশের গাড়ি, হাত ভাঙল এসিপির, মাথা ফাটল মহিলা নেত্রীর। চলল লাঠি, টিয়ার গ্যাস, জলকামান। পাল্টা চলল ইঁট। সাধারণ মানুষ নাজেহাল।

বৃহস্পতিবার : জ্বর আর ডেঙ্গিতে জেরবার রাজ্য। সেপ্টেম্বরের

মাঝামাঝি আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে ১০ হাজারের কাছাকাছি। জ্বরে আক্রান্ত খোদ কলকাতার পুলিশ কমিশনার, চার ধরণের ডেঙ্গিতে ছেয়ে গেছে রাজ্য। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় গড়িমসি এর কারণ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্টমহল।

শুক্রবার : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ সহ একাধিক ব্যক্তি

গ্রেফতার হয়েছে আগেই। এবার পাঁচ ঘন্টা জেরায় অসঙ্গতি পেয়ে সিবিআই গ্রেফতার করলো মধ্য শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়কে। বিরোধীদের দাবি এই গ্রেফতারি অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল।

সবজান্তা খবরওয়ালা

মুখ্যমন্ত্রীকে জালিয়াতিতে ফাঁসালো কে : তদন্ত হোক

বেসরকারী চাকরির ভুয়ো নিয়োগ পত্র

কুনাল মালিক

গত ১২ সেপ্টেম্বর হাওড়া হুগলি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া এই পাঁচ জেলা থেকে দশ হাজার একশ জন কারিগরি শিক্ষা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের বাস বোঝাই করে ভিড় করানো হলো নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। সূত্রের খবর জেলা পিছু খরচ হয়েছে ৭ লক্ষ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা চলার সময় প্রদর্শনের জন্য স্টেডিয়ামে প্রবেশের সময় কিছু কিছু ছাত্র ছাত্রীর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় মমতা ব্যানার্জীর ছবি আর উৎকর্ষ বাংলার লোগো লাগানো হোর্ডিং মুখ্যমন্ত্রী এলেন। মাইক ধরলেন। স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে নানা কথা বলার পর ছাত্র ছাত্রীদের কাছে জানতে চাইলেন তারা অফার লেটারের ই-মেইল পেয়েছে কিনা। স্তব্ধ স্টেডিয়াম। কিন্তু অকুতোভয় ভঙ্গিতে তিনি বার বার জানতে চাইলেন শেষে ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরে জানালো– 'না'। বিড়ম্বনা এড়াতে পোডিয়াম ছেড়ে মঞ্চ জুড়ে পায়চারি করতে শুরু করলেন তিনি তারপর আধিকারিকদের সাথে সলাপরামর্শ করে জানালেন ই-মেইল আজই চলে যাবে। এ কথা শুনে ও মুখ্যমন্ত্রীর বিভ্রান্তি দেখে ছাত্রছাত্রীরা হাসি চাপতে পারল না। মঞ্চে তখন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কৃষ্ণ গুপ্ত এবং দফতরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন মুখ্যমন্ত্রীকে হাত নেড়ে কিসব বোঝাতে লাগলেন। অতঃপর ঘোষণা করা হলো অফার লেটার বাসে খাবারের প্যাকেটের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হবে। আমলাদের উদ্দেশ্যে তিনি এই

নির্দেশ দেন। ১৫ মিনিট পর আমলারা অসহায় ভঙ্গিতে ফেরার বাস ছাড়ার হুকুম দিয়ে দিলেন। যদিও ওই দিন অফার লেটার পাওয়া যায়নি। ভোর চারটেয় বাড়ি থেকে বেড়িয়ে রাত আটটায় বাড়ি ফেরা ছাত্রছাত্রীদের শরীরে ক্লান্তি মনে এক রাশ বিভ্রান্তি ছিল। গত ১৩ সেপ্টেম্বর রত সাড়ে আটটার সময় অফার লেটার নিতে ডাক পড়ল গুগলির নোডাল অফিসে। কিন্তু লেটার খুলে তো চক্ষু চড়কগাছ। লেটারে লেখাছিল সুজকি মোটরস গুজরাট এবং ফানফিস্ট গ্লোবাল স্কিলারসে যৌথ ব্যবস্থাপনায় দু বছরের আইটিআই শিক্ষাক্রমে ট্রেনিং পার্টনার হিসাবে মাসে স্টাইপেন্ড পাবেন ১১ হাজার টাকা। মোট ১০৭ জনের নামে কল লেটার আসে। চিঠিতে স্পষ্ট লেখা ছিল ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টার মধ্যে গুজরাটের সুরেন্দ্রনগরে গিয়ে জয়েন্ট করতে হবে। অর্থাৎ চিঠি হাতে পাওয়ার ১২ ঘন্টার মধ্যে ২ হাজার ৫০ কিলোমিটার পথ তাদের যেতে হবে। এই অবস্থায় আতান্তরে পড়ে ছাত্রছাত্রীরা চিঠিতে দেওয়া নম্বরে সেন্টার ইনচার্জ হিসাবে উল্লিখিত বেদ প্রকাশ সিং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান সম্পূর্ণ চিঠিটাই ফেক বা ভুয়ো। প্রসঙ্গত, গত ১৫ সেপ্টেম্বর খড়্গপুরেও শিল্পতালুকের মঞ্চেও মুখ্যমন্ত্রীকে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। নিয়োগ পত্র দেওয়া নিয়ে যে বিভ্রান্ত ও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে সেইজন্য মুখ্যমন্ত্রী 'গ্রিভান্স সেল' খোলার নির্দেশ দেন। তবে গত ১২ সেপ্টেম্বর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীকে যেভাবে উপহাসের পাত্রী হতে হয়েছে তা দেখে অনেকেই হতবাক। দফতরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন থেকে শুরু করে উর্ধ্বতন আমলারা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা কেন আগে থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে সব ব্যাপার বুঝিয়ে বলেন নি, সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বেসরকারী চাকরির ভুয়ো কললেটারে যে জাতিয়াতি চক্রের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে জড়ানো হলো, এর জন্য দায়ী কে বা কারা, তার তদন্ত হওয়া অবশ্যই দরকার।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও

নারী পাচার চলছেই

কল্যাণ রায়চৌধুরী

মানব পাচার মূলতঃ একটি সামাজিক ব্যধি। এর শিকার হয়ে থাকে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা। দারিদ্র্যে এবং প্রেম প্রধানত এই দুটোকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে ফাঁদ পেতে রাখে পাচারকারীরা। সেই ফাঁদ এত সুকৌশলে পাতা হয় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিকার ধরা দেয় বা ধরা দিতে বাধ্য হয়। এমনই মন্তব্য করেন তেঘরিয়া ইনস্টিটিউট ফর সোস্যাল মুভমেন্ট (টিআইএফএম)-এর জনৈক সদস্য বিকাশ দাস। সংগঠনের সম্পাদক সওকত মোল্লা জানান তাদের সংগঠন ২০০০ সাল থেকে মানব পাচার প্রতিরোধ ও পাচার থেকে উদ্ধারকৃত সাভাইভারদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে আসছে। কারণ এই সংগঠনটি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় ৮টি সংগঠনের যে সংযুক্ত নেটওয়ার্ক 'প্যাট' এর পার্টনার বা অংশীদার। প্যাট কথাটির ফুল ফর্ম হল, পার্টনার ফর অ্যান্টি ট্রাফিকিং। এই ৮টি সংগঠনের সংযুক্তিকরণ হয় ২০০৪ সালে। তখন থেকে এই প্যাট নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে মানব পাচার প্রতিরোধ ও মানব পাচারের শিকার ভিক্টিমদের পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় উদ্ধার করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা শুরু হয়। বারাসত উন্নয়ন প্রস্তুতির কর্ণধার এবং প্যাট-এর ডিরেক্টর রঞ্জিত দত্ত তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'সরকারিভাবে তারা যাতে পুনর্বাসনের সবরকম পরিষেবা পেতে পারে, তার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রিয় স্তর পর্যন্ত তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে লড়াই করে আসছে প্যাট। এমন কি সরকার যাতে নির্দিষ্ট পলিসি রূপায়ণ করে যথাযথ পরিষেবা

প্রদানের জন্য, তার জন্য রাজ্যস্তরে যেমন 'উত্থান' ও 'বিজয়িনী' কালেক্টিভ, তেমনই সর্বভারতীয় বা জাতীয় স্তরে 'ইলকাত' কালেক্টিভের মাধ্যমে লিডাররা কাজ করছেন।'

রণজিত দত্ত তার প্রতিক্রিয়ায় এমনও বলেন, স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষ পেরিয়ে এসেও আজও সমাজে মানুষ পণ্য হিসাবে বিক্রিহচ্ছে। বিশেষ করে নারীরা পাচারকারীদের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে যেখানে পাচারের শিকার হবার পরে এই সমস্ত সার্ভাইভাররা সামাজিক, পারিবারিক, সরকারি বিভিন্ন আধিকারিক দ্বারা কুৎসার শিকার হচ্ছে। যার ফলস্বরূপ মৃত্যুকে তারা শেষ অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছেন অনেকেই। অন্যদিকে পাচারকারীরা আইনী সাজা না পাওয়ায়, অপরাধ করেও তারা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সমাজের বুকে। এটা এক ভয়ঙ্কর সামাজিক ও প্রশাসনিক প্রহসন। অন্যদিকে পাচারের শিকার ক্ষতিগ্রস্তদের এককালীন বা আপতকালীন ক্ষতিপূরণের সরকারি ব্যবস্থা থাকলেও, তা কার্যত ভিক্টিমদের কাছে অধরাই থেকে যায়।' সার্ভাইভার শাহানারা শারিফা রিঙ্কু দে-রা জানান, সরকার তাদের আইনানুগ যথাযথ পরিষেবা সত্বর না দিলে তারা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন। এবং গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ গণমাধ্যমের কাছেও তারা এ বিষয়ে জোরালো দাবি তুলে ধরেন। প্যাট-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার শম্ভু নন্দা স্ট্র্যাটেজিগত পরিকল্পনা প্রতিটি ব্লকে রূপায়ণের মাধ্যমে বর্তমান কাজের ধারাকে আরও উচ্চ আঙ্কিকে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

'শস্যগোলা'য় আমন উৎপাদনে ধাক্কার আশঙ্কা

দেবাশিস রায়

বর্ষার খামখেয়ালিপনার শিকার এবার পূর্ব বর্ধমান জেলার আমন চাষ। ফলে রাজ্যের 'শস্যগোলা'য় আমন ধানের উৎপাদন কমার আশঙ্কায় ভুগছেন অন্নদাতা চাষিরা। পূর্ব বর্ধমান জেলার সর্বত্রই প্রতিবছর প্রচুর সংখ্যক চাষি আমন ধান চাষ করে থাকেন। মূলত বর্ষার জলের ওপর ভরসা করেই তাঁরা আমন ধান চাষের দিকে ঝোঁকেন। তবে, প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় এবারে বর্ষা রানি অত্যন্ত বিরূপ হওয়ায় তার কৃপাদৃষ্টি থেকে কার্যত বঞ্চিত হয়েছেন এই জেলার আমন চাষিরা। ফলে জেলার বহু জায়গায় অসংখ্য চাষি এবার আমন ধান রোপণ করতে পারেননি। গলসী থেকে শুরু করে আউশগ্রাম, খণ্ডঘোষ, মঙ্গলকোট, মন্তেশ্বর, মেমারী, জামালপুর, ভাতার, সিঙ্গি, পূর্বস্থলী...প্রায় সর্বত্রই একইরকম পরিস্থিতি। স্থানীয়

সূত্রে জানা গিয়েছে, আমন চাষের জন্য চাষিরা কার্যত বৃষ্টির জলের ওপরই নির্ভর করে থাকেন। এটা যেহেতু বর্ষার চাষ সেহেতু পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কারণে চাষিদের প্রভূত সুবিধা হয়। ফলে অযথা ট্যাঁকের পয়সা খরচ করে সাবমার্সিবল পাম্প সহ বিকল্প সেচব্যবস্থার দিকে চাষিদের কমই যেতে হয়। এতে আমন চাষে লাভের অঙ্কটাও বেশ ভালো হওয়ায় চাষির মুখে চওড়া হাসি ফুটে ওঠে। কিন্তু, এবারে বর্ষায় পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাব থাকায় আমন চাষিদের অনেকেরই মাথায় হাত। যাঁরা শুধুমাত্র সাবমার্সিবল পাম্প সহ বিকল্প সেচব্যবস্থার ওপর নির্ভর করেছিলেন তাঁরাই সময়মতো আমন ধান রোপণ করতে পেরেছেন। অন্যরা বৃষ্টিপাতের আশায় থেকে থেকে এখন শুধু হাত কামড়াচ্ছেন। বর্তমানে তাঁদের সেই অনাবাদী জমিতে অসময়ের বৃষ্টিপাতের জলে থৈথৈ অবস্থা। বিস্তৃত জমি ঘন ঘাস সহ আগাছায় ভ'রে উঠেছে দেখে চাষিদের মন খারাপ। এমন পরিস্থিতিতেও যেসব চাষি আমন ধান রোপণ করতে পেরেছেন তাঁদেরও একাধিক দুঃশ্চিন্তা তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

জেলা শাসকদের দফতরে স্মারক লিপি

বেঙ্গল ব্রিক ফিল্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৪ সেপ্টেম্বর আলিপুরে দঃ ২৪ পরগনার জেলাশাসকের দফতরে এক স্মারক লিপি জমা দিলেন বেঙ্গল ব্রিক ফিল্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা। তারপর আলিপুর প্রেস কর্নারে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল সংগঠন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ও সর্বভারতীয় স্তরের সহ সভাপতি যোগেন আগরওয়াল, রাজ্যের সহ সভাপতি সুদেশ ভাবনানী, সহ সম্পাদক মনোজ খাটনানী, এক্সিকিউটিভ মেম্বার হেমন্ত ছাবড়িয়া প্রমুখ। সভাপতি

জানান, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের ইঁট ভাটা ধুঁকছে। কয়লার দাম আকাশ ছোঁয়া, জিএসটি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। শ্রমিক চুক্তির ক্ষেত্রেও ১২ শতাংশ জিএসটি বসেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ হয়েও সমাধান হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে আগামী অর্থবর্ষে আমরা রাজ্যে ইঁটভাটা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। গোটা দেশে জেলাশাসকের দফতরে আজ স্মারকলিপি জমা দেওয়া হল। মাটি নির্মিত ইঁট শিল্পকে গুরুত্ব না দিয়ে ফ্লাই অ্যাসের ইঁটকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের শিল্পকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আমাদের শিল্পকে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের স্বীকৃতি দিয়ে সুলভ মূল্যে কয়লা যোগানের আশ্বাস দিতে হবে কেন্দ্রকে।

এরপর পাঁচের পাতায়

ঝালমুড়ি বেচে কোটিপতি হওয়ার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ সেপ্টেম্বর খড়্গপুরে শিল্প তালুক মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী উপস্থিত শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের কিছু রূপ রেখা দিলেন। তিনি বলেন, বাংলার দুর্গা পুজোকে ইউনেস্কো হেরিটেজ ঘোষণা করেছে। বাইরে থেকে প্রচুর মানুষ এখানে আসবে। পুজোর সময় একটা কৌটো কিনে ছোলা মুড়ি দিয়ে ঝাল মুড়ি বেচুন। ঠোঙা কিনতে হবে না, তাল পাতার মতো দেখতে বড় পাতা দিয়ে গোল করে নিয়ে, নিচে একটা কাঠি লাগিয়ে দিন, ঠোঙা হয়ে যাবে। প্রচুর বিক্রি হবে। ঠাকুর দেখাও হবে। অনেকে হয়তো বলবে তুই এই কাজ করিস, বলবেন হ্যাঁ, একদিন এই করেই কোটিপতি হব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন কোনো কাজই ছোট নয়। তিনি আরও একটা পরামর্শ দেন শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের হাজার টাকা থাকলেই এই ব্যবসা করা যায়। একটা কেটলি ও কতগুলো মাটির ভাঁড় কিনে নিন। একটা টেবিল চেয়ার যোগাড় করুন। চা বিক্রি করুন। ব্যবসা বাড়লে মাকে একটু ঘুগনি করে দিতে বলুন। সঙ্গে চপ থাকলে, দিয়ে দিতে পারবেন না? মুখ্যমন্ত্রীর এই পরামর্শ শুনে কেউ হাততালি দিয়েছেন, কেউ হেসেছেন। তবে সভা শেষে শিক্ষিত কম্পিউটার জানা অনেক যুবক-যুবতী বিষণ্ণ চিত্তে জানিয়েছেন, তারা কিভাবে ঝালমুড়ি চা বিক্রি করবে ভেবে পাচ্ছে না। তাহলে এত টাকা পয়সা খরচ করে শিক্ষিত হবার কি দরকার ছিল?

আফ্রিকার মাসাইমারার গভীর জঙ্গলে মা দুর্গা

মলয় সুর

আফ্রিকার কেনিয়াতে মাসাইমারার গভীর জঙ্গলে সিংহের দেশে মা দুর্গারী পুজো হবে বাঙালির হাত ধরে। চাঁদের পাহাড়ের মতো সিংহের দেশে দশভূজার পুজো। তবে আবেগপ্রবণ বাঙালির হাতে ধরে এই প্রথম মাসাইমারার গভীর জঙ্গলে হতে চলেছে দুর্গা আরাধনা। আমাদের ঘরের মেয়ে উমা যদি সেই দেশে পূজিত হন অবাক হতে হয়। তবে এটাই এবার ঘটতে চলেছে কেনিয়ার মাসাইমারার জঙ্গলে। মাসাইমারার আরও একটি পরিচয় আছে তা হলে বিশ্বের অন্যতম সেরা ন্যাশনাল রিজার্ভ ফরেস্ট হিসাবে। ১৫১০ স্কোয়ার কিলোমিটার এই জঙ্গলে যেন বন্যপ্রাণ প্রিয় পর্যটকদের কাছে স্বর্গ। গোটা বিশ্বের ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফারদের অন্যতম ডেস্টিনেশন এই মাসাইমারা। এককথায় কোর ফরেস্ট। আর এখানকার জঙ্গল সাফারির প্রধান আকর্ষণ সিংহরা। এস জঙ্গলে বাস প্রায় হাজারের কাছাকাছি সিংহের। মাসাইমারায় বন্য প্রাণীদের সঙ্গেই দৈনন্দিন যুদ্ধ করে বেঁচে আছেন এই জঙ্গলে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মাসাই বা স্থানীয় ভাষায় যাদের পরিচিতি মারা'রার। এখানে জঙ্গল জুড়ে বসবাস করে প্রায় ১ লক্ষ মাসাই সম্প্রদায়ের আদিবাসী। তারা ইংরেজি ও স্থানীয় শোয়াহেলী ভাষায় কথা বলতে পারা এই মাসাইরাই বছরের পর বছর রক্ষা করে চলেছে তাদের মাসাইমারাকে। সেস গভীর জঙ্গলেই এবার মা দুর্গা পৌঁছে যাবেন মহিলা রাখি মিত্র সরকার ও রাজা দাশগুপ্তর পর্যটন সংস্থা হোম আওয়ে টুরস অ্যান্ড ট্রেকস-এর হাত ধরে মা দুর্গার দহনের দেশে এবার পুজো হচ্ছে।

সম্প্রতি ইউনেস্কোর স্বীকৃতি রয়েছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। সেই সময়ে সেই আফ্রিকার জঙ্গলে মায়ের আরাধনা। রাখি মিত্র সরকারের বক্তব্য, এই বছর দুর্গা পুজো আমাদের সবার কাছে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। তাই মায়ের বাহন অর্থাৎ সিংহ যে জঙ্গলে প্রচুর দেখা যায়, সেই মাসাইমারাতেই পুজো করলে কেমন হয়। যেহেতু পর্যটক নিয়ে মূলত আফ্রিকাতে মানেকেনিয়াতেই সব থেকে বশি যাই। তাই ওখানকার গভীর জঙ্গলে স্থানীয় মাসাইদের নিয়ে হবে পুজো। পুজোর জোগাড় থেকে পুজোর তত্ত্বাবধান হাতে হাত মিলিয়ে পুরোটাই করবেন মাসাই বা মারারা। তবে এখানে মাত্র ২০টা করে ঘর নিয়ে এক একটা মাসাই গ্রাম। তার কাছাকাছি কোনও একটা গ্রামে পুজো করা হবে। এই আলোর উৎসবের ভিডিও পাঠানো হয়েছে মাসাইদের, তাদের শেখানো হচ্ছে পুজোর পদ্ধতিও। কুমোরটুলিতে ইতিমধ্যে এস মাসাইমারার জঙ্গলে পুজো হতে চলা মূর্তি তৈরি করে ফেলেছেন শিল্পী মিন্টু পাল। সেই মূর্তি নিয়েই চলতি মাসের ১১ তারিখ কেনিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন রাখি মিত্র সরকাররা। ১২ তারিখ পৌঁছবেন নাইরোবি, আর সেখান থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর মাসাইমারার জঙ্গলে। এখান তেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পুজোর জন্য প্রয়োজনীয় দশকর্মার জিনিস,তবে দেবীর অলঙ্কার নিজেদের হাতে তৈরি করছেন মাসাই মহিলারা। এই প্রথম পুজোর চারদিন আলোর আর আনন্দের উৎসবে বাঙালিরা মাতবেন মাসাইমারাতে।

ছবি : অরুণ লোধ

ফের তেজি বাজার, বুলদের মন্ত্র টেক ইট ইজি

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

২০২২ এর এক তৃতীয়াংশ কেটে গেল। শেয়ার বাজারের পক্ষে গত ২ বছরে নিরিখে এই বছরটা হয়তো তেমন অনুকূল নয়। তাও এই তিন ভাগের সমাপ্তি পর্বে এটাই সুখবর নিফটি দীর্ঘ প্রায় ৫ মাসের জড়তা কাটিয়ে ফের ১৮ হাজারের ঘরে ঢুকে পড়েছে। অর সেনসেক্সও ডানা মেলেছে ৬০ হাজারের ওপরে।

বলা ভালো এই মুহূর্তে নিফটি ফের আগের উচ্চতা সাড়ে ১৮ হাজারের দিকে ছুটে চলেছে। যদিও এই জায়গাতেই বেশ বড় চ্যালেঞ্জ বা রেজিস্ট্যান্সের মুখোমুখি হতে হবে নিফটি মহারাজকে। অনুরূপভাবে সেনসেক্স বাবুও তার কিছু কড়া অনুশাসনের বাউন্ডারির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন কথা হল আগামী ৩-৪ মাস কিছু দেশের রাজনীতির অস্থিরতা তুর্কীনাচন নাচাবে সূচকজোরকে? নাকি নতুন কোনও অধ্যায় চালু হবে। রাজনীতি বরাবরই ভারতের মতো দেশে ভালো প্রভাব ফেলে থাকে। অনেকসময় অর্থনীতির জিয়নকাঠিতে ফেলে মাপার চেষ্টা হয় রাজনৈতিক পটভূমিকে। তাতে দেখা যায় ভালো নম্বর পাচ্ছে কিছু অচলাবস্থা বা অস্থিরতা। যথারীতি রাজনীতির আবর্তে জন্ম হয় এসব ঘূর্ণাবর্তার। পরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা শেপ নিতে শুরু করে।

এই মুহূর্তে ভারতবাসী দাঁড়িয়ে আরও কয়েকটি বিধানসভা ভোটের সামনে। এবারের নির্বাচন আর পাঁচবারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই। কিন্তু, ভারতের অর্থনীতি এখন যে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তাতে খুব খারাপ কিছু হওয়ার আশঙ্কা করছেন না বিশেষজ্ঞরা। বড়জোর রাজনীতির চাপানউতোরের ঠেলায় ফের ভারতীয় সূচকগুলি একটা ভালো রকমের কারেকশন সেরে নিতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো সূচক নানা সময়ই নানাভাবে সংশোধনীর সম্মুখীন হয়েছে। তা বলে তার চালিকাশক্তি সে হারিয়ে ফেলে তা কিন্তু নয় মোটেই। বরং একেকটি কারেকশন নতুন করে উজ্জীবিত করে তোলে শেয়ার বাজারকে। সেরকমই একটা কিছু ধরে নিতে হবে আগামী ৩-৪ মাসের বাজারের অবস্থাকে। কারেকশন বড় আকারে হলেও এই উচ্চতা

থেকে ১০-১৫ শতাংশের বেশি নিচে সূচককে কখনই দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে হোক কারেকশন। তাতে ভালো কিছু শেয়ারে অবস্থান নেওয়ার সুযোগ এসে যাবে 'পড়ে পাওয়া চৌদ্দআনা'র মতো।

গত ৭-৮ বছরে ভারতের অর্থবাজার যে কারেকশন সম্পন্ন করেছে তাতে নিচের দিকে ৭ হাজার পর্যন্ত আসতে দেখা গিয়েছে নিফটিকে। সেনসেক্সও ওই ২০ হাজারের কাছ থেকে সাপোর্ট নিয়েছে। ব্যাঙ্ক নিফটি, আইটি ও ফার্মা সূচকও কারেকশনের মধ্যে দিয়ে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। ওষুধ সেক্টর তো শুধু এমনি কারেকশন করেই ক্ষান্ত থাকেনি। তার কারেকশন পর্ব ছিল টাইম ওয়াইজ বা অন্তর্বর্তীকালীন। এই কারেকশন বন্ধনীতে প্রায় বছর দুয়েকের বেশি গুজরান করতে দেখা গিয়েছে ফার্মা সূচককে। আর এই রাজনীতির সাপলুডোর ছকে যখন ভারতের অর্থবাজার আবর্তিত হবে তখন সেও ওষুধের ওপর বাজি ধরতে দেখা যাচ্ছে বাজার বিশেষজ্ঞদের। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো ওষুধ সেক্টরের মতো না হলেও ভারতীয় লগ্নিকারীদের অত্যন্ত পছন্দের মিডক্যাপেও কারেকশন নামক গ্রহণ ঘনিয়ে এসেছিল বেশ ভালোমতোই। সেই জায়গাটাই আবার যেন মেরামত হতে চলেছে। আর লোকসভা নির্বাচনের ডামাডোলের কথা ভেবেও ফার্মা ও মিডক্যাপকে এই বছরের অন্যতম সেরা থিম বলে অভিহিত করছেন শেয়ার তার্কিকরা। মিডক্যাপের ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য, ২০১৫-১৬ থেকে যে কাজ শুরু হয়েছিল জোরালোভাবে সেই বুল রানেই লাগাম পরে ছিল গত প্রায় ১ বছর। সেই চাকাই এবার ফের ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশাবাদী পণ্ডিতরা।

মিডক্যাপ ও ফার্মা ছাড়াও ডলার চাঙ্গা থাকায় তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রেও এই বছর বুল হাওয়া জারি থাকার ওপর বাজি ধরছেন শেয়ার বিশেষজ্ঞরা। অর্থবাজারের ইতিহাস বলছে প্রতিটি সংশোধনের পর সূচক আরও পুষ্ট হয়। নতুন করে শক্তি লাভ করে ওপর দিকে চলার ব্যাপারে। আসলে প্রচণ্ড দাবদাহের পর এক পশলা বৃষ্টি যেমন চাতকের পরিতৃপ্তি মেটায় ঠিক তেমনই ব্যাপক বেড়ে যাওয়া বাজারকে লাগাম পরায় এক-একটি কারেকশন। আর এই কারেকশন আসেও নানা ফেজে নানা ভাবে। তাতে মূলত বাজার উপকৃতই হয়। কাছাকাছি কিছু উদাহরণ তুলে ধরলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে। ২০১৬ তে দীর্ঘ কারেকশনের পর নিফটি থিতু হয়েছিল ৭ হাজারের ঘরে। এই কারেকশনের পর যে পরিমাণ পুষ্টি বাজার লাভ করে তার ফলস্বরূপ ৬০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পায় বাজার। এটা যে কতটা শক্তি জুগিয়েছিল বাজারকে তা বেশ বোঝা যায়। তারপরগত ২০২২-এর জানুয়ারি থেকে সংশোধনী নেমে এসেছিল তা ঠিক একইভাবে সমৃদ্ধ করল অর্থবাজারকে। প্রসঙ্গত, এই কারেকশনের হাত ধরে ২০ শতাংশ-এর নিচে আসে উভয় সূচকই। এর ফলে বাজার সমতা বা ব্যালান্স লাভ করে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৭ সেপ্টেম্বর – ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২

মেষ রাশি : গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন। সম্পত্তি নিয়ে মামলা নিষ্পত্তির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে সতর্কতার প্রয়োজন। হঠকারী সিদ্ধান্তে ভুল পদক্ষেপ না নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। চাকরিতে দূরে বদলি হওয়ার সম্ভাবনা। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে। আয়ের সঙ্গে সমতা রেখে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : হনুমানের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : অহেতুক খরচ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শুভ ফল লাভ। আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার সম্ভাবনা। দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য জনকল্যাণকর কর্মে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে সমস্যা বৃদ্ধি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। অবিবাহিতদের বিবাহের সম্ভাবনা। কর্মোন্নতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : গরুকে প্রতিদিন ঘাস খাওয়ান।

মিথুন রাশি : সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলুন। পতনের সম্ভাবনা। বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভে বিলম্ব। আর্থিক সঙ্কট বৃদ্ধি। পায়ের ব্যথা, বাত প্রভৃতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। অপব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : গণেশ চালিশা পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কর্মে ব্যুৎপত্তি। চাকরির জন্য দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের অহেতুক আবদারে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে মান সম্মান বৃদ্ধি। ব্যবসায় সাফল্য বিলম্ব। সহকর্মীদের প্ররোচনায় মানহানির চেষ্টা করলেও তা কাটিয়ে উঠবেন। ফাটকা আয়ের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সাদা রংয়ের পোশাক পরুন।

সিংহ রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে শত্রুবৃদ্ধি এবং কর্মক্ষেত্রের ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। ব্যবসায় আশানুরূপ ফল লাভে বিলম্ব। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা এলেও রোগের প্রকোপ কিছুটা কমবে। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : প্রতিদিন সূর্য্যদেবের পুজো করুন।

কন্যা রাশি : ব্যবসায়িক সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কর্ম করে প্রশংসা প্রাপ্তি। অর্থ সঞ্চয়ে বাধা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। চাকরি ক্ষেত্রে সহকর্মীদের ঈর্ষার কারণ হতে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে পারে। আয়ের সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন গরুকে সবুজ সবজি খাওয়ান।

তুলা রাশি : যে কোনও কর্মে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্তভাব। অর্থহানি যোগের সম্ভাবনা। ভাই বোনের মাধ্যমে কোনও অর্থ সংস্থানের সুযোগ আসতে পারে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য বৃদ্ধি। কর্ম ক্ষেত্রে পদোন্নতি বিলম্ব। ব্যবসায়ে সাফল্যে বিলম্ব। হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তি।

প্রতিকার : লক্ষ্মীর পুজো করুন প্রতিদিন।

বৃশ্চিক রাশি : প্রিয়জনের সঙ্গে মতবিরোধ মনোকষ্ট বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে খুশির হাওয়ার সম্ভাবনা। জনকল্যাণমূলক কর্মে ব্রতী হওয়ার সম্ভাবনা। একাধিক ক্ষেত্র থেকে অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে। সাবধানে চলাফেরা করুন। এই সময়টা খুব শুভ বলা যায়।

প্রতিকার : হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

ধনু রাশি : সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। ভাই বোনের বিরূপ আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। গুরুজনদের থেকে কোনও উপহার পেতে পারেন। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। চাকরিতে শুভ ফললাভের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। চাকরিতে যশ-সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আয়ের সুযোগ।

প্রতিকার : প্রতি বৃহস্পতিবার মন্দিরে ভগবানের দর্শন করুন।

মকর রাশি : সাংসারিক সমস্যা জর্জরিত হয়ে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। ঋণ নেওয়ার ইচ্ছা বৃদ্ধি। দাম্পত্য সুখ থাকার সম্ভাবনা। জলীয় ব্যবসায় শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। মান-সম্মান বৃদ্ধি। তবে শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা স্বস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : শনিবার গরিবদের দান করুন।

কুম্ভ রাশি : প্রিয়জনের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা। চাকরিতে দূরে বদলির সম্ভাবনা। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্ক মধুর হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি ক্রয়ের সম্ভাবনা। আয়ভাব শুভ। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধিতে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিবার শনিদেবের মন্দিরে যান।

মীন রাশি : শ্বশুরকুল বা গুরুজনদের নিকট থেকে আর্থিক সাহায্য বা কোনও দ্রব্যাদি উপহারস্বরূপ পেতে পারেন। স্বজনের সঙ্গে অকারণে মনোমালিন্য হতে পারে। নিজের উত্তেজনা থেকে নিজেকে সংযত রাখুন। সম্পত্তি বিক্রি করা বা সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা। আপনার আটকে থাকা অর্থ ফেরত পেতে পারেন।

প্রতিকার : বৃহস্পতির মন্ত্র পড়ুন, উত্তর-পূর্ব দিকে মুখ করে।

উত্তরের আঙিনায়

শিলিগুড়িতে ডেঙ্গুর প্রাবল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়িতে বাড়ছে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা। শিলিগুড়ির বিভিন্ন ওয়ার্ডে রোজই লাফিয়ে চলেছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে নিজের মেয়র পারিষদের নিয়ে শিলিগুড়ির ৪, ৫ এবং ৭ নং ওয়ার্ড ঘুরে দেখলেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি আজ ওই ওয়ার্ডগুলির নিকাশি ব্যাবস্থা এবং আবর্জনা ফেলবার জায়গা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি ঘুরে দেখেন ওই ওয়ার্ডগুলিতে থাকা বিভিন্ন হোটেল এবং রেষ্টুরেন্টগুলিতেও। কথা বলেন তাদের মালিকদের সাথে। পরে মেয়র সাংবাদিকদের জানান, ডেঙ্গু বাড়ছে এবং আমাদের দেখতে হবে যে পুজোর আগে যেন কোনভাবেই এটা মানুষের কাছে আতঙ্ক না ছড়ায়। তাই আগের থেকেই প্রয়োজন সাবধানতা অবলম্বন। আপাতত প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে গেলাম। পরে দেখা যাক পুরসভার পক্ষ থেকে কতটা কী করতে পারা যায়। এদিন মেয়রের

সাথে উপস্থিত ছিলেন মানিক দে এবং দুলাল দত্ত।

অন্যদিকে, মেয়র পারিষদ এবং স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নিয়ে আজ মেয়র পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ির ১৪নং ওয়ার্ড। সাথে ছিলেন ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং এমআইসি শ্রাবণী দত্ত এবং সম্পাদক বিশ্বময় ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজু দাস। তাছাড়াও ছিলেন ১৪ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। এদিন মেয়র নিজে ১৪ নং ওয়ার্ডের দুটি ডেঙ্গু আক্রান্তের বাড়ি যান। যারা আক্রান্ত তাদের খবর নেন এবং তাদের সুস্থতা কামনা করেন। মেয়র নিজে ১৪ নং ওয়ার্ডের জমা জল যেখানে যেখানে জমে আছে সেই সেই জায়গায় যান। মেয়র পরে জানান শিলিগুড়িতে বাড়ছে ডেঙ্গু, মশার উপদ্রব বেড়েই চলেছে। এখনও বৃষ্টির প্রভাব কমে নি। তাই জল জমছে। এবং সেখান থেকেই বাড়ছে মশার প্রভাব। আমার মূল লক্ষ্য যেভাবেই হোক ডেঙ্গুকে নির্মূল করতে হবে। মেয়র জানান আমাদের এখন একটাই লক্ষ্য মশা নির্মুল করা। তাই এখন থেকে এই কাজ আমাদের সুষ্ঠুভাবে করে যেতে হবে।

প্রবন্ধ রচনা এবং প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা-২০২২

নিজস্ব প্রতিনিধি : দার্জিলিং শিক্ষা জেলার পাঁচটি বিদ্যালয় নিয়ে যুব সংসদ, প্রবন্ধ রচনা এবং প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা-২০২২ এর শুভ সূচনা করা হল।

শিলিগুড়ি নেতাজী উচ্চতর বিদ্যালয়ের (উঃমাঃ) হল রুমে। প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধক ছিলেন মেয়র গৌতম দেব এবং শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পরেশনের এম আই সি এবং কাউন্সিলারেরা। এদিন উদ্বোধন করে মেয়র গৌতম দেব জানান, যুবক এবং যুবতীদের মধ্যে এই প্রবন্ধ লেখার প্রবনতা যত

বা।বে ততই সমাজের উন্নয়ন হবে। সাধারন ঘরের যুবক এবং যুবতীদের যেমন প্রয়োজন এই ধরনের অনুষ্ঠানের তেমনি সমাজেও মানুষের প্রয়োজন এই ধরনের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কিশোর এবং কিশোরীদের কাছেও। এদিনের অনুষ্ঠানে নেতাজি বয়েজ স্কুলের প্রায় তিনশোজন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

খুদেদের সঙ্গে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিধায়ক নিজে সময় কাটালেন ছোটদের সাথে। শিলিগুড়ি প্রাইমারি গালর্স ইস্কুলের ৭৫তম বর্ষ উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিল এক অসাধারণ অনুষ্ঠানের। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব। অনেকটা সময় কাটালেন ছোটদের সাথে। তাদের সাথে তাদের মতন করেই কাটালেন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। জানালেন অনেক অন্যরকম লাগল ওদের সাথে থেকে। সত্যি সত্যি ওদের সাথে থাকলে মনটাই অন্যরকম হয়ে যায়।

আজকে আমার মনটাই পরিবর্তন হয়ে গেল। ওদের জন্য যদি ভবিষ্যতে কিছু করতে পারি আমার পক্ষ থেকে তবে আমি মনে করব আমার জীবন সার্থক হয়ে গেল। এদিন বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ তার বিধায়ক তহবিল থেকে সাত লক্ষ টাকা তুলে দেন প্রধান শিক্ষিকার হাতে।

ব্রাউন সুগার সহ ধৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন থানার পুলিশ ও মাটিগাড়া থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করেছে এক কিলো ব্রাউন সুগার ও একটি টাকার ব্যাগ। গ্রেফতার করা হয়েছে মোট তিনজনকে।

প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন থানার পুলিশ ও

মাটিগাড়া থানার পুলিশ যৌথভাবে মাটিগাড়া থানা সংশ্লিষ্ট জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পিকআপ ভ্যানে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করে এক কিলো ব্রাউন সুগার ও একটি টাকার ব্যাগ।

বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : আরপিএফ, এনজিপি সিপিডিএফ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে তিনটি বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার করেছে।

ঘটনা সম্পর্কে জানা গিয়েছে মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ি জংশনে কামাক্ষা ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস এ রুটিন তল্লাশি চালাবার সময়, একটি সন্দেহজনক ব্যাগ থেকে

উদ্ধার করা হয় তিনটি বিরল প্রজাতির তক্ষক। এরপরে খবর দেওয়া হয় ওয়াইল্ড লাইফ কন্ট্রোল টিমকে। খবর পাওয়া মাত্র সংশ্লিষ্ট টিম ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার করে তিনটি বিরল প্রজাতির কচ্ছপকে।

থানা ঘেরাও কর্মসূচি পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিজেপির নবান্ন চলো অভিযান কর্মসূচিতে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বাধা ও তাদের ওপর সন্ত্রাসের অভিযোগ এনে থানা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করল বিজেপি।

শুক্রবার দুপুরে শিলিগুড়ির এসএফ রোড থেকে বিজেপি কর্মীরা মিছিল করে শিলিগুড়ি থানায় এসে বিক্ষোভ দেখায়। এদিন মিছিলের নেতৃত্ব দেন মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধানসভার বিধায়ক তথা বিজেপির

শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি আনন্দময় বর্মন। আনন্দময় বর্মন জানান, পুলিশ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের জল দিয়ে, ট্রেনে তুলে দেয়। তাদের সহযোগিতা করে। অথচ বিজেপি কর্মীদের ওপর অন্যায় অত্যাচার চালিয়েছে রাজ্য পুলিশ। এসবের বিরুদ্ধে তাদের এই বিক্ষোভ। তাদের কর্মীদের অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা হয়। তার ও বিরোধিতা করেছেন তারা।

বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শনে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুজোর আগে ডেঙ্গি পরিস্থিতি শিলিগুড়িতে ক্রমশই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শহরের ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করছে শিলিগুড়ি পৌরনিগম বিশেষ তৎপরতা দেখাচ্ছে।

আজ মেয়র গৌতম দেব সাত ৭ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। ডেঙ্গি নিয়ে সচেতনতার বার্তা দেন সাধারণ মানুষকে। পরের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে পরিদর্শন করেন তিনি। খুব দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে এই বিষয় জানান। আগামী ১৮ দিনের মধ্যে শহরে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

আসবে এই বিষয়ে জানিয়েছেন মেয়র।

দেশের সর্বোচ্চ চিড়িয়াখানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের সবচেয়ে উঁচুতে রয়েছে পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক। যা কিনা দার্জিলিং চিড়িয়াখানা বলে বেশি পরিচিত। প্রায় ৭ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই পার্ক দার্জিলিঙের আরও এক আকর্ষণ। সবের মাঝে দেশের সেরা চিড়িয়াখানার স্বীকৃতি পেল এবার দার্জিলিং চিড়িয়াখানা। ভারতের সেন্ট্রাল জু অথরিটি সব দিক দিয়ে বিচার করে ভারতবর্ষের মধ্যে দার্জিলিং চিড়িয়াখানাকে সেরার স্বীকৃতি দিলো। আর এতেই খুশির হাওয়া চিড়িয়াখানার কর্মীদের। বর্তমানে এই চিড়িয়াখানায় ৫০০ এর বেশি প্রজাতির বন্য প্রাণী আছে। একমাত্র এই চিড়িয়াখানা যার মধ্যে স্নো লেপার্ডস, রেড পান্ডা সহ বিভিন্ন প্রায় হারিয়ে যাওয়া

প্রাণী রয়েছে। পাশাপাশি সংরক্ষন এবং প্রজননের জন্য দার্জিলিং চিড়িয়াখানা আন্তর্জাতিক স্তরে ও স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৫৮ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৪ সালে দার্জিলিং চিড়িয়াখানা স্কটল্যান্ড আর্থ হিরোস অ্যাওয়ার্ডস। এর আগেও দার্জিলিং-এর চিড়িয়াখানা ১৯৫৮ সালে এই পুরস্কার পেয়েছিল। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এই পুরস্কার পাওয়ায় পাহাড়ের স্থানীয় মানুষ প্রচণ্ডভাবে খুশী। দার্জিলিং এর পাহাড়ের মানুষ জানিয়েছেন, পর পর দুবার শিরোপা পাওয়ায় তারা এই বছরের ডিসেম্বর মাসে একটা আলাদা করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন যেখানে পশ্চিমবঙ্গের সব ধরনের মানুষকেই আমন্ত্রন জানানো হবে।

শব্দবার্তা ২১৭

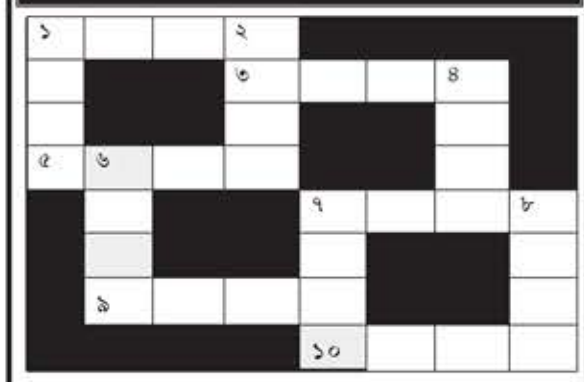

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। সতর্ক, হুঁশিয়ার ৩। সিংহাসন ৫। জাহাজের খালাশি ৭। চরণধূলি ৯। রোজার মাস ১০। অসি।

উপর-নীচ

১। পা দিয়ে চালানোর দুই চাকার গাড়ি ২। প্রণাম ৪। প্রয়োজন, আবশ্যক ৬। সপ্তাহের শেষ দিন ৭। সম্পূর্ণ বশীভূত বা অধীন ৮। মেঘ।

সমাধান : ২১৬

পাশাপাশি : ২। কামিনীসুলভ ৫। নরদেব ৭। পরব ৯। অধরা ১০। মহারথ ১২। চলনেবলনে।

উপর-নীচ : ১। আইন ৩। মিতবর ৪। লটরপটর ৬ রজতধবল ৮। সমতুল ১১। থকিত।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

৯৮৭৪০১৭৭১৬

ভাইয়ের মাথা ফাটাল দাদা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্পত্তি নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। সোমবার সেই নিয়ে এক প্রস্থ বচসা হয়। অভিযোগ সেই সময় লোহার রড দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠলো দাদার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে জীবনতলা থানার অন্তর্গত মুখার্জী পাড়া এলাকায়। দাদার মারে গুরুতর জখম হয়েছে ভাই কুতুব সরদার। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে কুতুব ও কুরবান সরদারদের মধ্যে দীর্ঘদিন বিবাদ চলছিল। সোমবার সেই সম্পত্তি নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে বচসা হয়। অভিযোগ সেই সময় ঘরের মধ্যে থেকে লোহার রড নিয়ে এসে কুতুব কে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। এমনকি তার মাথায় মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সেই মুহূর্তে রক্তাক্ত অবস্থা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কুতুব।

পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে পরে তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই ব্যক্তি। ঘটনার বিষয়ে আক্রান্তের পরিবারের সদস্যরা জীবনতলা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অটো উল্টে জখম ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : অটো উল্টে গুরুতর জখম হলেন এক মহিলা সহ মোট তিনজন। ঘটনাটি ঘটেছে বৃস্পতিবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মালঞ্চ বাজার সংলগ্ন এলাকায়। গুরুতর জখম হয়েছে সোলেয়ার সেখ,সিরাজুল মন্ডল ও জামান আলি মোল্লা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকালে ক্যানিং থানার অন্তর্গত নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবরামারি ও পাঙ্গাশখালির তিনজন অটো করে বসিরহাটের চৈতলে যাচ্ছিলেন। মালঞ্চ সংলগ্ন এলাকায় আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোটি উল্টে গেলে গুরুতর জখম হয় তিনজন। স্থানীয়রা তাদেরউদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে আশাঙ্কাজনক অবস্থা তিনজন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

নদী থেকে দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্রিজ থেকে পা পিছলে নদীতে পড়ে তলিয়ে যাওয়া যুবকের দেহ অবশেষে উদ্ধার হল বৃহস্পতিবার দুপুরে। মৃতদেহ টি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ক্যানিং থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিংয়ের হাটপুকুরিয়া পঞ্চায়েত এলাকার ভলেয়া গ্রামের বাসিন্দা আসান মিস্ত্রী(৪১)। গত মঙ্গলবার স্থানীয় জয়নগর থানার অন্তর্গত ধোষা বাজারে গিয়েছিলেন হাটবাজার করতে। রাতে ফেরার সময় ক্যানিং-জয়নগর সংযোগকারী পিয়ালী নদীর উপর সেতু থেকে পা পিছলে নদীতে পড়ে তলিয়ে যায়। সেই মুহূর্তে রাতের অন্ধকারে ধোষা পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ ও স্থানীয় মানুষ নদীতে তল্লাশি করে কোনও খোঁজ পায়নি। বুধবার আসানের খোঁজে প্রশাসনের তরফ থেকে ডুবুরির দল নামানো হয় নদীতে। ব্যর্থ হয়,কোনও খোঁজ না পাওয়া। বৃহস্পতিবার দুপুরে ধোষা থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে বদুকলা এলাকায় এক ব্যক্তিকে পিয়ালী নদীর জলে ভাসতে দেখে এলাকার মানুষ। তারা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে। পাশাপাশি নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারের লোকজন শনাক্তকরণ করে জানায় দেহটি আসান মিস্ত্রীর।

মুষলধারার বৃষ্টিতে বেশ ক্ষতি জয়নগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিম্নচাপ ও ষাঁড়াষাঁড়ি কোটালে গত দু'দিন ধরে মুষলধারায় বৃষ্টি চলছে জেলা জুড়ে। সোমবার রাত থেকে মুষলধারায় বৃষ্টি তে বেশকিছু ক্ষয়ক্ষতি দেখতে পাওয়া গেল জয়নগর এলাকায়। এদিন জলমগ্ন হয় জয়নগর-মজিলপুর পুরসভার ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,১২,১৩ সহ একাধিক ওয়ার্ড। এছাড়া জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের বামুনগাছি পঞ্চায়েতের দলুয়াখাকি, কামারিয়া, খাকুরদহ পঞ্চায়েত, জাঙ্গালিয়া পঞ্চায়েত, ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত, দক্ষিণ বারাসত গ্রাম পঞ্চায়েতের পদ্মের হাট, বহরু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের বহরু হাসিমপুর,মিঠানি শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, উত্তর দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের শাহজাদাপুর পঞ্চায়েতের বাগমারি, কুলতলা সহ একাধিক এলাকার বেশ কিছু কাঁচা বাড়ি ভেঙে পড়ে, পাকা বাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হয়। এদিন বজ্রপাতে বামুনগাছি পঞ্চায়েতের কামারিয়ার কচিমুনি মোল্লা নামে এক গৃহবধূ গুরুতর আহত হন। এদিন জয়নগর ১ নম্বর ব্লক সূত্রে জানা গেল, মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত পাওয়া হিসেবে ৩৫০ টি আংশিক ও ৭৫ টি পুরো বাড়ির ক্ষতির সন্ধান পাওয়া গেছে। জয়নগর ১ নং বিডিও সত্যজিত বিশ্বাস বলেন, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পর্যবেক্ষণ চলছে। এদিন আপাতত আপৎকালীন হিসাবে পঞ্চায়েত সমিতি ও পঞ্চায়েতের হাত দিয়ে ৮৫৫টি ত্রিপল ক্ষতিগ্রস্থ দের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

আস্ত টিউবওয়েল উধাও

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রকাশ্য দিবালোকে আস্ত একটি টিউবওয়েল উধাও। ঘটনার সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজ প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে ক্যানিং থানার অন্তর্গত দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের কোড়াকাঠি গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ওই গ্রামেরই দম্পতি স্বপন মন্ডল ও শকুন্তলা মন্ডল। দম্পতি কলকাতায় কাজ করেন। গ্রামের বাড়ির পিছনে রাস্তার পাশেই তাদের একটি পানীয় জলের টিউবওয়েল ছিলো। প্রকাশ্য দিনের বেলায় আস্ত টিউবওয়েলটি ভেঙে নিয়ে চলে যায় এক চোর। ঘটনাটি পাশের এক প্রতিবেশীর বাড়িতে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। সেখানে দেখা যায় লুঙ্গি পরা এক যুবক একটি সাইকেল নিয়ে টিউবওয়েলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। রাস্তার দুপাশে সতর্কতার সাথে চোখ বুলিয়ে নেয়। এরপর দ্রুততার সাথে দুবার মোচড় দিয়ে আস্ত টিউবওয়েলটি ভেঙে নিয়ে বস্তায় ভরে। সাইকেলের পিছনে নিয়ে পালিয়ে যায়।

চুরির এমন নতুনত্ব সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ায় এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনার বিষয়ে ওই দম্পতিকে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা জানিয়েছেন, কলকাতা থেকে ফিরে ক্যানিং থানায় অভিযোগ জানাবো।' স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গত প্রায় দুমাস আগে গ্রামেরই সমীর মন্ডলের বাড়ি থেকে রাতে অন্ধকারে দুটি গোরু চুরি হয়ে যায়। এবার প্রকাশ্য দিবালোকে আস্ত একটা টিউবওয়েল নিয়ে গিয়েছে চোর। আমরা আতঙ্কে রয়েছি।

কাছারী ঘাট–মধুখালী রাস্তা বেহাল

আমান মোল্লা : দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে গোলাবাড়ি কাছারী ঘাট হইতে মধুখালী বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা পিচ ওঠা গর্তে ভরা জলে জমে থাকা এই রাস্তাটি ৭ বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রভাস সরদার জানান, আমরা বারবার আন্দোলন করেও কোনও ফল হয়নি। সকাল হলে কৃষকরা সবজি নিয়ে যায় কলকাতায়। এখানে তিনটি প্রাইমারি স্কুল আছে। বাচ্চাদের আসতে যেতে খুব অসুবিধা হয়। যদি কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে অ্যাম্বুলেন্সের অভাবে তাকে রাস্তায় মরতে হবে। রাস্তা খারাপের জন্য কোনো অ্যাম্বুলেন্স এই গ্রামে ঢুকতে পারে না। ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান খতিব সরদার বলেন, এই রাস্তাটি প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার অন্তর্গত।

আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আলোচনা করেছি। মধুখালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুতপা নস্কর বলেন, আমাদের আলোচনা চলছে এই রাস্তাটি যেভাবে হোক সারাই করে দিতে হবে। চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি পারি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা রাস্তার কাজ শুরু করব।

অ্যাপ্রোচ রোড না হওয়ায় ৫ বছরে ও চালু হল না সেতু

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : সুন্দরবনের জয়নগর, কুলতলি ও রায়দীঘির সংযোগ সেতু এখনো চালু না হওয়ায় সমস্যায় সাধারন মানুষ। অ্যাপ্রোচ রোড না থাকায়, সেতু তৈরির ৫ বছর পরও চালু হলো না ঢাকির মুখের সেতু। আর যার ফলে অসুবিধায় পড়েছেন স্থানীয়রা। নতুন সেতু থাকা সত্ত্বেও এখনও স্থানীয় বাসিন্দাদের খেয়া পারাপার করতে হচ্ছে। স্থানীয়রা দ্রুত এই সমস্যার সমাধান চাইছেন।২০০৮ সালে জয়নগর ২ নং ব্লকের কুলতলি বিধানসভার চুপড়িঝাড়া ও মথুরাপুর ২ নং ব্লকের রায়দিঘী বিধানসভার পূর্ব জটার সংযোগকারী এই সেতু নির্মাণের জন্য অনুমোদন দিয়েছিল রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ। এরপরই সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু মাঝপথে ঠিকাদার সংস্থার সাথে ঝামেলার কারণে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। বেশ কয়েক বছর কাজ বন্ধ থাকে এই ভাবে।২০১৩ সালে আবার এই কাজ শুরু হয়। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ থেকে ১৬ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়। জোরকদমে শুরু হয় এই কাজ। ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে সেতুর নির্মাণের কাজ শেষও হয়। স্থানীয়রা নতুন সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ায় আশায় বুক বাঁধতে থাকেন। কিন্তু আবারও আশাহত হন স্থানীয়রা।

সেতু নির্মাণের ৫ বছর পর এখনও এই সেতু চালু হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। প্রশাসন সূত্রে জানা গেল, অ্যাপ্রোচ রোড না থাকায় এই সেতু চালু করা যাচ্ছে না।মূলত সেতুর দুই প্রান্তের জমির মালিকগণ জমি দিতে অসুবিধা করছেন। আর এর ফলে জমিজটে আটকে গেছেএই অ্যাপ্রোচ রোড তৈরির কাজ। আর এর ফলে ঠাকুরান নদীর উপর কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেতু অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এই সেতু চালু হলে উপকৃত হবেন চুপড়িঝাড়া, নলগোড়া, মনিরতট, কনকনদিঘী সহ একাধিক এলাকার কয়েক হাজার স্থানীয় বাসিন্দা।এই সেতু চালু হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও দ্রুততর হবে। অসুস্থ রোগী থেকে শুরু করে এলাকার মানুষ সহ স্কুল ছাত্রছাত্রীরা আরও উপকৃত হবেন।এ প্রসঙ্গে কুলতলির বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মন্ডল ও রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা বলেন,সেতুর কাজ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়েছিল। নতুন করে আবার সেতুর কাজ শুরু করার চেষ্টা করা হচ্ছে। জমিজট অনেকটাই মিটে গেছে। শীঘ্রই এই কাজ শেষ করা হবে। আর সেই আশায় বুক বাঁধছেন সুন্দরবনের দুটি বিধানসভার প্রত্যন্ত এলাকার কয়েক হাজার মানুষ।

মোয়া শিল্পীদের হাতে জিআই সার্টিফিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগরের মোয়া শিল্পের সাথে জড়িত মানুষদের বাঁচাতে আগেই এগিয়ে এসেছে রাজ্য সরকার।জয়নগর তৎসংলগ্ন এলাকার শিউলি, কারিগর ও চাষিদের সহজে সরকারি ভাবে সাহায্যের অন্তর্ভুক্ত করার কাজও চলছে। এবার জয়নগরের মোয়া শিল্পীদের হাতে তুলে দেওয়া হল জিআই-এর সার্টিফিকেট। জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জয়নগর ১ নং ব্লক প্রশাসনের সহায়তায় রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান,প্রযুক্তি ও জৈব প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসের হাত দিয়ে জয়নগর ১ নং ব্লকের শ্রীপুর পঞ্চায়েতের ৩৮ জন ও জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ১১ জন মোট ৪৯ জন মোয়া শিল্পীদের হাতে এই সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। এদিন এই উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস,জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল,বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার, বারুইপুর মহকুমা শাসক সুমন পোদ্দার,জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ হায়দার আলি মল্লিক,শিক্ষা কর্মাধক্ষ্য প্রকাশ মন্ডল, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, উৎপল নস্কর,এস টিবিটির যুগ্ম সচিব সুদীপ্ত পোরেল,সচিব রাজেশ সিনহা,এসটিবিটির সিনিয়র বিজ্ঞানী মহুয়া হোম চৌধুরী,বিজ্ঞানী দেবশ্রী দে, জয়নগর মজিলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার,ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল, জয়নগর ১ নং বিডিও সত্যজিত বিশ্বাস,জয়নগর

১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তপন কুমার মন্ডল, সহ সভাপতি আনিসুল আলম মোল্লা,সহ আরো অনেকে। এদিন ৪৯ জন মোয়া শিল্পীদের হাতে এই সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। এদিন এবিষয়ে মন্ত্রী বলেন, জয়নগরে একটি মোয়া হাব গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়ে গেছে।

জিআই স্বীকৃতি মেলায় দেশ ও বিদেশের বাজারে এই মোয়ার চাহিদা আরও বাড়বে। সাংসদ প্রতিমা মন্ডল বলেন,জয়নগরের মোয়া ব্যবসায়ীদের অনুরোধ মেনে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের সাথে স্বল্পময় রেখে আমি প্রথম উদ্যোগ নিই। খাদি দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করি। তারপরে একে একে সরকারি দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে এই জিআইএর ব্যাপারে সচেষ্ট হই। আমি চাই না কোনো অসাধু জিআইএর নাম করে মোয়া ব্যবসায়ীদের হয়রান করুক। তবে এবারে খুব সহজেই মোয়া ব্যবসায়ীরা ধাপে ধাপে এই জিআই পাবেন। মোয়া শিল্পের বিকাশ ঘটলে অর্থনৈতিক ভাবে উপকৃত হবে জয়নগরের মানুষ। তবে মোয়ার গুণগত মানকে কিন্তু মোয়া ব্যবসায়ীদের বজায় রাখতে হবে। এদিন বিধায়ক বিভাস সরদার বলেন,জয়নগর মোয়া কারিগরি দিক থেকে আরও উন্নত ভাবে উন্নত মানের মোয়া বিশ্ববাসীর হাতে তুলে দিতে পারবে। এই জিআই সার্টিফিকেটই প্রমাণ করে দেবে জয়নগরের গর্ব, আমাদের গর্বের এই মোয়াকে।

বিএসএফের অনন্য নজির

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার-ই বাগদা সীমান্তে, প্রায় ১৫ কেজি সোনা উদ্ধার করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল, প্রহরারত বিএসএফের ৬৮ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা। এই এক সপ্তাহে প্রথমে ১৯টি, এর তিনদিন পরে ২১টি ও শেষে ৮১টি সোনার বিস্কুট ও বার উদ্ধার করল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে উদ্ধারকৃত ১৯ পিস ও ২১ পিস সোনার বাহক নওদা পাড়া গ্রামের পলাতক আসামী আলিম সর্দার। তবে এবার এই ৮১ পিস সোনার বিস্কুট ও বারের পাচারকারী কুলিয়া গ্রামের মৃত আনসার মণ্ডলের ছেলে নাজিম মণ্ডল (৩১)। বেহাইন সীমানা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে এদেশে আসছিল। বিএসএফ এর ওপি পার্টির দায়িত্বে থাকা সিটি রাজকুমার ও এইচ সি বীরচন্দ্র দেববর্মা নাজিমের দেহ তল্লাশি করতেই তার কোমর থেকে উদ্ধার হয় এই ৮১পিস সোনার বিস্কুট ও বার। এমনটাই জানালেন বিএসএফের ৬৮ নং ব্যাটালিয়নের সিও যোগেন্দ্র আগরওয়াল। তবে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় দশ কোটিরও বেশি মূল্যের সোনা উদ্ধার বাগদা সীমান্তে ইতিহাস হয়ে রইল বলে মনে করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সীমান্ত রক্ষিবাহিনীর পক্ষ থেকে উদ্ধারকৃত সোনাসহ ধৃত পাচারকারীকে বাগদা কাস্টমস-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। সীমান্ত অপরাধ রুখতে বিএসএফ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বলেন সংশ্লিষ্ট অফিসার।

বিষহীন চাষ করতে মাটিকে মন দিয়ে ভালোবাসতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্তমানে উন্নত প্রকার চাষে বেশি ফলনের আশায় মেতেছেন চাষিরা। ক্ষতি হচ্ছে আমার আপনার এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের।রাসায়নিক সার আর বিষ দিয়ে চাষ করা ফসল উৎপন্ন হচ্ছে। আমরা সমস্ত ফসল খাচ্ছি এবং সেই সমস্ত বিষ সকলের অজান্তে আমাদের দেহে প্রবেশ করছে। আমরা শক্তিহীন,রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ছি। ফলে মাটিকে ভালোবেসে রাসায়নিক সার ও বিষহীন চাষ করার জন্য প্রচারে নামলেন দুই ব্যক্তি। বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত শাসহপুর এলাকার দয়ারামপুর গ্রামের বাসিন্দা ৫৫ উর্দ্ধ মনোজ সরকার ও জয়ন্ত সেন। রাসায়নিক সার ও বিষহীন চাষ করার আবেদন জানিয়ে চাষিদের সচেতনতা করার জন্য সাইকেল নিয়ে পাড়ি দিয়েছেন।

উদ্দেশ্য, প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গিয়ে রাসায়নিক সার ও বিষহীন চাষের পরামর্শ এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুস্থ সবল রাখার আহ্বান। সমগ্র রাজ্যজুড়ে এমন সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে গত ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের দিন দুই বন্ধু সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এমন সচেতনতার বার্তা সমগ্র বাংলার ৩৪১ টি ব্লকের প্রতিটি চাষির বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। ইতিমধ্যে দুই বন্ধু সাইকেল যাত্রায় প্রায় ৭০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ফেলেছেন। পৌঁছে গিয়েছেন বর্ধমান, হুগলি,উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রান্তিক চাষিদের কাছে। বর্তমানে দুইবন্ধু সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গোসাবা ব্লকের বিভিন্ন দ্বীপে দুচাকায় চেপে পৌঁছে গিয়েছেন। সেখানে চাষিদের সচেতন করে জৈব সারে চাষ করার আবেদন জানিয়ে সচেতন করছেন। প্রথমে দুই বন্ধুর এমন উদ্যোগকে অনেকেই হাসিঠাট্টা রহস্য করে উপহাস করেছিলেন। সেই উপহাস উপেক্ষা করে আজ সাধারণ চাষিদের দুয়ারে দুয়ারে হাজির হয়ে রাসায়নিক সার বিহীন চাষ করার পরামর্শ দিয়ে বেশ ভালো সাড়া পাচ্ছেন মনোজ ও জয়ন্ত। জানা গিয়েছে সুন্দরবন থেকে ফিরে তারা মেদনীপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। সমগ্র বাংলার ৩৪১ টি ব্লক পরিক্রমা হয়ে গেলে আগামী দিনে সমগ্র দেশব্যাপী সাইকেলে করে রাসায়নিক সার ও বিষহীন চাষের সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দেবেন সমগ্র দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

ভয়াল বন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ১৬ ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ড বন্যায় ধুলিস্যাৎ। ইতিমধ্যে নদীগর্ভে চলে গেছে ধুলিয়ান শ্মশান, কবরস্থান ও বসতবাড়ি। সামশেরগঞ্জের মানুষের হাহাকার কান পাতলে শোনা যাচ্ছে। বলেন, আমাদের এখানে গ্রামের কোনও অস্তিত্ব নেই, শুধু কান্না আর কান্না। কত গরু-বাছুর নদীর জলে ভেসে চলে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। কত ভিটেমাটি শূন্য হয়ে গেছে তার হিসাব নেই। মানুষ মারা গেলে শ্মশানে ও কবরে নিয়ে যাওয়ার

সন্ধ্যা হলেই ভয়ঙ্কর আওয়াজ মানুষকে আতঙ্কিত করে ফেলছে। যেন খেয়ে ফেলতে আসছে। ধুলিয়ানের বাসিন্দা রাকিবুল ইসলাম জায়গা নেই। খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে। আমরা চাইছি কোনও এনজিও আমাদের পাশে দাঁড়াক, তবেই আমরা বাঁচতে পারব।

মানুষের স্বাস্থ্যের প্রতি সজাগ বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিগত দিনে শিক্ষা সংক্রান্ত অনন্য নজির সৃষ্টি করে শতাধিক দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই কর্মযজ্ঞ আজও অব্যাহত রয়েছে। এবার সাধারণ মানুষ যাতে করে চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনও দুর্ভোগে না পড়েন সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস।

বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার রোগী আসে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা

২৪ ঘন্টা পরিষেরার জন্য তিনটি হেল্পলাইনফোন নম্বর চালু করলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস। এবং সেই হেল্পলাইন ফোন নম্বর হাসপাতালের সামনে টাঙিয়ে দিলেন সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য। জানা গিয়েছে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও রোগীর পরিবার পরিজন চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা পড়েন। সেই সমস্ত সমস্যা যাতে অনায়াসে সমাধান হয়, ব্যাঘাত না ঘটে এবং রোগীরা পরিষেবা পেয়ে সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরতে পারেন তার জন্য করাতে। তারা যাতে কোনও সমস্যার সম্মুখীন না হয় তারজন্য হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। কারণ হেল্পলাইনের মাধ্যমে দ্রুততার সাথে মানুষের পাশে দাঁড়ানো সম্ভব। সাধারণ মানুষ আমাদের জনপ্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করেছেন। তাদের সুখ দুঃখে পাশে থাকা কর্তব্য বলে মনে করি। অন্যদিকে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাসের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন হাসপাতালের রোগী,রোগীর পরিবার পরিজন সহ এলাকার সাধারণ মানুষ।

জলমগ্ন ক্যানিং ত্রাতার ভূমিকায় ত্রয়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত তিনদিনের প্রবল বর্ষণে জলমগ্ন গোটা ক্যানিং শহর সহ সংলগ্ন এলাকা। এমনই পরিস্থিতিতে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ঘরের মধ্যে আটকে রয়েছেন। পাড়ার অলিগলি থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট এমনকী ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের নার্সদের কোয়ার্টার পর্যন্ত জলমগ্ন। কোথাও হাঁটু সমান আবার কোথাও বা এক কোমর। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস। সাধারণ মানুষ যাতে দুর্ভোগের মধ্যে না পড়ে তার জন্য গ্রামপঞ্চায়েত গুলো কে ত্রিপল, পর্যাপ্ত পরিমাণ শুকনো খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। এলাকায় জমাজল যাতে করে দ্রুততার সাথে পরিষ্কার হয় তারও নির্দেশ দিয়েছেন সেচ দফতর থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোকে। মূলত ক্যানিং শহর মাতলা ১ ও ২ এবং দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে অবস্থিত। বৃষ্টি থামতেই বিধায়কের নির্দেশ কে প্রাধান্য দিয়ে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ ঘোঁচাতে ময়দানে নামলেন ক্যানিংয়ের মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল যুব সভাপতি আয়ুব সেখ,অঞ্চল সভাপতি পরেশ মন্ডল ও মাতলা ২ পঞ্চায়েত কো-অর্ডিনেটর শঙ্কর হালদার'রা। মঙ্গলবার সকাল থেকে ক্যানিং শহর সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকার

জল নিকাশি নালা এবং সুইচগেট গুলোতে জমে থাকা ময়লা আবর্জনা,প্লাস্টিক পরিষ্কার করে জলনিকাশি ব্যবস্থা সচল করেন। বিধায়ক পরেশরাম দাসের নির্দেশে ত্রয়ীর এমন উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। অন্যদিকে প্রবল বর্ষণে জল জমে যাওয়া প্রসঙ্গে মাতলা ২ অঞ্চল যুব সভাপতি আয়ুব সেখ জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের কাছে আমাদের করজোড়ে আবেদন,প্লাস্টিক বর্জন করুন। যত্রতত্র নোংরা-আবর্জনা প্লাস্টিক ফেলবেন না। কারণ নোংরা-আবর্জনা আর প্লাস্টিক জলের গতিপথ রোধ করে দিচ্ছে। পাশাপাশি নিকাশি নালা বন্ধ করে ফেলছে। আমরা-আপনারা সামান্য একটু সজাগ হলেই বৃষ্টিতে আর ডুবে যেতে হবে না'।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ১৭ সেপ্টেম্বর – ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২

কেন এই ব্রিটিশ আনুগত্য

ব্রিটেনের রানির মৃত্যুর শোকে কমনওয়েলথ বিশ্ব শোকে বিহ্বল। এক সময় বলা হতো ব্রিটিশের সূর্য অস্ত যায় না। সময়ের নিয়মে একে একে বহু রাজ্যপাট তাদের হাত ছাড়া হলেও তাদের রাজত্বের স্মৃতিকে আজও তারা জাগিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে কমনওয়েলথ ক্লাবের মাধ্যমে। যে রাষ্ট্রগুলি থেকে তারা এক সময় লুঠপাট চালিয়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করেছিল, যে রাষ্ট্রগুলি থেকে বিপুল পরিমান সম্পদ নিজেদের দেশে গিয়ে রাজতন্ত্রকে বড়লোক করেছিল আজ নতুন বিশ্ব ব্যবস্থাতেও রাজ আনুগত্য এতোটুকু শিথিল হয়নি। সম্প্রতি এলিজাবেথ দ্বিতীয় ৭০ বছর রাজতন্ত্র চালিয়ে প্রয়াত হয়েছেন। ব্রিটিশের করদ রাজ্যগুলি এখন একেকটি 'স্বাধীন রাষ্ট্রের' অহংকারে কমনওয়েলথের বশ্যতা স্বীকার করে চলেছে। কমনওয়েলথের আক্ষরিক অর্থ পারস্পরিক ধন সম্পত্তির অধিকার সমানভাবে যেখানে বর্তায়। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে কমনওয়েলথ এর নেপথ্যে রয়েছে এক তরফা ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের অধিকার বোধ। ভারতবর্ষের মতো দেশ যেখানে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সাধারান নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় সেই দেশ আজ পর্যন্ত কমনওয়েলথ গোষ্ঠীর শীর্ষ পদে আসীন হওয়ার সুযোগ পায় নি কখনও। কমনওয়েলথ ভুক্ত কোনও রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের প্রয়াণ ঘটলে কোনওদিন ব্রিটিশ সরকারের পতাকা অর্ধনমিত হয়নি অথচ ব্রিটিশ রানির মৃত্যুতে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতিভবন সহ প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে পতাকা অর্ধনমিত হয়েছে। শুধু তাই নয় রাষ্ট্রীয় শোক পালনের ঘোষণাও করা হয়েছে। ভারতের সর্বোচ্চ সম্মানের আসন রাষ্ট্রপতির জন্য। তিনিও ব্রিটিশ রানির শেষ কৃত্যে উপস্থিত থাকছেন। সৌজন্য কখনই একমুখী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ব্রিটিশ রানির ভারতের জন্য কী অবদান আছে তা একমাত্র ভারত সরকারই স্পষ্ট করতে পারবেন। কিন্তু এটুকু সত্য ব্রিটিশ সরকার বহু সত্যকে আজও গোপন করে রেখেছেন ভারতবাসীর কাছে। সেখানে ভারত সরকারও তা প্রকাশ করতে প্রত্যয়ী নয়। দুর্ভাগ্যের হলেও সত্য, কমনওয়েথের সশস্ত্র বাহিনী যেখানে ভারতের অংশগ্রহণ রয়েছে তাদের ভূমিকা দেশের মানুষের কাছে কতটুকু! দেশের নিরাপত্তায় কমনওয়েলথের সশস্ত্র সেনা আজ পর্যত কতোটুকু সাহায্য করেছে সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। ভারতীয় দের আর্থিক সহায়তায় পুষ্ট কমনওয়েলথ কিছু স্কলারশিপ কিছুটা পর্যটন আর খেলাধুলেয়োয় কর্মকাণ্ড দেখালেও রাজ আনুগত্যই মূলত প্রকাশ্যে পরিলক্ষিত হয়।

ভারতের মতো দেশ যেখানে অজস্র জাতীয়তাবাদী, আন্তর্জাতিকতাবাদী প্রভৃতি নানা বর্ণের দল মতের সমন্বয় ঘটেছে তাদের কোন তরফেই কমনওয়েলথের দাসত্ব তিলক নিচে ফেলার অঙ্গীকার দেখতে পাওয়া যায় না। এক সময় লোকসভায় কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসার দাবি উঠলেও সময়ের নিয়মে তা ফিকে হয়ে যায়। অথচ দেশাত্মবোধের দাবিদার রাজনৈতিক দলগুলি তীব্র উদাসীন রাজতন্ত্রের আনুগত্য থেকে বেড়িয়ে আসার ব্যাপারে।

দেশের অজস্র মানুষের আত্মবলিদান সমস্ত কিছুই আজ বিদ্রুপে পরিণত হয়েছে। ব্রিটিশ প্রাধান্যযুক্ত বর্তমান কমনওয়েলথের ভারত সদস্যভুক্তির কারণে।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ রাজপরিবারে চার্লসের অভিষেক ঘটেছে। তিনি ব্রিটিশ রানির বহু কর্মচারিকে বরখাস্তও করেছেন। রাজতন্ত্রের চিরাচরিত চরিত্র ব্রিটিশ জনগণের ওপর কতটা প্রভাব ফেলবে তা জানা না গেলেও এটা স্পষ্ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে দুর্বলতার ঘুন পোকা ইতিমধ্যে বাসা বেঁধেছে। সে দেশে প্রধান মন্ত্রী নির্বাচন এবং নতুন ক্যাবিনেট গঠনের সময়ই লক্ষ করা গেছে দলতন্ত্র,ব্যক্তি তন্ত্রের প্রাধান্য। দেশ ভাগের ৭৫ বছর পর ভারতীয় উপমহাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের প্রতি যে সীমাহীন আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন তা অবশ্যই স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের দাবির পক্ষে লজ্জাজনক।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র আঠার

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং
তে নমউক্তিং বিধেম।।১৮।।

অগ্নে– হে অগ্নিসম শক্তিমান ভগবান; নয়– কৃপা করে পরিচালিত করুন; সুপথা– সঠিক পথের দ্বারা; রায়ে– আপনাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য; অস্মান্– আমাদিগকে; বিশ্বানি– সমস্ত; দেব– হে দেব; বয়ুনানি– কার্যাবলী; বিদ্বান– জ্ঞাতা; যুয়োধি– দূর করুন; অস্মৎ– আমাদের থেকে; জুহুরাণম্– পথের প্রতিবন্ধকগুলি; এনাঃ– সকল পাপসমূহ; ভূয়িষ্ঠাম– বার বার; তে– আপনাকে; নমঃ উক্তিম– প্রণাম উক্তি; বিধেম– আমি করি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি অগ্নিসম তেজস্বী, সর্বশক্তিমান, এখন আপনাকে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করি। হে প্রভু করুণাময়! আপনি আমাকে যথাযথভাবে চালিত করুন। যাতে পরিণামে আমি আপনাকেই প্রাপ্ত হই। আপনি আমার অতীত কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত, তাই কৃপা করে পরমার্থ লাভের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ পূর্ব পাপকর্মের ফল থেকে আমাকে মুক্ত করুন।

তাৎপর্য

এই মন্ত্রে ভক্ত ভগবানকে প্রার্থনা করছেন যাতে তাঁর হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে তাঁকে শোধন করেন। মানুষ মাত্রই ভুল করে। বদ্ধজীব মাত্রই প্রায়শ ভুল করে এবং এই প্রকার অজ্ঞাত পাপের একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে ভগবৎ-চরণে আত্মনিবেদন করা যাতে তিনি পথ নির্দেশ প্রদান

ফেসবুক বার্তা

মৃতদেহ থেকে যে সমস্ত অঙ্গ নেওয়া যায়

জেনে রাখুন

কিডনি
হৃদপিন্ড
ফুসফুস
যকৃৎ

অঙ্গ প্রতিস্থাপন এর সময়সীমা

কিডনি - ৪৮ ঘন্টা
হৃদপিণ্ড - ৬ ঘন্টা
ফুসফুস - ৬ ঘন্টা
যকৃত - ১২ ঘন্টা

নীতি শিক্ষায় বিপদে পড়বে রাজনীতিকরা

নির্মল গোস্বামী

শিক্ষক দিবসের সমারোহ অনুষ্ঠানে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন স্কুল পাঠে নৈতিকতার পাঠ পড়াতে। প্রথমেই যে প্রশ্নটা মনে জাগে তা হল এতো দিন নৈতিকতা পাঠ কেন স্কুল শিক্ষার সিলেবাসের বাইরে রইল। এবং এখনও বা কেন নৈতিকতার পাঠ পড়ানোর প্রয়োজন অনুভব করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সিঙ্গুর আন্দোলন যখন ইতিহাসের অবশ্য পাঠ্য হল, তখন একবারের জন্যও কেন মনে পড়ল না যে পাঠ্যসূচিতে নৈতিকতার পাঠ বিষয়ভুক্ত করা হোক। তবে কি বাংলায় একটা কথা প্রচলিত আছে, 'ঠেকে শেখা', তারই রাম ধাক্কায় সরকারের মাথায় নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তার চিন্তা উদয় হল। পেশার প্রয়োজনে অথবা কৌতূহলে বশে যারা রাজনীতির চোরা গলিতে যাতায়াত করে তারা সকলেই জানে যে সরকার দুর্নীতির প্রশ্নে একটা বিরাট ধাক্কা খেয়েছে। অতীতে নির্বাচনের প্রাককালে প্রশান্ত কিশোরের উপদেশের কারণে মুখ্যমন্ত্রী নিচু স্তরের দলীয় নেতাকর্মীদের ব্যাপক দুর্নীতির অপবাদ থেকে দলকে বাঁচাতে এবং জনমনে নিজের স্বচ্ছ ইমেজ ধরে রাখতে 'কাটমানি' ফেরতের নিদান হেঁকে ছিলেন এবং 'দিদিকে বল' কর্মসূচি চালু করেছিলেন। তাতে ব্যাপক কাজ হয়েছিল। ২০২১এর বিধানসভা নির্বাচনে তার প্রতিফলন ঘটেছিল। কিন্তু বর্তমানে ইডি সিবিআই যেভাবে কর্ম তৎপর হয়ে উঠেছে তাতে মুখ্যমন্ত্রী প্রমাদ গুনছেন। বিরোধী দল সরকারী দলের লোকজনকে চোর বলছে এটা এক জিনিস। জনগন জানে যে নেতাদের মুখে 'জালতি' দেবার কোনও ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই। লক্ষ লক্ষ মিথ্যা বললেও কারো কিছু করার নেই। বিরোধীরা বিরোধিতার সময় এক বলেন আর ক্ষমতায় গিয়ে আর এক করেন। নরেন্দ্র মোদী মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ২০১৪ সালে কি বলেছিল আজ আর সরকারে গিয়ে কি করছে তা দেশবাসী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাম আমলে কথায় কথায় সিবিআই দাবি করত। আর ক্ষমতায় এসে দলীয় কর্মীদের পথে নামাচ্ছে সিবিআই দূর হঠো বলে। এই দ্বিচারিতার জন্য বিরোধীদের দাবি সম্পর্কে জনগন সন্দেহ মুক্ত হতে পারে না। তারাও দাবি তোলে আর জনগণ এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়।

কিন্তু সিবিআই এবং ইডি যখন কোটি কোটি টাকা, কিলো কিলো সোনা উদ্ধার করে প্রচারের দৌলতে জনতা চোখে দেখে, কিংবা নেতার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যখন ১৭ কোটির খোঁজ পাওয়া যায়, যখন ৪০০–৫০০ কাটা জমির দলিল উদ্ধার হয় তখন তা শুধু বিরোধীদের রটনা বলে জনগণ পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে না। এতো দিন যা ছিল বিরোধীদের রটনা তা মুহূর্তে সত্য বলে প্রতিভাত হয় জনগণের কাছে।

পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী জনগণের নাড়ির খোঁজ স্বাভাবিক ভাবেই পেয়ে যান। তাই তিনিও বুঝেছেন যে, যে দাগ সাদা কাপড়ে লেগেছে তা সহজে মুছে ফেলা যাবে না। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে সবাই চোর নয়। কেউ কেউ চোর।

যাই হোক এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে বের হবার দাওয়াই হিসাবে শিশুদের নীতিশিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শিশু বয়সে নীতি শিক্ষা শেখেনি বলেই যেন পার্থ বাবু আজ অবলীলায় নিজের ও দলের মান সম্মান সব জলাঞ্জলী দিয়ে দিল। কিংবা অনুব্রতকে যদি নীতি শিক্ষার পাঠ পড়ানো হতো তাহলে নামে বেনামে কোটি কোটি টাকা ও জমিদারি কিনে সিবিআই ও ইডির জালে জড়িয়ে আজ জেলখানায় কাটাতে হতো না।

এখানে অনুব্রতর উদাহরণ বোধহয় জুতসই হল না। কারণ দিদি কেষ্টকেই আদর্শ রাজনীতিবিদ বলেছেন। লক্ষ লক্ষ কেষ্ট তৈরির কথা বলছেন, অবশ্য তৈরি হবে কেন, তৃণমূল দল যদি 'কেষ্ট তৈরি' কারখানা হয়, তাহলে ইতিমধ্যে গ্রামেগঞ্জে কোটি কোটি কেষ্ট তৈরি হয়ে বসে আছে। কেষ্টকে বীরের সম্মান দেওয়ার কথাও বলেছেন। মনে প্রশ্ন জাগে যে, বর্তমান প্রাথমিকের শিশুরা কোন নীতি শিক্ষার পাঠ নেবে? বীর কেষ্টর জীবন চরিত কি পড়ানো হবে? গণতন্ত্রের কেমন করে বিরোধী শূন্য করে, ভোট না করে ভোটে জিততে হয়, তার কলা কৌশলও কি নীতিবোধের মধ্যে পড়ে? কেষ্টর বিরোধিতা করলেই কেমন করে বিরোধী এবং নিজের দলের লোকেদেরও গাঁজার কেস দিয়ে জেল খাটাতে হয়, সে শিক্ষাটাও বোধহয় জরুরি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। পুলিশকে বোম মারার হুমকি দেওয়া কিংবা আইসিকে সময় সীমা বেঁধে দেওয়ার মধ্যে যে সাহসের প্রয়োজন হয়, যে অকুতোভয় মানসিকতার প্রয়োজন হয়, তা আগামী প্রজন্মের মেরুদণ্ড সোজা করতে অব্যর্থ ভাবে কাজে লাগাতে পারে। আমি কিন্তু মোটেই মসকরা করছি না। পাঠ্যসূচি বা সিলেবাস যুগে যুগে পাল্টায়। তাই মান্ধাতা আমলের নীতি শিক্ষা তো আর এ যুগে চলবে না।

বাঙালিকে নীতিশিক্ষার পাঠ দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর মশাই। 'সদা সত্য কথা বলিবে।' 'কদাচ মিথ্যা বলিও না।' 'যে মিথ্যা কথা বলে তাহাকে কেহ ভালোবাসে না।' তাহলে এই প্রাচীন নীতি বোধ যদি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হয়, তবে ভারী বিপদে পড়বে দেশের রাজনীতিবিদরা। কারণ সকলে সত্যবাদী হলে তাদের দল চলবে কী করে? নেতা মন্ত্রীদের যদি সব সময় সত্যি কথা বলতে হয়, তাহলে তো রাজনীতি ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে বনে যেতে হবে। কারণ মোদীজি কী জনসভায় বলতে পারবেন যে ৪০০ টাকার গ্যাস ১১০০ টাকা করে দেবো, ৬০ টাকার পেট্রোল ১১০ টাকা করে দেবো, সরকারী সম্পত্তি সব বেচে দেবো। শিল্পপতিদের কর ছাড় দেবো আর জনগণের খাদ্য দ্রব্যের উপর জিএসটি বসাব তাই আমাকে ভোট দাও। অথবা সরকারী চাকরী তুলে দিয়ে সব জায়গায় চুক্তি ভিত্তিক দশ হাজার টাকার লোক নেবো, সরকারী টাকা খেলা, মেলা, দান খয়রাতি করে খরচ করবো। সারা রাজ্যে যাতে কোথায় বিরোধীরা না থাকে তার জন্য পঞ্চায়েত ভোটই করতে দেবো না। পুলিশ প্রশাসনকে দলদাসে পরিণত করবো। ঢালাও মদ বিক্রির ব্যবস্থা করবো। সর্বত্র টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে। গ্রামে গঞ্জে আমার কর্মীরা কাটমানি কালচার চালু করবে, দুর্নীতির তদন্ত যাতে সিবিআই না করে তার জন্য সুপ্রিম কোর্টে কোটি কোটি টাকা খরচ করব, তাই আমাকে ভোট দাও এই কথা কি মমতা ব্যানার্জী বলে ভোট চাইতে পারবে? ফলে সত্যের অধিক ফলনে সমূহ বিপদ রাজনীতিবিদদের। সুতরাং নীতিমালা পাল্টাতে হবে এবং তা সিলেবাস নির্মাতারা ঠিক করবে।

পরিশেষে বলার যে শিশুরা সব যুগেই পবিত্র নিষ্পাপ থাকে। তাদের কোমলমতিকে আমরাই বড়রা গুলিয়ে তুলি। হিংসা, ক্রুরতা, মিথ্যাচার, এ সব বড়দের দেখে তারা শেখে। তাই নিচু স্তর থেকে নীতি শিক্ষা দেওয়ার থেকে উপর তলার মানুষদের নীতিমালাটা অত্যন্ত জরুরি। আমরা জানি যে রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট। মানুষজন অসৎ সেই জন্য রাজ্য নষ্ট হয় না। অসৎদের জন্য আইন আছে প্রশাসন আছে। কারাগার আছে। কিন্তু অসৎ রাজার জন্য কিছুই নেই। মিথ্যাচার, অন্যায়ের স্বর্গ রাজ্য হয়ে ওঠে।

আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান

অমিতাভ সেন

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে/সেই রুদ্র দূতে, বলো কোন রাজা কবে পারে শাস্তি দিতে। বন্ধন শৃঙ্খল তার/চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার। কারাগার করে অভ্যর্থনা। রবীন্দ্রনাথ 'নমস্কার' কবিতায় এইভাবে অরবিন্দ বন্দনা করেছেন। আমার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হরিপদ ভারতী বলতেন– এই কবিতাটা যদি ভালো করে বুঝিস তবে শ্রীঅরবিন্দ জগতে প্রবেশের অধিকার ঘটবে। আজকের আলোচ্য বিষয় অখণ্ড ভারত। আমরা এখন 'অখণ্ড' শব্দটিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করি।

শ্রীঅরবিন্দ গীতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন– দেহ দুইটি (১) স্থূল শরীর (২) সূক্ষ্ম শরীর। চর্ম চক্ষুতে স্থূল শরীরই দেখা যায়। সূক্ষ্ম শরীর দেখতে জ্ঞান চক্ষুর প্রয়োজন হয়। সাংখ্যশাস্ত্র মতে ২৪ তত্ত্ব (প্রকৃতি, মহত্তত্ব, অহংকার, ইন্দ্রিয়াদি) দ্বারা দেহ গঠিত। তবে তার মধ্যে ক্ষিতি, অপ তেজ মরুৎ ব্যোম– পাঁচটি স্থূল পদার্থ, বাকি মহত্তত্ব থেকে পঞ্চতন্মাত্র ১৮টি সূক্ষ্ম পদার্থ এবং প্রকৃতি সকলের নির্বিশেষ কারণস্বরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পদার্থ। এই যে পঞ্চভূত দ্বারা তৈরি যে শরীর সেটা স্থূল শরীর। মহত্ত্ব, অহংকার, দশেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চতন্মাত্র এই ১৮ দিয়ে গঠিত সূক্ষ্ম শরীর আর সকলের স্থূল প্রকৃতিকেই কারণ শরীর বলে। মৃত্যুকালে স্থূল শরীর বিনষ্ট হয়। সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে জীব উৎক্রমণ করে এবং আগের কর্ম অনুযায়ী নতুন স্থূল দেহ ধারণ করে, ওই সূক্ষ্মশরীর নিয়েই পাপপুণ্য ফলভোগ করে। এই কারণেই জীবের মন, বুদ্ধি, ধর্ম–অধর্ম সংস্কার অর্থাৎ স্বভাব পূর্বজন্ম অনুযায়ী হয়। তবে জন্ম নেবার সময় পিতামাতার দেহ থেকে লিঙ্গ শরীর যে দ্রব্য আকর্ষণ করে নেয় তার থেকে তার দেহস্বভাবের কম বেশি পরিবর্তন হয়, ভাবান্তর ঘটে। সাংখ্য যেখানে বলছে ২৪টি পদার্থ, বেদান্তমতে ১৭টি পদার্থ এই সৃষ্টির মূলে রয়েছে। অতএব সনাতন মতে আমাদের জন্মান্তর বাদের মধ্যেই এক অখণ্ডতা রয়ে গেছে। কোনো সেমেটিক রিলিজিয়ন বলছে তোরা দোজখের কৃমিকীট। কেউবা মানুষকে অ্যাড্রেস করছে Thou Sinners of the world আর আমাদের সনাতন শাস্ত্র বলছে– শৃনন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ– তোমরা কেউ পাপী–তাপী নও, তোমরা অমৃতের পুত্র। এই অমৃতত্বের সাধনা করাই মানবজন্মের উদ্দেশ্য। এই অমৃতত্ব কি? শ্রীঠাকুর বলেছেন– ওই ব্রহ্মবস্তু আজও পর্যন্ত এঁটো হয়নি (অর্থাৎ কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে নি)। যে ব্যাখ্যা করতে গেছে তার অবস্থা হয়েছে যেন নুনের পুতুল সাগরে নেমেছে। শ্রীঅরবিন্দর মতে এই অমৃতত্ব অনুভব করা যায় আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের চিরমধুনিষ্যন্দি ভাষায়ঃ যে গান কানে যায় না শোনা। সে গান যেথা নিত্য বাজে/গানের বীণা নিয়ে যাবো/সেই অচিনের সভা মাঝে।

শ্রীঅরবিন্দের চেতনায়– অখণ্ডভারত অধ্যাত্মিকভাবে উৎসভূমি। পণ্ডিচেরী আশ্রমের প্লেগ্রাউন্ডে অখণ্ড ভারতের যে মানচিত্রটি রয়েছে– ভালো করে তাকালে মনে হবে কোনো মানবসন্তান যেন দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করে সূর্যের দিকে চেয়ে আছেন। 'ভারত' এই শব্দের মধ্যেই সেই দ্যোতনা রয়েছে। 'ভা'এর অর্থ আলো। 'ভারত' মানে আলোর সন্ধানে রত। তাই সনাতন, শাস্ত্রে বলা হয়েছে– অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো বক্তৃতায় বলেছিলেন : আমরা গ্রহণও করি। আমাদের সনাতন সুরে মিললে আমরা অবশ্যই সুর মেলাই। সাত্বত ধর্ম আমাদের শিখিয়েছে একম সৎবিপ্রা বহুধা বদন্তি– পরমব্রহ্ম এক অখণ্ড, দ্বিতীয়হীন; পণ্ডিতগণ তাঁকে বহু ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীচণ্ডীতে দেবী শুম্ভের প্রশ্নের উত্তরে বলছেন : একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। একা মাত্র আমিই এই জগতে বিরাজিতা, মৎ–অতিরিক্ত আমার সহায়ভূতা অন্যাদ্বিতীয়া আর কে আছে?' কাজেই আমাদের কাছে গ্রহণীয় : লা ইলাহিইল্লাল্লা– অর্থাৎ এই সংসারে একমাত্র আল্লাই বিরাজমান– এই তত্ত্বটি। শ্রীঅরবিন্দ এর চেতনায় এই সকল মন্ত্র আমাদের অর্থাৎ অখণ্ড ভারতের সকল সন্তানদের 'অবিদ্যা' আবিলতা থেকে মুক্ত করবে এবং চিরন্তন অধ্যাত্মিকতায় উপনীত করবে। আমরা সকলে অধ্যাত্মিকতায় বলীয়ান হবো, কারণ আমাদের প্রত্যেকের ডিএনএ সমান।

ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির এক অনুষ্ঠানে শ্রীমার ধ্যান প্রসঙ্গে একটা আলোচনা শুনেছিলাম যা পরবর্তীকালে ভারতমাতা বইয়ে উল্লিখিত দেখেছিলাম। ১৯২০ সালে ধ্যানে একটা উপলব্ধি শ্রীমার হয়েছিল যা তিনি ধ্যানস্থ শ্রীঅরবিন্দকে নিবেদন করলেন : ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। ঋষি জিজ্ঞেস করলেন– কিভাবে? শ্রীমা উত্তর দিলেন, রক্তপাতে নয়, প্রথমে বিশ্ব যুদ্ধে বৃটেনের যা অবস্থা হয়েছে, তারা ভারত ছাড়তে বাধ্য হলো। এই রকম ইচ্ছা মা সারদাও পোষণ করতেন। স্বামী সারদানন্দকে বলেছিলেন এবার ওরা এদেশ ছেড়ে চলে যাক। অনেক হয়েছে, আর না! বাস্তবে ১৯২০ সালে তৎকালীন ভাইসরয় স্বায়ত্বশাসন দেবার প্রস্তাব দিয়েছিল, গান্ধিজী রাজী হননি। (উৎস : ডঃ পি কে বোস, নেতাজি বংশজ সিঙ্গাপুর ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপকের গবেষণালব্ধ বই Asia Reborn)। ১৯৩১ সালে প্রথম রাউন্ড টেবল ব্যর্থ কনফারেন্স–এর পর ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস কথা আবার ওঠে। ভাইসরয়ের বিধবা পত্নী গান্ধিজীকে ধুইয়ে কাপড় পরিয়ে দিয়েছিল।

১৯২০ সালে ধ্যানলব্ধ উপলব্ধি প্রসঙ্গে এক ছাত্র শ্রীমাকে প্রশ্ন করেছিল, আপনি কি সেদিন পাকিস্তান দেখেছিলেন? শ্রীমা বললেন, না, পাকিস্তান ছাড়াই স্বাধীনতা আসতে পারতো যদি কংগ্রেস নেতৃত্ব শ্রীঅরবিন্দের প্রস্তাবকে সমর্থন করতো।

কি ছিল সেই প্রস্তাবে। নেতাজি সুভাষ বলেছিলেন যুদ্ধের ফল যাই হোক ভারত স্বাধীন হবেই। এপ্রিল ১৯৪২এ যখন মিত্রপক্ষ শুধু জার্মানির বিরুদ্ধেই নয়, ভারত (ব্রিটিশ ভারত) ও বর্মা আক্রমণের ভীতি প্রদর্শনকারী জাপানের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করছিল, তখন চার্চিল সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে দূত রূপে এক প্রস্তাবের সঙ্গে পাঠালো এই আশায় যে, বিশ্বব্যাপী ভয়ের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে ভারতের সদ্ভাব ও সহযোগিতা পাওয়া যাবে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতবর্ষ স্বায়ত্ব শাসন অধিকার পাবে পূর্ণ স্বাধীনতার পথে প্রথম পদক্ষেপ রূপে। শ্রীঅরবিন্দ ক্রিপসকে টেলিগ্রাম করে সমর্থন জানান এবং গান্ধীও কংগ্রেস নেতৃত্বকে অনুরোধ জানান প্রস্তাবটি গ্রহণ করার জন্য। নেহরু বলেছিল, 'তিনি রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন, হস্তক্ষেপ কেন করছেন। এ কাজ তার নয়'' নেহরু কিছুই বোঝেননা; কিছু না, সম্পূর্ণ স্থূল বুদ্ধি। (উৎস : ভারতমাতা MiraAditi Centre–Mysore পাতা ৮৯)স্থূল বুদ্ধি লোকেদের জনাই স্বাধীনতা লাভ কালে ভারত ভাগ হয়। ইংরেজের হাত থেকে বাকি যে ৫৩টি দেশ মুক্ত হয়, কেউই বিভক্ত হয়নি। সেদিনের কংগ্রেস নেতৃত্ব বুঝতেই পারেনি যে ব্যবহারিক জ্ঞানের উর্ধ্বে যে কৃচ্ছতাসাধন, সেটা আধ্যাত্মিকতা নয়।

আধ্যাত্মিকতায় উপনীত হলে ব্যক্তি ও সমাজ সত্য পথের সন্ধান পাবে। সত্যমেবে লোকে সত্য ধর্মঃ সদাশ্রিতঃ/সত্য মূলানি সর্বানি সত্যান্নাস্তি পরম্ পদম্।। সত্য আছে স্থির। পার্থিব জীবনে বস্তুগত অগ্রগতির এবং পৃথিবীতে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রসার ও বিস্তৃতি সব সময় হওয়া উচিত, এই অর্থহীন কাগজের বা এই জড় ধাতুর নয়, যা লোকে জমা করে প্রাণহীন করে রাখে। অর্থ উদ্দিষ্ট নয়, অর্থ উৎপাদনের পাথেয় জীবনের অবস্থায় উন্নতি এবং মানবচেতনায় প্রগতি আনে। বর্তমানে ভারতবর্ষের স্থিতির প্রতিবেশি দেশগুলির তুলনা করলে 'প্রগতি' শব্দটির অর্থ অনুধাবন করা যাবে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সর্বদা মিলিটারি জুন্টার অঙ্গুলি হেলনে চলে। ভারত বিরোধিতা তার একমাত্র পলিসি বলে মেনে নিয়েছে। IMF–এর লোন ছাড়া তার দিনগুজরান হয় না। যুদ্ধ হিংসা বিধ্বস্ত আফগানিস্তান খাদ্য শিশু ঔষধের জন্য ভারতের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। ওয়াঘা বর্ডার দিয়ে একশো পঞ্চাশ বড়ি অশোক লে ল্যান্ড ট্রাকে আফগান ড্রাইভার চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে খাদ্য ওষুধ ইত্যাদির সম্ভার; পত পত করে উড়ছে প্রতি গাড়ির মাথায় তিরঙ্গা পতাকা পাকিস্তান ভূখণ্ডে। এ এক অনুপম দৃশ্য! অর্থে খাদ্যে ফকির হয়ে গেছে শ্রীলংকা– চেয়ে আছে ভারতমাতার পানে। পৌঁছে গেল সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। করুণাময়ী তুমি ধন্য। দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন। ব্রাজিলের প্রধানমন্ত্রী করোনা কালে প্রকাশ্যে টিভিতে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিলেন। টিকা, ওষুধ, চিকিৎসা সামগ্রী নিয়ে প্রথম কনসাইনমেন্ট পৌঁছে গেল ভারত থেকে। ব্রাজিলীয় প্রধামন্ত্রী একটা টুইট করলেন– একদিকে ব্রাজিলের ম্যাপ– অন্যদিকে ভারতের। পবননন্দন গন্ধমাদন কাঁধে নিয়ে ভারত থেকে ব্রাজিলের দিকে ব্যোম মার্গে চলেছেন। কোনও বাণী নেই, শুধুই চিত্রকল্প! অপূর্ব। অপূর্ব!! বাংলাদেশ চরম আর্থিক বিপর্যয়ে রয়েছে। তাদের বিদেশমন্ত্রী দিল্লিতে এসে অনুরোধ করে গেছেন হাসিনা সরকারকে আপনারা সমর্থন করুন। ভারত সরকার তিস্তা জলবন্টন ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সামরিক প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষ আজ যে স্থিতিতে আছে স্বামীজির স্বপ্ন (আমি দেখতে পাইতেছি আমার ভারতমাতা সারা বিশ্বের পূজা পাইতেছেন।) বাস্তবে পরিণত হতে আর বেশি দেরি নেই। লালকেল্লা থেকে ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী দেড়শ জন্মবর্ষে শ্রীঅরবিন্দকে স্মরণ করেছেন স্বরাজ থেকে সুরাজ, সুরাজ থেকে সমৃদ্ধি। ২২–২৩ অর্থবর্ষে প্রথম কোয়ার্টারে (Q1) GDP গ্রোথ ১৩.৫% অগাস্টে GST কালেকশন ১.৪ লক্ষ কোটি টাকাও পার হয়ে গেছে। শ্রীমা বলতেন : স্থূলতম জড়তাত্ত্বিক শিক্ষা থেকে শুরু করে যোগের মাধ্যমে প্রগতির জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষা পর্যন্ত সমগ্র বর্ণালি মানব জাতিকে তার ভবিষ্যৎ স্বসিদ্ধির অভিমুখে নিয়ে যাবে। এই মন্ত্র সাধনের জনাই ন্যাশানাল এডুকেশন পলিসি যা শুধু ছাত্র নয় শিক্ষকও তৈরি করবে। নরেন্দ্রনাথ শ্রীঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন? শ্রীঠাকুরের সরাসরি উত্তর– হ্যাঁ দেখেছি, আর তোকেও দেখাতে পারি। এই রকম প্রকৃত শিক্ষক শ্রীঅরবিন্দকেও মার্গদর্শন করিয়েছেন। মানিকতলা বোমা বিস্ফোরনের পর পুলিশ সার্চ করে একটা শিশি পেয়েছিল। তারা ভেবেছিল এক্সপ্লোসিভ রয়েছে। আসলে যা ছিল সেটা তার থেকেও মারাত্মক। দক্ষিণেশ্বরের মৃত্তিকা, শ্রীরামকৃষ্ণের পদরেণু।

লেখক কলকাতা হাইকোর্টের একজন অ্যাডভোকেট

দেশ দেশান্তরে

এসসিও সম্মেলন

প্রণব গুহ

শুক্রবার থেকে উজবেকিস্তানের সমরখণ্ডে শুরু হয়েছে সাংহাই কর্পোরেশন অর্গানাইজেশনের বৈঠক। যোগ দিয়েছেন মোদী, শি, পুতিন সহ এসসিও ভুক্ত রাষ্ট্রনেতারা।

সমরখন্দে এসসিও শীর্ষ সম্মেলনের একটি অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার সময়, মোদি বলেন যে গোটা অঞ্চল জুড়ে আরও ভাল সংযোগ গড়ে তুলতে গ্রুপ সদস্যদের একে অপরকে ট্রানজিট অধিকার দেওয়া উচিত। মোদি একটি বর্ধিত অধিবেশনে বক্তৃতা করছিলেন যেখানে আটটি এসসিও সদস্য রাষ্ট্রের নেতারা এবং শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজক উজবেকিস্তানের আমন্ত্রিত তুরস্ক এবং অন্যান্য দেশগুলির মতো পর্যবেক্ষক রাষ্ট্রের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এসসিও সদস্য দেশগুলোর নেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ পূর্ববর্তী সমাবেশের পর এটি ছিল দ্বিতীয় অধিবেশন। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, একটি চ্যালেঞ্জিং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এসসিও শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং পুরো বিশ্ব মহামারীর পরে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। এসসিওর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই পরিস্থিতিতে

কারণ এর সদস্য রাষ্ট্রগুলি বিশ্বব্যাপী জিডিপির প্রায় ৩০ শতাংশ এবং বিশ্বের জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ। মোদি তাঁর হিন্দি বক্তৃতায় বলেন ভারত এসসিও সদস্য দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা এবং পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধিকে সমর্থন করে।

মহামারী এবং ইউক্রেন সংকট বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলের জন্য বেশ কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে এবং পুরো বিশ্ব একটি অভূতপূর্ব খাদ্য ও শক্তি সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে। আমাদের অঞ্চলে, এসসিও–এর উচিত বিশ্বস্ত, স্থিতিস্থাপক এবং বহুমুখী সরবরাহ চেইন তৈরি করার চেষ্টা করা। এর জন্য, আমাদের আরও ভাল সংযোগ প্রয়োজন এবং এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা সবাই একে অপরকে ট্রানজিট অধিকার প্রদান করি, তিনি বলেছিলেন। ভারত একটি ম্যানুফ্যাকচারিং হাব হওয়ার প্রচেষ্টায় অগ্রগতি করছে, এবং দেশের অর্থনীতি এই বছর ৭.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে সর্বোচ্চ হবে, মোদি বলেছিলেন। ভারতের জন–কেন্দ্রিক শাসন মডেল প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করে এবং সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্ভাবনকে সমর্থন করে। ভারতে ৭০,০০০ টিরও বেশি স্টার্ট–আপ রয়েছে, যার মধ্যে ১০০ টিরও বেশি ইউনিকর্ন রয়েছে এবং এই ক্ষেত্রে দেশের দক্ষতা অন্যান্য এসসিও সদস্যদের সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, তিনি বলেছিলেন।

বিশ্বজুড়ে মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বড় চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করে মোদি বলেন, একটি সম্ভাব্য সমাধান হতে পারে বাজরা চাষ ও ব্যবহারকে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা, যাকে তিনি একটি সুপারফুড হিসেবে বর্ণনা করেছেন যা এসসিও রাজ্য এবং অনেক দেশে জন্মেছে। দীর্ঘ সময়ের জন্য বিশ্বের অন্যান্য অংশ। তিনি আরও বলেন, জাতিসংঘ ২০২৩ সালে বাজরার আন্তর্জাতিক বছর পালন করবে এবং এসসিওর উচিত একটি বাজরা খাদ্য উৎসব আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা করা। চিকিৎসা ও সুস্থতা পর্যটনের কেন্দ্র হিসাবে ভারতের উত্থানের দিকে ইঙ্গিত করে। মোদি বলেন, যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এই বছর গুজরাটে ঐতিহ্যগত ওষুধের জন্য একটি বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র স্থাপন করেছে। ডব্লিউএইচওর অধীনে এটিই প্রথম এবং একমাত্র বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র এবং এসসিওর ঐতিহ্যগত ওষুধের বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা উচিত। ভারত ঐতিহ্যগত ওষুধের উপর একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের উদ্যোগ নেবে, তিনি যোগ করেছেন।

পরের বছর শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের জন্য নয়াদিল্লিকে অভিনন্দন জানান চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিং এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন।

পাঠকের কলমে

সিআইডি পারে না

সম্প্রতি সিবিআই এবং ইডি অপরাধের পাহাড় বের করছেন। রাজ্যের সিআইডি কেন পারে না? সিআইডি, ভিজিলেন্স রাখা

হয় জনগণের পকেট কেটে বহু অর্থের বিনিময়ে। কিন্তু তারা কেউই অপরাধ ধরতে পারে না। সিআইডি ভিজিলেন্স অ্যান্ড কোম্পানিতে যে সরকারি কর্মীদের পোষা হয় তারা কেউ কাজ করতে পারে না। তাই এদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করা দরকার। সাধারণ মানুষের কণ্ঠ থেকে এই কথা বেরিয়ে আসছে। গণতন্ত্র যদি মানুষের অধিকারের কথা হয় তবে তাদের কণ্ঠের কথা মন দিয়ে শোনা দরকার। সে হিসাবে সিআইডি অ্যান্ড কোম্পানি মানুষের ঘৃণার আতর মেখে যে শোভা বিস্তার করছে তার হাত থেকে মানুষের রেহাই পেতে কেউ এগিয়ে আসছে না কেন?

মণিকা রায়, বারাসত।

পুলিশ তুমি কার?

পুলিশ কর্মীদের সাধারণ মানুষের করের টাকায় রাখা হয় শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য। শান্তি ও সততার প্রতীক হিসাবে অশোক স্তম্ভের শীলমোহর মাথায় শোভা বিস্তার করে। ওসি থেকে আইজি পর্যন্ত যে পুলিশ কর্মীরা সরকারি বেতন গ্রহণ করে বেমালুম আয় করে চলেছেন তার জন্য প্রতিটি পুলিশের লজ্জা হওয়া উচিত। কিন্তু তাদের লজ্জা শরম বলে কিছু নেই। পুলিশ মানুষের কাছে ঘৃণার বস্তু হয়ে আছে। এজন্য পুলিশ কর্মীরা দুঃখ করে পুলিশের চাকরি থ্যাঙ্কলেস চাকরি। কিন্তু পুলিশ কর্মীরা ভেবে দেখুন তো কেন থ্যাঙ্কলেস উপাধি পান? পুলিশ কী সত্যিই মানুষের জন্য কাজ করে? অবশ্যই না। দুষ্টের দমন আর সৃষ্টের পালন যে কতটা করছেন এখনকার গাঁজা কেস তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পুলিশ কেন জনদাস না হয়ে দলদাস হয়েছেন? পুলিশ যদি দলদাস হয়ে থাকেন তবে তাদের মাইনে দল দেবে না কেন?

শিবানী পাল, বেহালা

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

খুদে ভক্তর আঁকা ছবিতে চমকৃত বিমান বসু

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাটোয়ায় রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতে এসে নিজেরই এক খুদে ভক্তের আঁকা ছবি উপহার পেয়ে চমকৃত হলেন রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু। ফ্রেমে বাঁধানো সাদা-কলো সেই ছবিতে সিপিএমের হেভিওয়েট নেতা বিমান বসুর হুবহু মুখমণ্ডল ফুটে উঠেছে। দীর্ঘ অনুশীলনের ফল এই ছবিটি প্রকাশ্য সভায়

প্রিয় মানুষের হাতে তুলে দিতে পেরে যেন যুদ্ধজয়ের হাসি অনুর মুখে। এদিকে জানা গিয়েছে, ছবিটি হাতে নিয়েই বিমান বসু তাঁর খুদে ভক্তের প্রশংসা করে কপট আক্ষেপের সুরে বলেন, 'আমার নিজেরই তো ঘর নেই। তোর এই ছবি আমি কোথায় রাখব মা? ' পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট শহরের বড়োকালীতলা এলাকার বাসিন্দা অনন্যা দে ওরফে অনু ছোট থেকেই স্বপ্ন দেখে একজন সফল চিত্রশিল্পী হওয়ার। দাঁইহাট গার্লস হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী অনন্যা দে ইতিমধ্যেই জেলাস্তরে বিভিন্ন অঙ্কন প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের ছাপ রেখেছে। এই বয়সেই অনুর সুপ্ত বাসনা ছিল প্রিয় নেতা বিমান বসুর ছবি এঁকে তাঁর হাতেই তুলে দেওয়া। আর এদিন অসংখ্য মানুষের সামনে সেই সুযোগ মিলতেই খুশিতে ডগমগ কিশোরী অনন্যা। সে বলল, আমার ছবি পেয়ে বিমান বসু খুব খুশি হয়ে আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। তার বাবা অম্লান দে বলেন, মেয়ের ইচ্ছেপূরণ হয়েছে। আমাদের মতো ছাপোষা মানুষ এতেই অনেক খুশি। উল্লেখ্য, সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের ৩৭ তম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায়।

কাটোয়া শহরে দু'দিন ব্যাপী জেলা সম্মেলন উপলক্ষ্যে ১০ সেপ্টেম্বর বিকেলে আয়োজিত প্রকাশ্য সভায় বক্তব্য রাখতে এসেছিলেন বিমান বসু। নজরুল মঞ্চে আয়োজিত সেই সভায় বিমান বসু একাধিক ইস্যুতে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে বিঁধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন। উপস্থিত ছিলেন এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন বাম সংগঠনের রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ। এই সম্মেলন থেকে বাম আন্দোলনকে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রসারিত করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬ সেপ্টেম্বর বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত নোদাখালী, মহেশতলা ও বজবজ থানায় বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। বিজেপির গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ নবান্ন অভিযানে যে ভাবে বিজেপি কর্মীদের উপর লাঠিচার্জ ও নবান্ন অভিযান থেকে ফেরার পর বিভিন্ন কর্মীদের মিথ্যা কেস দেওয়া ও টিএম সি গুণ্ডা বাহিনীর হুমকির প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ প্রতিবাদ।

নবরূপে পানবাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দঃ শহরতলির বজবজ-২ নম্বর ব্লকের নোদাখালী নতুন রাস্তায় পান বাজারের নবরূপে উদ্বোধন হল গত ১৫ সেপ্টেম্বর। বাম আমলে তৈরি পান বাজারটি সংস্কারের অভাবে দীর্ঘদিন জীর্ণ অবস্থায় পড়েছিল। পান চাষিদের অস্থায়ীভাবে কৃষি দফতরের সামনে বসতে দেওয়া হয়েছিল। বজবজ-২ নম্বর ব্লকের বিডিও নবকুমার দাসের ঐকান্তিক উদ্যোগে পান বাজারের দ্রুত সংস্কার হয়। ৬ জন পান চাষিকে ইতিমধ্যেই স্টল দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য স্টলগুলোকে শীঘ্র বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের বন্টন করা হবে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র, সহ সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী, জয়েন্ট বিডিও জয়সূর্য চক্রবর্তী এবং বাস্তুকার শ্রীকান্ত পাঁচাল।

ধাক্কার আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

এই শরতের মাঝামাঝি ভাদ্রের শেষেও আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় দফায় দফায় বৃষ্টিপাত দেখেই তো আমন চাষিরা ফসলে রোগপোকার আক্রমণ সহ জমিতে আগাছার উপদ্রবের আশঙ্কায় ভুগছেন। গলসীর প্রবীণ বাসিন্দা তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা ফরওয়ার্ড ব্লকের শীর্ষ নেতা নন্দলাল পণ্ডিত বলেন, এবারে সময়মতো পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাবে আমাদের জেলায় চাষিদের অনেকেই আমন ধানের চাষ করতেই পারেন নি। এর ফলে একশ্রেণির চাষিদের বছরের রসদে তো টান পড়বেই সেইসঙ্গে জেলায় আমন উৎপাদনও বেশ মার খাবে। যার ফল ভোগ করতে সকলকেই। কাটোয়ার আখড়া গ্রামের কৃষক মাধাই ঘোষ বলেন, আমি তো বৃষ্টিপাতের আশায় বসে থেকে এবার নিরাশই হলাম। আমন চাষ করতেই পারলাম না। আমার মতো অনেকেরই একইরকম দুরবস্থা। এবারে এর প্রভাব আমনের উৎপাদনে পড়বে বলেই মনে হয়।

দফতরে স্মারক লিপি

প্রথম পাতার পর

ইঁট বিক্রি ১২-১৭ সেপ্টেম্বর বন্ধ আছে। ইঁট ভাটা বন্ধ হলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জীবিকা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার আমাদের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখুক। আম্ফান ও যশের তাণ্ডবে অনেক ভাটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, কোনওরকমে আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু কয়লার মূল্যবৃদ্ধি ও জিএসটির কারণে আবারও আমরা চরম সমস্যায় পড়েছি। তাই কেন্দ্র সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত নিক, তা না হলে ইঁট ভাটা বন্ধ করা ছাড়া আর আমাদের উপায় নেই।

প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের সহায়তায় কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবন বিশ্বের ঐতিহ্যমন্ডিত স্থান গুলির মধ্যে অন্যতম কমবেশি ৫০ লক্ষ মানুষের বাস যার বড় অংশ তফসিল জাতি উপজাতি সম্প্রদায়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। জীবন-জীবিকা স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও অনিশ্চয়তার পথে, বছরে একবার ধান চাষ তাও প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড় অতি বর্ষণে চাষিরা ঘরে ফসল তুলতে পারেনা, বিকল্প কর্মসংস্থানের কোন পথ নাই, বিগত কয়েক বছরের করোনা মহামারী, লকডাউন আম্ফান, ফনি, ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ের কবলে সুন্দরবন বাসি দিশেহারা, চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে দিনযাপন করছে বড় অংশের মানুষ, জীবিকার তাগিদে রাজ্যের বাইরে কাজ করতে চলে যাচ্ছে বাড়ির পুরুষ লোকেরা, মেয়েরা বসে নেই তারাও সন্তান,সন্ততির মুখে খাদ্য তুলে দিতে ঝিয়ের কাজ করতে কলকাতা মুখি হচ্ছে, অথচ কয়েক বছর পূর্বেএই মানুষগুলোর গলায় ধান ছিল, পুকুরে মাছ ছিল জীবন-জীবিকার সংকট ছিলনা, কিন্তু আজ বড় অসহায় নোনাজল মিঠে মাটির মানুষগুলো, এদের কথা ভেবে সুন্দরবনের বিশিষ্ট সমাজ কর্মী লোকমান মোল্লা তৈরি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটি , তার মাধ্যমে অসহায় দুস্থ মানুষের জীবন-জীবিকার কিছুটা সাহায্যের জন্য বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে আবেদন করেন, বিভিন্ন স্তরের সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করছে এরকম একটি মহতী উদ্যোগ দেখা গেল কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার ,কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন এই সংস্থার উদ্যোগে সুন্দরবনের প্রান্তিক তপশীল জাতি,উপজাতি সম্প্রদায় ৫০০ পরিবারকে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে মাছ চাষের মাধ্যমে স্বনির্ভর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, প্রথম পর্যায়ে ৫০০ পরিবারকে পরীক্ষামূলকভাবে দু'বছরের জন্য চুন, মাছ ও উন্নত মানে মাছের খাদ্য দেওয়া হয়েছে, গতবছর প্রতিটি পরিবারকে কুঁড়ি কেজি চুন ৬ কেজি মাছের চারাপোনা ও তিন বস্তা মাছের খাদ্য দেওয়া হয়েছিল,সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে বেশিরভাগ পরিবার পুকুরের মাছ খেয়েছে তার পরেও ১০, ২০ হাজার এমনকি ৩০০০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করেছে, এবার নতুন ৫০০ পরিবারের ৬কেজি মাছ, ও তিন বস্তা মাছের খাদ্য ও ২০ কেজি চুন মাছের রোগের প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছে, পুকুরের জল পরীক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা করে উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বনির্ভর করার অনন্য প্রয়াস গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা, প্রতিনিয়ত মৎস্য বিজ্ঞানীগণ এই সমস্ত চাষীদের পরামর্শ দেওয়ার অঙ্গীকারও করেছে শুক্রবার এক বর্ণাঢ্যঅনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মিলন তীর্থ সোসাইটির উদ্যোগে সোসাইটির ক্যাম্পাসে কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয়ও মৎস্য গবেষণা সংস্থার পক্ষ থেকে ৫০০ জন চাষির হাতে মাছের চারা পোনা ও মাছের খাদ্য ও চুন তুলে দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানের সূচনা করে অধিকর্তা ডক্টর বসন্তকুমার দাস বলেন সুন্দরবনের হতদরিদ্র মস্যজীবীরা আগামী

দিনে স্বনির্ভর হবে এই আশা ভরসা এবং বিশ্বাস নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায় ৫০০ পরিবারকে আবার উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য সমস্ত প্রকার সাহায্য করলাম। তিনি আরো বলেন মাছ অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য, আপনাদের সবাইকে মাছ খেতে হবে একথা অনস্বীকার্য, কিন্তু মনে রাখতে হবে, মাছ বিক্রি করে মূলধন যদি না রাখা যায় তাহলে পরবর্তী বছরে মাছ চাষ করা যাবে না, আমাদের সংস্থা চিরকাল আপনাদের অনুদান দিতে পারবে না ,আপনারা স্বনির্ভর হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি লোকমান মোল্লা বলেন লকডাউন, আম্ফান, ফনি,ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত সুন্দরবন বাসি কাজ নেই ইনকামের সুযোগ নেই, এক দুঃসহ জীবন যন্ত্রণা নিয়ে বাস করছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী না আছে খাদ্যের নিশ্চয়তা, না আছে কর্মসংস্থান, জীবন এখানে অনির্দিষ্ট, মৃত্যু এখানে সূচনা হীন, অরণ্য এখানে জাগ্রত নদী এখানে উদাসীন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এখানে নিত্য সঙ্গী, তবুও মানুষকে এখানে থাকতে হচ্ছে কারণ সারা পৃথিবীতে এই সমস্ত অসহায় হতদরিদ্র মানুষগুলির যাওয়ার কোন জায়গা নেই, বিকল্প কর্মসংস্থানের ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ আছে উন্নত প্রযুক্তিতে মাছ চাষ করতে পারলে, এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার অধিকর্তা ডঃ বসন্ত কুমার দাস এর উদ্যোগকে ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি ভালোবাসা ও দরদ না থাকলে এ কাজ করা সম্ভব নয়, তিনি আরো বলেন সুন্দরবনের ৮০ শতাংশ মানুষের ছোট বড় পুকুর আছে ,এখানে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে মাছ চাষ করতে পারলেই সুন্দরবনের সুন্দরবনের অর্থনীতিতে নতুন দিশা আসবে এবং সুন্দরবনবাসীরা স্বনির্ভর হতে পারবে,অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মনোজ কুমার ম্যানেজার ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক তিনি বলেন কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় গবেষণা সংস্থা কুলতলী মিলন্তিত সোসাইটি এবং তার কর্ণধার লোকমান মোল্লার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য আমি অভিভূত কিছুদিন পূর্বে আমরা সুন্দরবনের গ্রামে ভারতীয় স্টেট ব্যাংক এর পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এসেছিলাম তখন মনে হয়েছিল প্রকৃত অর্থে সুন্দরবনের অর্থনৈতিক অবস্থা এখনো নিম্নমুখী তাদেরকে সমস্ত রকম প্রযুক্তিগত ও অন্যান্য সাহায্য দিয়ে সামনের সারিতে এগিয়ে আনার দায়িত্ব সরকারি বেসরকারি সমস্ত পর্যায়ে গ্রহণ করতে হবে, অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মৎস্যবিজ্ঞানী পি কে পারিধা, শ্রেয়া ভট্টাচার্য প্রমুখ। মাছ ও মাছের খাদ্য পেয়ে মাছচাষিরা খুবই আনন্দিত। দরিদ্র মৎস্যজীবীরা জানালেন এই মাছ ও মাছের খাদ্য আমাদের খুবই উপকারে লাগবে। গতবছর যে সমস্ত পরিবার মাছ, মাছের খাদ্য ও চুন পেয়েছিল তারা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে। আমরা চেষ্টা করব মাছ চাষের মাধ্যমে নিজেদের পরিবারকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করতে।

বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের হিন্দি দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং বজবজ-২ নম্বর ব্লকের বারাতলা ভাই ভাই সংঘের ব্যবস্থাপনায় ১৫ সেপ্টেম্বর হিন্দি দিবস উদযাপন হল। প্রথমে রাষ্ট্রভাষা হিন্দির জন্য শপথ বাক্য পাঠ করান দপ্তরের এপিএ কপিল কুমার। তারপর বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর হিন্দি দিবস উপলক্ষে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দঃ ২৪ পরগনার বিভিন্ন ব্লকে হিন্দি দিবস পক্ষকাল ব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে। অহিন্দি ভাষা এলাকায় রাষ্ট্রভাষার সচেতনতা ও প্রচার চলবে। ওই দিন একটি র‍্যালি ও আন্তক্ষরী গানের আসরে গ্রামবাসীরা অংশগ্রহণ করে।

পাড়াগাঁয়ের দুর্গাপূজায় ফলতা-ফতেপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভাদ্র মাসের দরজায় পা দিতে না দিতেই কাশের বনে শরতের রোদ উৎসবের চিঠি লিখতে বসেছে। শহরের দুর্গাপূজা নিয়ে অনেকেই মাতামাতি করেন। বিশেষ করে থিম পূজার আয়োজনে ভক্তি পূজার প্রয়োজন যেন অনেকখানি ফুরিয়ে গেছে। তারপরেও ভক্তি তো শেষ কথা বলে। সেই ভক্তির বোধন শহরের চেয়ে গ্রামে এখনো অনেকটাই বেশি। এটা ঠিক তুলনা নয়, নাগরিক জীবনের উৎসব মানেই তো বিপুল আয়োজন। থিমের হাত ধরে আলোকসজ্জা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য উৎসবের শেষ কথা হয়ে ওঠে। উৎসব মানেই যেন একটা প্রদর্শনী শালা। এখন ঢাকের বাদ্যি আর পূজা মন্ডপ নিয়ে উৎসব হয় না। মন্দিরের আরতি, ছাপা সন্দেশের সুগন্ধে নাগরিক জীবনে পূজা ও আনন্দ যাপন সম্ভব নয়। শহরের বিপুল আয়োজনে মূল পূজাটাই যেন কেমন আড়ালে চলে যায়। তার ওপর আছে কেনাকাটার বিড়ম্বনা। শহর থেকে একটু চোখ সরিয়ে ফলতার ফতেপুরের দুর্গাপুজো নিয়ে দুচার কথা লিখতে সাধ হলো।

ফলতা বিধানসভাতে না হলেও শতাধিক দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে ফলতার মালা গ্রামে দেব সরকার বাড়ির দুর্গা পূজার ঐতিহ্য সমগ্র জেলাকে দীর্ঘকাল গর্বিত করে আসছে। এখনও সেখানে খুব আন্তরিকভাবে ভক্তি পূজা করা হয়। দূর দূরান্ত থেকে এই ট্র্যাডিশনাল পূজা দেখার জন্য বহু মানুষ দৌড়ে আসেন। শোনা যায় এই পূজার সাংস্কৃতিক মঞ্চে একসময় চারণ কবি মুকুন্দ দাস গান গাইতে এসেছিলেন। ফতেপুরের যতীন্দ্র ভবন এবারে মাতৃ আরাধনা ৭৮ বছর পেরিয়ে যাবে। আক্ষরিক অর্থে ভক্তিপূজা বলতে ঠিক যেটা বোঝায় সেই পূজার আয়োজন যতীন্দ্র ভবনের বরাবরের সাধনা শহরের দুর্গাপূজা না দেখেও যতীন্দ্র ভবনের মতো পূজা মন্ডপে বহু মানুষ বছর বছর কাটিয়ে দেয়। ফতেপুর ফলতা বিধানসভার সদর বলা চলে। এখানে ২০ টারও বেশি পূজা মন্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ফতেপুর গ্রামীণ পাঠাগার, নেতাজি নিউ ইউথ ক্লাব, গড়খালি বেলতলা সর্বজনীন দুর্গোৎসব,

ফতেপুর মহামায়াতলা সর্বজনীন দুর্গোৎসব তার মধ্যে বিশেষভাবে অন্যতম। এখানকার দুর্গাপূজা ঠিক পাড়াগাঁয়ের দুর্গাপূজা নয়, আবার শহরের রঙচঙে জৌলুসে ভরা দুর্গা পূজাও নয়। ভালোবাসা ও শান্তিতে মাখোমাখো একটা অন্যধারার উৎসবের আমেজ নিয়ে ফলতার ফতেপুর সেজে ওঠে।

যারা শহরের যানজট পছন্দ করেন না বেশি লোকজন থেকে দূরে থাকতে চান তাদের অন্তত একবার সমস্ত প্রলোভন উপেক্ষা করে এবারের দুর্গাপূজায় ফতেপুরে চলে আসা উচিত। বুক ভর্তি করে শান্তি কুড়িয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে সমস্ত দর্শনার্থী। অনেকে তো লাউডস্পিকারের অত্যাচারে আর মাইক মাফিয়ার দৌরাত্ম্যে শহর থেকে বহু দূরে পালিয়ে যায়, এমন কথাও কানে আসে। সেক্ষেত্রে প্রশাসনিক তৎপরতা আগের চেয়ে সর্বত্র অনেকটা বেড়েছে বলে মনে হয়। লাউড স্পিকারের নিয়ন্ত্রণ না থাকলে বড় পূজার ঐতিহ্য ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। পূজাতে চারিদিকে গান বাজবে মানুষ গল্পে মশগুল হবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু দানবীয় শব্দের নারকীয় যন্ত্রণায় মানুষ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তাকে তো মাফিয়া বলতেই হয়। মফস্বলের গন্ধ মাখা ফতেপুর এলাকায় অন্তত সে সমস্যা থেকে অনেকটা নিস্তার পাওয়া যায়। তবে একেবারে গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব নয়। কখনো কখনো ছন্দপতন ঘটতেও দেখা যায়। বিশেষ করে নবমীর রাত পোহালেই একাদশীর আঁচল পর্যন্ত সেই ছন্দপতন কান ফাটিয়ে দেয়। এর মাঝখানেই শব্দ মাফিয়ার হাতে নবমীর সকাল থেকেই পরের দিনের ভোর পর্যন্ত মহাদশমীর স্বাভাবিক রাজ্যপাট ক্ষতবিক্ষত হয়। তারপরেও মা ঠাকুমার হাতের ছাপা সন্দেশের গন্ধ, গরম কচুরির প্রলোভন পাড়াগাঁয়ের জলছবিকে বড় মায়াময় করে তোলে। ফুলকো লুচি, আলু ফুলকপির তরকারি, সুজির বরফি, বাঙালির রসনাকে ঝালিয়ে দিতে কতখানি দক্ষ তা পাড়াগাঁয়ে না এলে বোঝা যায় না। দশমীর সান্ধ্য পরিবেশ চাক্ষুষ করবার আগে মহালয়া থেকে মহানবমী এই যে আলোকবর্ষ পথ পরিক্রমা। তার গ্রামীণ বৃত্তান্ত এতটাই সরস ও সুমধুর যে লিখে বলা সম্ভব নয় । বড় পূজার আনন্দে গরিবের সুখ-দুঃখ ঢাকের কাঠিতে ঢাকা পড়ে না। কলা বউয়ের ঘোমটাতেও আড়াল হয় না। সে ছল ছলে মুখ নিয়ে বছর বছর দিব্যি মা দুর্গার উসব দেখে। জীবনকে সার্থক মনে করে তার জীবনে ও পাড়াগাঁয়ের দুর্গাপূজা ব্যর্থ হয় না। সামান্য আয়োজনের মধ্যে থেকেও পূজার আনন্দ সার্থক করে তুলতে এই মফস্বলের দুর্গা পূজার জুড়ি মেলা ভার। ফলতার ফতেপুর অনেকটা সেই সার্থকনামা শারদ উৎসবের ঠিকানা। ফতেপুর ছাড়াও সহড়ারহাট , মল্লিকপুর, ইকোনমিক জনেও ঝলমলে দুর্গা পূজা দেখা যায়। সে পূজা চোখ ধাঁধানো নয়। থিম পূজার বাড়াবাড়িতে ভক্তি পূজার তলিয়ে যাওয়া নয় বরং সেকালের পূজার গন্ধে মম করে ওঠা দুর্গাপূজা আজও ফলতার মাটিতে দেখা যায়। এটা ফলতাবাসীর গর্ব বলা চলে। ফলতার দেব সরকার বাড়ি থেকে ফতেপুরের যতীন্দ্র ভবন এই পথটুকুর মধ্যেই হাত ধরা ধরি করে অজস্র গা গঞ্জের পথ ছড়িয়ে আছে। আর সে পথে পথেই শতাধিক দুর্গা মায়ের আরাধনা। একেবারে নিজের মতো করেই সেই আরাধনা। শরতের টলটলে জলের ওপর শালুকের নিস্তরঙ্গ কথা বলা, সবুজ ধানক্ষেতের প্রতিনিয়ত উপন্যাস লেখা, পাড়াগাঁয়ের মা-বোনেদের পরিচিত কোলাহল এই ঠিকানায় আজও আগের মত আসন পেতে আছে। বঙ্গের অকালবোধনে ফলতার ফতেপুর সাধারণ মানুষের চোখে রাজকন্যা বলা চলে।

মোটরবাইক বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বোলপুরে এক ব্যক্তির মোটরবাইকে বিস্ফোরক রেখে বিস্ফোরণ ঘটাল দুষ্কৃতীরা রবিবার রাতে। ঘটনায় গুরুতর জখম লক্ষী সাহানি। তার ডান পা বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বোলপুর মহাকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাস্থলে বোলপুর থানার আইসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাটি ঘটেছে বোলপুর থানার আঠারো নম্বর ওয়ার্ডের খাসপাড়া এলাকায়। স্থানীয়সূত্রে জানা গিয়েছে, বোলপুর পুরসভার আঠারো নং ওয়ার্ডের খাসপাড়ার বাসিন্দা লক্ষী সাহানী। প্রতিদিনের মতো রবিবার রাতে বাড়ির সামনে তার মোটরবাইকটি দাঁড় করানো ছিল। সেই দাঁড় করানো বাইকের মধ্যে তার দিয়ে কানেকশন করে দূর থেকে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় এলাকায়। কার্যত বিস্ফোরণের আওয়াজে এলাকা কেঁপে ওঠে।

বাধাদানের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার ১৩ সেপ্টেম্বর রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল রাজ্য বিজেপি। সেই অভিযানকে সফল করার লক্ষ্যে সাতটি ট্রেন ভাড়া নেয় বিজেপি। তেরোই সেপ্টেম্বর সকাল ছয়টা বেজে বারো মিনিট নাগাদ নলহাটি জংশন স্টেশন থেকে কলকাতার উদ্দেশ্য রওনা দেয় স্পেশাল ট্রেন।

উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা। তুফানগঞ্জ,পুরুলিয়া স্টেশনের মতো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মঙ্গলবার সকাল থেকে নলহাটি জংশন স্টেশনে রাজ্য পুলিশের সঙ্গে আরপিএফ-এর নজরদারি ছিল চোখে পড়ার মতো। নলহাটি থানার ওসি মনোজ সিং,মুরারই সিআই মানস চৌধুরী সহ পুলিশ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। নলহাটি ও মুরারই বিধানসভা কেন্দ্রের শতাধিক বিজেপি কর্মী সমর্থকরা ট্রেন ধরে কলকাতার উদ্দেশ্য রওনা দেয়। নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ভদ্রপুর অঞ্চলের মন্ডল সভাপতি মলয় অধিকারী সহ কুড়িজন কার্যকর্তাকে আটক করে রামপুরহাট থানার পুলিশ রামপুরহাট স্টেশন চত্বর থেকে বলে অভিযোগ। এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বোলপুর স্টেশনে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের হাওড়া যেতে ট্রেনে উঠতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠে রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে। এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্টেশনে বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা।

বন্ধুকে অপহরণ করে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দশ সেপ্টেম্বর বিকেল থেকে নিখোঁজ ছিল আসানসোল পলিটেকনিক কলেজের চূড়ান্ত বর্ষের পড়ুয়া সৈয়দ সালাউদ্দিন। রাত বারোটা নাগাদ ছাত্রের মোবাইল ফোন থেকেই বাবাকে ফোন করে তিরিশ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়ে ফোন আসে। দশ মিনিট পর আসে দ্বিতীয় ফোন। হুমকি দেয় অপহরণকারীরা। এরপর তদন্তে নামে মল্লারপুর থানার পুলিশ। টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে ইলামবাজার থেকে বন্ধু শেখ সলমনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে এগারো সেপ্টেম্বর ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ ইলামবাজার ব্লকের চৌপাহাড়ী জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয় ছাত্রের গলাকাটা মৃতদেহ। একশো মিটার দূরে জঙ্গলের ভিতর থেকে নিহতের মোটরবাইক উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থল থেকে মদের বোতল,বিরিয়ানির প্যাকেট,চিপসের প্যাকেট উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সালাউদ্দিনের আদিবাড়ি খয়রাশোলের আহম্মদপুর গ্রামে হলেও তারা থাকতো মল্লারপুরে। এগারো সেপ্টেম্বর সকালে ঘটনাস্থলে যান পুলিশ সুপার নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী। মৃতদেহ

ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সলমনের বাড়ি খয়রাশোলের আহম্মদপুর গ্রামে। বাজারে দেনা হয়ে গিয়েছিল সেই দেনা মেটানোর জন্য সালাউদ্দিনকে অপহরণ করে খুন করেছে বলে জানায় সলমন। সলমনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। খয়রাশোলের আহম্মদপুর গ্রামের মীরপাড়া মসজিদের পাশে ধৃত শেখ সলমনের বাড়ি। ওই বাড়ি বিগত ২০১৬ সালে বোমা বিস্ফোরণে উড়ে গিয়েছিল। তাতে চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল শেখ হাফিজুল এবং শেখ লিটন ওরফে তারিক হোসেন। সলমনের কাকা হাফিজুল এলাকার তৃণমূল নেতা আব্দুর কাদেরকে খুনে অভিযুক্ত ছিল।

মহানগরে

অরবিন্দ সেতুর তলায় দুষ্কর্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর কলকাতার অরবিন্দ সেতুর তলায় অনেকটা জুড়ে ঘর আছে। কিছু ঘর কেআইটি দিয়ে অ্যালোটেড বলে শোনা যায়। কিন্তু বাকি জায়গা ও ঘরে দুষ্কৃতীদের ঠেক চলছে বলে অভিযোগ। ফলে এই খালের পাড়ে অবস্থিত এলাকায় শান্তিপ্রিয় ভোটাররা রাতে আতঙ্কিত হচ্ছেন। এই এলাকায় সুয়্যারেজ সিস্টেম, কনজারভেন্সি ওয়ার্ক, অ্যাসফাল্ট রোড সবটাই ওয়ার্ড নম্বর ১২ মেনটেন করে থাকে। ১২ নম্বর ওয়ার্ড পুরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশ্ন এই ব্রিজের তলায় সুষ্ঠ পরিচালনা ও ব্যবহার উপযোগী করতে কোন দফতর উদ্যোগী হবে? উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, উল্লেখিত এই যে কেআইটি-র বর্তমান কেএমডিএ-এর সেতুটি আছে,

এটা নির্মাণ করেছিল কেআইটি। বর্তমানে এটার রক্ষণাবেক্ষণ কেএমডিএ করে থাকে। মহানাগরিক বলেন, এই বিশেষ প্রস্তাবটি কেএমডিএ-র চেয়ারম্যান হিসাবে আমি নিচ্ছি। ব্রিজের তলায় রক্ষণাবেক্ষণের কাজটা কেএমডিএ-কে করে দিতে বলবো। আর সেতুর তলায় দুষ্কৃতকারীদের যে কাজটা চলছে সে বিষয়ে আজকেই আমি স্থানীয় মানিকতলা পুলিশ স্টেশনকে চিঠি করে দেবো। তিনি স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়কে নির্দেশ দেন, লোকাল থানায় একটু ফলো-আপ করে নিতে। যাতে দুষ্কৃতকারীদের উৎপাত বন্ধ হয়।

আদিগঙ্গার সেতুতে বিকল্প ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালীঘাটে আদিগঙ্গার উপর বছর পাঁচেক আগে নির্মিত সেতুটি আপাতত ভাঙা হবে না। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কলকাতা পুরসংস্থা সেখানে ব্যারেজ ও পাম্পিং স্টেশন তৈরি করতে চায়।

এই সেতুটি কালী মায়ের সদরঘাট ও সতীঘাটে সংযোগ করেছে। এই সেতুটি প্রায় ২৫ – ৩০ মিটার দীর্ঘ। মূল সমস্য সেতুটির উচ্চতা কম। বর্ষাকালে জোয়ার ও বানের জল এই সেতুর ওপর প্রায় এক হাঁটুর সমান উঠে যায়। এছাড়াও নিচু হওয়ায় এই সেতু আদিগঙ্গার পলি তোলার কাজে সমস্যা হয়ে উঠেছে।

এদিকে, জাতীয় পরিবেশ আদালতের বিশেষজ্ঞরা পরিদর্শনের পর এই সেতু ভেঙে ফেলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অন্যদিকে, এই সেতুর ভবিষৎ কী হবে? এসব নিয়ে ১২ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় পুরভবনে কেএমডিএ-র সঙ্গে বৈঠক করেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। পুর সূত্রের খবর, পুর কর্তৃপক্ষ সেতুটি ভেঙে ফেলার পক্ষে নয়। তবে এই ফ্ল্যাট সেতুর জন্য যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তা সমাধান করার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সেজন্য আদিগঙ্গার উপরে একটি পাম্পিং স্টেশন ও ব্যারেজ নির্মাণের বিষয় ভাবা হয়েছে। জোয়ারের সময় ব্যারেজে জল আটকে রাখা হবে। তাতে কালীঘাট এলাকা জলমগ্ন হবে না।

কাতর আবেদন : ডেঙ্গু প্রতিরোধে পুরপ্রতিনিধিরা রাস্তায় নামুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : যে শহর ভারতীয় বংশোদ্ভূত চিকিসক রোনাল্ড রসের মশাবাহিত ম্যালেরিয়া রোগের গবেষণা কেন্দ্র। সে শহরেই মশাবাহিত আরেক রোগ ডেঙ্গু'র দাপট অব্যহত। চলতি মরসুমে কলকাতা পুর এলাকায় ডেঙ্গু অস্বাভাবিক দাপট দমনের একমাত্র উপায় ৬০ লক্ষ স্থায়ী কলকাতাবাসীর সচেতনতা। এবং কলকাতা পুরসংস্থার ১৪৪ জন পুরপ্রতিনিধির যারপরনাই উদ্যোগ। পুরপ্রতিনিধিদের ওয়ার্ডের মূল থেকে প্রান্তের পথে নেমে কাজের তদারকি করতে হবে। মানুষকে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতন করতে হবে। তারা আপনার কথায় গুরুত্ব দেবে। কারণ আপনা ওয়ার্ড বাসী ভোট দিয়েছেন। এবং চেনেন। বাড়ি বাড়ি যান। মানুষের কাছে গেলে সমস্যাটা ধরতে পারবেন। পুর অফিসারদের পক্ষে যা সম্ভব নয়। কারণ চলতি মরসুমে কলকাতায় যে প্রজাতির ডেঙ্গু হচ্ছে সেটা হল ডেন – থ্রি প্রজাতির। পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, ডেঙ্গুর চারটি স্তর আছে। হু – এর রিসার্চ অনুযায়ী – ১) ডেন – ওয়ান, ২) ডেন – টু, ৩) ডেন – থ্রি এবং ৪) ডেন – ফোর। আমরা ডেন – ওয়ান ও ডেন – টু – তে চিকিৎসা বিদ্যা

জানি ও অবহত আছি। কিন্তু এখন ডেন – থ্রি চলে এসেছে সিঙ্গাপুর থেকে। এই ডেন – থ্রি মানুষের শরীরে কী ক্ষতি করতে পারে? তা জানা নেই। এই মুহূর্তে সিঙ্গাপুর এই ডেন – থ্রি – তে কাঁপছে। এতে হঠাৎ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। এই ডেন – থ্রি তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে সংক্রামক হয়ে যাচ্ছে। আগে ৭ – ১৫ দিন ছিল। ডেঙ্গু একটি নোটিফাইবেল ডিজিস। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, প্রতি বছর ডেঙ্গু হয়। এবছর ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুর সংখ্যা অনেকটা বেশি। এবারের ডেঙ্গুটা একটা অজানা ডেঙ্গু। যার ভারত সরকারেরই কোনও প্রোটোকল নেই। এর চিকিৎসা কীভাবে হবে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যু হচ্ছে। এবছর ডেঙ্গুর ডেন – থ্রি প্রজাতি খুবই বিপজ্জনক। সিঙ্গাপুর থেকে এটা কলকাতায় এসেছে।

আমার ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর খালি জমি পড়ে রয়েছে। যেগুলি জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এইসব জমিতে জমে থাকা জল থেকে ডেঙ্গুর মশার উপত্তি হচ্ছে। তার ফলে আশেপাশের বাসিন্দারা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছে। অধিকাংশ জমির মালিককে বারংবার বলা সত্ত্বেও তারা কোনও উদ্যোগ নিয়ে এসমস্ত জমি পরিষ্কার করছেন না। কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরের থেকে এইসমস্ত জমির মালিকদের নোটিশ করানোর পরেও তারা জমি পরিষ্কার করতে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। কিন্তু ডেঙ্গুতে আক্রান্ত এইসমস্ত জমির আশেপাশের বাসিন্দারা একাধিকবার এই বিষয়ে আবেদন জানাচ্ছেন। বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়ের এ বিষয়ে প্রস্তাব মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে কলকাতা পুরসংস্থা ও কলকাতা পুলিশের যৌথ অভিযোগ করিয়ে এই সমস্ত জমির মালিককে জমি পরিষ্কার করানোর জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার আবেদন জানাচ্ছি। এবিষয়ে পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ তথা উপ মহানাগরিক অতীন ঘোষ বলেন, আমাদের ডেঙ্গু প্রতিরোধে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ভ্যাকেন্ড ল্যান্ড। আর এই জমির চার পাশে যারা বসবাস করে তাদের একটা অভ্যাস হয়েছে কী তাদের বাড়ির যাবতীয় জঞ্জাল এই ভ্যাকেন্ড ল্যান্ডে ফেলা। আর তার ফলে ওই জমা জঞ্জালে ছোটো ছোটো পকেটের জমা জলে ডেঙ্গুর মশারা ডিম পাড়তে পারদর্শী। কিন্তু ওই ভ্যাকেন্ড ল্যান্ডটি পরিষ্কার থাকলে, তাতে পরিষ্কার জল জমলেও তাতে মশা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এই যে সমস্যা এটা দীর্ঘ দিনের। অতীন ঘোষ ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি রূপকবাবুসহ অন্যান্য পুরপ্রতিনিধিদের বলেন, আমাদের পুর আইনের ৪৯৬ ধারায় জঞ্জালে ঢাকা ওই জমির ওপর নোটিশ করুন। আর সাতদিনের মধ্যে কাজ না হলে ৪৯৬এ ধারায় নোটিশ করেই কলকাতা পুরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দফতরকে দিয়ে দ্রুত ওই জমি পরিষ্কার করাবেন এবং যা খরচ হবে পুরসংস্থা তা ওই জমির ট্যাক্সের বিলের সঙ্গে যুক্ত করে দেবে।

‘কলকাতা শ্রী’-র ঢাকে কাঠি

বরুণ মণ্ডল : ‘কলকাতা শ্রী’-র ঢাকে কাঠি, পুজো এবার জমজমাটি। কলকাতা পুরসংস্থা ও সিইএসসি – র উদ্যোগে দুর্গাপুজোর প্রতিযোগিতা – কলকাতা শ্রী’ বিচারকের রায়ে নির্ধারিত হবে কলকাতা পুরসংস্থার সমগ্র অঞ্চলের সেরা পুজোর বাছাই। ১২ – ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলকাতা পুরসংস্থার কেন্দ্রীয় পুরভবনের সিংহদ্বারে দুপুর ১২ – বিকেল ৪ টের মধ্যে অফলাইনে ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে। অনলাইনেও আবেদন করতে পারা যাচ্ছে। ফর্মটি www.Kolkatashreekmc.in থেকেও ডাউনলোড করা যাবে। দুইলাইনেই আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনটি হল ২২ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪ টে। বাড়ি ও আবাসনের পুজো ব্যতীত এই প্রতিযোগিতা কলকাতা পুরসংস্থার সমগ্র এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে মহানাগরিক থেকে মন্ত্রীদের কোনও নেতাদের দুর্গাপুজো এখানে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। সবরকম কর্তৃপক্ষের সব নিয়ম মেনেই পুজোর আয়োজন

করতে হবে। কলকাতা পুরসংস্থার বিচারকমন্ডলী ও প্রতিনিধিরা ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে যেকোনও মন্ডপে যে কোনও সময়ে পরিদর্শনে যেতে পারেন। আর কলকাতা ‘শ্রী’ পুজো প্রতিযোগিতায় কোনও প্রবেশমূল্য নেই।

এবার কলকাতা ‘শ্রী’ পুজো প্রতিযোগিতার বিশেষ আকর্ষণ হল দর্শকের চোখে সেরা পুজো’ নির্ধারিত হবে www.kmc-gov.in – এর অনলাইন ভোটের মাধ্যমে। অনলাইনের সময়সীমা ষষ্ঠীর সকাল থেকে দশমীর রাত ১২ টা পর্যন্ত। পুরস্কারের বিভাগে মোট ১১ টি ক্যাটেগরিতে সেরা পুজো নির্ধারিত হবে। ১২ সেপ্টেম্বর অভিনেতা সাংসদ দেব অধিকারী, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, সিইএসসি – র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অভিজিৎ ঘোষ, পুর সচিব হরিহর প্রসাদ মণ্ডলের উপস্থিতিতে প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কোভিডের কারণে দু'বছর দুর্গোৎসবের উন্মাদনা সেভাবে ছিল না। এবার দুর্গোৎসব নিয়ে মানুষের উন্মাদনা চোখে পড়ছে।

এবার এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ হলে আবেদন পত্রের সঙ্গে পুজো উদ্যোক্তাদের ক্লাবের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাশ বইয়ের প্রথম দুটো পাতা এবং প্যান কার্ডের ফোটো কপি জমা দিতে হবে। বিশদে জানতে হলে দুপুর ১২ টা থেকে বিকেল চারটের মধ্যে ৮২৭৪৯ ৮৩৮১৪ এই নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে।

লেন্স বার্তা

জলে ভরা গবেষণা কেন্দ্রও।

আলিপুর কোর্ট চত্বর অল্প বৃষ্টিতেই জলাশয়।

ঝড় ও ভারি বৃষ্টির পূর্বাভাস, তাই রাস্তা বন্ধ করে গাছ কাটা চলছে বেহালা বাইপাসে। ছবি : অভিজিৎ কর

‘পর্যটকের চোখে শরতের বৃষ্টি ভেজা তাজমহল’। ছবি : ননীগোপাল কুণ্ডু

এখানে ওখানে

শ্রীঅরবিন্দ স্মরণে বক্তৃতা

চন্দননগর বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোসিশেন এবং দশভুজা সাহিত্য মন্দিরের শতবর্ষ উপলক্ষে যৌথ উদ্যোগে শ্রীঅরবিন্দের সার্ধ শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠিত হল শনিবার ১০ সেপ্টেম্বর দশভুজা সাহিত্য মন্দির সভাগৃহে। এদিন শিক্ষক ভাস্কর মুখোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন।

ঐতিহাসিক রমেশ মজুমদারের লেখা থেকে জানা যায় যে দুটি পদ্ধতিতে ভারতের স্বাধীনতা ,সেই গান্ধিজীর অহিংস আন্দোলনে সশস্ত্র সংগ্রাম সে দুটি বই পথিকৃত ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। অথচ জনমানসে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের মূল্যায়ণ হয় শুধুমাত্র চরমপন্থী নেতা হিসাবে। অরবিন্দ ঘোষ নিজেকে বলতেন জাতীয়তাবাদী অথবা ন্যাশানালিস্ট বা সভারেটসদের বিরোধী। কিন্তু শুধুমাত্র সশস্ত্র সংগ্রাম নয় অরবিন্দ ঘোষ কর্মপন্থার ভিত্তি ছিল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বয়কট স্বদেশী এবং সশস্ত্র আন্দোলন। তাঁর নেতৃত্বেই প্রথম পূর্ণ স্বরাজের দাবি ওঠে এবং গোখলে তখন তাকে উন্মাদ আখ্যা দিয়েছিলেন। শুধু আলিপুর বোমা মামলায় নয়, ব্রিটিশ সরকার তাঁর বিরুদ্ধে তিনবার চূড়ান্ত মামলা করেছে। বন্দেমাতরম মামলা এবং তিনি পণ্ডিচেরী চলে যাওয়ার পর আরও একটি মামলা। ব্রিটিশের চোখে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ব্যক্তি। শ্রীঅরবিন্দের জন্মের সাধশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর যোগী পরিচয়ের প্রতি অনুগ্রহ থাকলেও বিপ্লবী পরিচয়ের যথার্থ মূল্যায়ণ-ই হবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। এদিন সন্ধ্যায় সমবেত গান পরিবেশন করেন অনুরণন সংস্থার মহিলারা । উপস্থিত ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ নিলয়ের যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ সুশান্ত ঘোষ, রতি চক্রবর্তী, স্বপন আদক, পঙ্কজ মুখোপাধ্যায়, সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শনালয়তে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে বাংলার নকশি কাঁথা নিয়ে প্রদর্শনী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। বিভিন্ন জেলা থেকে হরেক রকম নকশার হাতে তৈরি করা কাঁথার সম্ভার নিয়ে এসেছেন খোদ শিল্পীরা। প্রথম দিন থেকেই দর্শক সহ ক্রেতাদের উপচে পড়েছিল। সরকারের এমন উদ্যোগকে ক্রেতা সহ শিল্পীরা সকলেই সাধুবাদ জানিয়েছেন। ক্রেতা বিক্রেতাদের মিলন ক্ষেত্র বিভিন্ন ভাবেই বর্তমান সরকার তৈরি করে দেয় যাতে বাংলার শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সকলের কাছে তুলে ধরা যায়।

১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুদিন। অসহযোগ আন্দোলনে (১ আগস্ট, ১৯২০ – ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ) যোগ দিয়েছিলেন মাত্র ১৭ বছর বয়সে। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ১২২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন তাঁকে গ্রেফতার ও কারাবন্দী করা হয়। কারাগারে তিনি কারাবন্দীদের মর্যাদার দাবিতে ১৩ জুলাই থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন। ৬৩ দিন অনশন শেষে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে শহীদ হন। কালীঘাট কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে তাঁকে দাহ করার শোকযাত্রায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ২ লক্ষ মানুষ পা মিলিয়েছিলেন। এই দিন কেওড়াতলা মহাশ্মশানের পাশেস্থিত চিত্তরঞ্জন দাশ স্মৃতি উদ্যানে থাকা যতীন্দ্রনাথ দাসের আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পমাল্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান, কলকাতা পুরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম।

১৯৩ বছরেও অমলিন খাঁটি রাবড়ির স্বাদ

স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই আগুন ঝরা দিনগুলো সে দেখেছে। কেন্দ্রে ও রাজ্যে একাধিক সরকার পরিবর্তন হয়েছে সেও দেখেছে। আবার নকশাল আন্দোলন চাক্ষুস দুচোখে সাক্ষী হয়েছেন। তবে অধিকাংশই জানেন না, এই রাবড়ির দোকান সিপাহী বিদ্রোহও চাক্ষুস করেছে।

বারাকপুরের সেই সেনা ছাউনি। সেই বিখ্যাত বিদ্রোহ স্থল। তার কিছুটা দূরে এই দোকান তখন মিষ্টি বিক্রি করতো। লেখটেন্যান্ট হেনরির দিকে বন্দুক তাক করে মঙ্গল পাণ্ডে যখন গুলি চালাচ্ছেন তখন টেমি জ্বালিয়ে কাঠের উনুনে দুধ জ্বাল দিচ্ছে প্রয়াত সত্য নারায়ণ সাউ। মঙ্গল পাণ্ডে কী কোনও দিন এই দোকানে মিষ্টি খেতে এসেছিলেন, বর্তমান দোকানের মালিক পরেশনাথ সাউ মাথা চুলকে বললেন, ঠিক

বলতে পারব না। আসলে বাঙালির তো ইতিহাস বিশ্বাস বলে খানিক খ্যাতি আছে। তাই তেমন কিছুই দোকান নিয়ে আলাদা করে লেখা হয়নি। এই নড়বড়ে ছাউনির দোকান। কাঁচের শোকেসে সাজনো হরেক রকম মিষ্টির সম্ভার। আর হিংয়ের কচুরি। রাবড়ির ভাঁড় সাজানো রয়েছে। দোকানটির ভিতরে, বাইরে কোথাও কোনও সাইন বোর্ড লেখা নেই। তবে মুখে মুখে পরিচিতি রয়েছে। পুরনো স্বাদগন্ধ এখনও অবিকৃত, খাঁটি খাবার পরিবেশনের ধারাবাহিকতা এই মিষ্টির দোকানের আসল পরিচিতি। তাই সিপাহী বিদ্রোহের আগে প্রতিষ্ঠিত বারাকপুর শহরের এই দোকান সাইনবোর্ড ছাড়াই ১৯৩ বছর ধরে বাঙালির রসনা তৃপ্ত করছে। যার আকর্ষণে আম জনতার সঙ্গে সেলিব্রিটিরাও আসেন এই দোকানে। বারাকপুর স্টেশনের সামনের রাস্তাটির ঠিক ধারে এই দোকান। দোকানের কোনও চাকচিক্য নেই। এই দোকানের বিখ্যাত মিষ্টি হল রাবড়ি।

বিনা ওষুধে রোগ সারান

ডেঙ্গু – ২

এবার বলি ৩৭ নম্বরের কথা। এটি শুধু মাত্র বাঁ দিকে থাকে। বাঁ হাতের কনিষ্ঠা আঙুল থেকে নিচে নামলে প্রায় সমান্তরাল যে দুটি প্রধান রেখা দেখা যায় তার নীচে চাপ দিলে যে ব্যাথার অনুভূতি পাবেন সেখানে আকুপ্রেসার করলে রক্ত বিশুদ্ধ হয় এবং রোগাক্রমে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে ডেঙ্গুর বীজানুকে দমন করবে।

বা পায়েও রয়েছে ৩৭ নম্বর। বাঁ পায়ের কনিষ্ঠা আঙুল থেকে পায়ের পাতার নীচের দিকে নামতে থাকুন। অর্দ্ধেক অংশ ছড়িয়ে গেলে যে ব্যাথার অনুভূতি পাবেন সেটাই ৩৭ নম্বর। ওই বিন্দুতে চিকিৎসা চালান। খালি পেটে বেশিক্ষণ থাকবেন না। ডেঙ্গু রোগের পর শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায়। এই সময় পুষ্টিকর অথচ হাল্কা সহজ পাচ্য খাবার খাবেন। সময় মতো খাবেন। রক্ত তৈরি হয় এমন জাতীয় খাবার খাবেন। এছাড়া বলি, মশার কামড়ের পর এক চিমটে লবণ ওই সংশন স্থানে টিপে ধরে থাকলে মশার কামড়ের বিষাক্ত অংশ নির্বিষ হবে।

চামড়া কোঁচকানো

দীর্ঘ রোগ ভোগের পর হাড় গিলগিলে চেহারায় অনেক মানুষ দেখা যায়। তাদের অনেকের চামড়া কুঁচকে যায়। বিশেষত, বয়সের ভারে যারা জব্দ হয়ে যান। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে নিষ্ঠার সাথে আকুপ্রেসার করুন। বুড়ো আঙুলের ডগার উপর কনিষ্ঠা আঙুলের উপরাংশ ঠেকিয়ে রাখুন। ডান হাতের ৪ নম্বর এবং বাঁ হাতের ২৪ নম্বর করকে যথাক্রমে ২০ এবং ৪০ করের ডগা দিয়ে চেপে ধরে রাখুন। সকালে আধ ঘন্টা এবং বিকেলে আধ ঘন্টা এক নাগাড়ে। যদি এক নাগাড়ে রাখতে কষ্ট হয় তবে কিছুক্ষণ সময় বিশ্রাম দিয়ে ফের ধরে রাখুন। সকাল বিকাল ছাড়াও অন্য সময় হাতে পেলে এটা করে যান। বসে করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। তবে সময়ের অভাব থাকলে দাঁড়িয়ে বা হাঁটতে হাঁটতেও করা যায়। এছাড়া কাচা পাতার রস সেবন করা ভাল। যারা শিবাম্বু ব্যবহার করেন তারা কোচকানো জায়গায় শিবাম্বুর প্রলেপ দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ পর ধুয়ে ফেলুন। এছাড়া তারুণ্য রাখার ব্যায়ামটি করে যেতে হবে।

দুর্গাদাস সরকার

মাঙ্গলিকী

রানী রাসমনি স্মরণ

শ্রেয়সী ঘোষ : যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যাঁকে সম্বোধন করতেন রাণীমা বলে, সেই মহীয়সী তেজস্বিনী ভক্তিমতী রানী রাসমণির পুণ্য জীবন নিয়ে প্রখ্যাত অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ডঃ শঙ্কর ঘোষ পরিবেশন করলেন পুণ্য জীবনকথা গত ৮সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের অভেদানন্দ মঞ্চে। ভক্ত মন্ডলীর সামনে এক ঘন্টাব্যাপী এ অনুষ্ঠানে শিল্পী তুলে ধরলেন রানী রাসমণির জীবনের উল্লেখযোগ্য নানান ঘটনা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে রানী রাসমণির মধুর সম্পর্কের দিকটিও শিল্পী সুন্দরভাবে তুলে ধরলেন ভক্তদের সামনে। বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে শিল্পী তাঁর মধুর কণ্ঠে শোনালেন বেশকিছু ভক্তিগীতি।সেই তালিকায় রয়েছে আনো মা আনন্দময়ী আনন্দেরই সুর, গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চি কেবা চায় ,সকলি তোমারি ইচ্ছা

ইচ্ছাময়ী তারা তুমি ,ডুব দে রে মন কালী বলে ,সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনমোহিনী, শ্যামা মা কি আমার কালো রে, ধন্য তুমি রাসমণি প্রভৃতি গানগুলি। ভক্ত–শ্রোতারা তখন মুগ্ধ। শিল্পীকে তবলা ও শ্রীখোলে সহযোগিতা করলেন সুকমল দাস। ইউটিউব এ অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে।

কবিতা উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : বলাগড় কবি সাহিত্যিক আয়োজক সংস্থার উদ্যোগ সোমড়াবাজার নাটাগড় দিগড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে শনিবার ২৭ আগস্ট এক কবিতার আসর বসেছিল। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১০০

জনের বেশি সাহিত্যিক হাজির হয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠক করেন। অনুষ্ঠানে বলাগড় বিধানসভার বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ দলিত সাহিত্য আকাদেমির সভাপতি বা বঙ্গভূষণ প্রাপ্ত মনোরঞ্জন ব্যাপারীকে সংগঠনের সভাপতি মলয় মাঝি সম্মানিত করেন। একে একে সব কবিতা পাঠ করে শোনালেন। নির্মল ঘরামি তিনি আবার স্কুল শিক্ষক। মুকুল চক্রবর্তী, সুব্রত ভট্টাচার্য, অশোক মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, নিশিথ সিংহ রায়, আভাস সরকার মণ্ডল, অজন্তা রায় আচার্য, কবি সাধন বিশ্বাস, সংগঠনের সদস্য বাবলু সোরেন, প্রতিভা সিংহরায় প্রমুখ। বরানগর সিঁথির আন্তর্জাতিক কবি মিলি দাসের এশিয়া মহাদেশের বুকে বইটি মঞ্চে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তাঁর ৬টি বস প্রকাশ হয়েছে। এর মধ্যে বিদেশে আমেরিকার ফ্লোরিডা থেকে নেভার ব্রোকেন এবং রোমানিয়া থেকে 'ইয়োর স্টিল দেয়ার'। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কেতকী দুলাল চক্রবর্তীর কণ্ঠে 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল কর'। উপস্থিত ছিলেন স্কুলের সভাপতি বদ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাণ্ডুয়া পঞ্চায়েত সমিতির সম্পাদক চম্পা হাজরা, সভাপতি ত্রিলোচন ভট্টাচার্য। প্রত্যেক কবি ও বিশিষ্ট গুণীজনদের গামছাকে উত্তরীয় করে সংবর্ধিত করা হয়। গ্রাম্য পরিবেশে উপছে পড়া ভিড় দেখে বোঝা যায় দর্শক খুব উপভোগ করেছেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় মধুমিতা ধৃত ও রণদীপ দাস ছিলেন অনবদ্য।

কবিতা

আমার শহর
শেফালী সরকার

আমার শহর ডাকছে আমায়
বকুল–ঝরা বৃষ্টিস্নাত প্রাতে
ডাক দিয়ে যায় যখন তখন
দু–চোখ ভরা স্বপ্ন–দেখা রাতে।
সন্ধ্যে হলেই রোজ সে আমার
কানে কানে বলে
রাত্রি যে ঘনিয়ে আসে,
প্রদীপ জ্বালতে গিয়েছো বুঝি ভুলে !
বলছে সে, আর থেকো না পরবাসে,
এবার ঘরে ফেরো
শরত এসে করছে রাজ, বলব কত আরও।
দামাল মেয়ের হাসিমুখটা
শরত সকালে হাসবে
শহর তার মনের কথা ,
সেই আমাকেই বলবে।
(ম্যুর এভিন্যু, কল–৪০)

বিশ্বাস
বিশ্বনাথ অধিকারী

বিশ্বাসের ঘরে হয়েছে শুরু
পুকুর সাগর চুরি
কূল ভাঙছে, পাড় ভাঙছে,
এ তো আমার বুকে ছুরি !
বড় বড় বাণীর সরব প্রচার
ঝলমলে মোড়কে ঢাকা
অবাক হয়ে খুলে দেখি
সব মিথ্যে ফাঁকা।
এসো হে ঋষি, এসো হে নবী
শোনাও মধুর বচন,
গঙ্গা, হিমালয় তুষার শৃঙ্গ
তাদের হয়েছে মরণ
বিশ্বাস তো করতেই হয়
আপন স্বজন লোককেস
স্তম্ভ না হলে থাকবে কোথায়
ইমারত প্রাসাদ গড়তে।
বিশ্বাস–সম্পদ ছড়িয়ে আছে
প্রতি ঘরে প্রতি মনে
শিক্ষক–ছাত্র, মালিক–শ্রমিক
স্বামী–স্ত্রী কোণে কোণে।
(গড়ফা, কল–৭৮)

অনুভবে
তপন কুমার দাস

বুক থেকে বুক খসে গেলে
স্বপ্ন নষ্ট হয় –
চোখের কোণ ঘঁষে বেড়ে ওঠে
একটি নিমগাছে –
অন্ধকার জমা হয়
সুখের ভিতরে – ।
(বালিয়া ডাঙ্গা, চাকদহ, নদীয়া–741222)

নষ্ট
অরুণ কুমার মান্না

প্রথম ঋতুমতী কিশোরীর বয়েস ধরতে শেখার বায়না
ঘরের পাঁচিলে দাঁড়কাক,
এরপায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে সাদা বক
অতৃপ্তির আগুন বুকে নিয়ে
আজ যেন সূর্যটাও উঠে এল রাত–বিছানা ছেড়ে !
রাস্তার মোড়ে মোড়ে কত ছুঁকছুঁক মন,
আহ্নিক গতি বাড়ানোর চেষ্টা পৃথিবীর
টব থেকে ঝাঁপ দ্যায় ঝুড়িশুদ্ধু বনসাই বট
ফিসফিসিয়ে কথা ছোটে এ কান ও কান –
রামধনুর মাস্তুল ভেঙে
আকাশ–সমুদ্রে গুলে যায় সাতটা রঙ!
অণু–পরমাণু স্বপ্ন দেখতে
চশমা শক্তি বাড়ায় ক্রমশঃ,
তবু ঝাপসা হয় আবেগি মুহূর্তের সবাক দৃশ্যাবলি।
কিশোরী খুঁজে পায় না যুবতীবেলার পথ
শুধু আগুন ছড়িয়ে যায় এক চিতা থেকে অন্য চিতায় ...
(বিনগ্রাম, হুগলী–৭১২৪০১)

শরতের সোনা রোদ
সুন্দর কুমার মণ্ডল

বর্ষার বৃষ্টিতে খাল বিল ভরপুর
ওই শোনো ওপারে কোলাব্যাঙ তোলে সুর
দিঘীজল টলমল শালুকরা হাসে ঐ
পদ্মরা ফোটে ঝিলে ভালো লাগে দেখ সই
ঝরে পড়ে চুপচাপ শিশিরেরা মাটিতে
শরতের ঢাক বাজে ঢাকের ওই কাঠিতে
শিউলিরা ফোটে রাতে ঝরে পড়ে ভোরে তা
প্রতিদিন গলা সাধি, সারে গামা ..ধা নি সা।
কাশ ফুল ফোটা দেখে পুজো পুজো হয় বোধ
রূপ করে ঝলমল শরতের সোনা রোদ।
(নবগ্রাম–সিকিপুর, হাওড়া–৭১১৩১৫)

শরতের ছবি
গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

সাদা মেঘ ভেসে যায় নীল আকাশের বুকে
বইলে হাওয়া এলোপাথাড়ি গাছগুলো যায় ঝুঁকে।
ফুল পড়ে ভাই, পড়ে পাতা, বন বনে গাছ থেকে
নীড়ের পাখী যায় গো ডেকে রৌদ্র সোনা মেখে
শরত কালে লাগছে ভালো শিশিরপাতে দেখে
গ্রাম–বাংলার কত ছবি শিল্পীরা সব আঁকে।
(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

কষ্ট না দিতে
সুকান্ত সরকার

মান ডোবালি আমার খোকা, দশ–টা খেলি গোল !
পর করলাম আজকে তোকে, আমার কথা ভোল।
– ভুল বুঝোনা লক্ষ্মী বাবা, খাওয়ার ছিল কারণ
খেলতে গেলে ভাত পাবো না, মায়ে ছিল বারণ
ক্ষিদে–পেটে ফিরছি বাড়ি, কষ্ট পেতে শুনে
তাইতে আমি গোল খেয়েছি দশ–টি গুণে গুণে !
(সুখচর, কলকাতা –১১৫)

চাঁদের বুড়ির ঠিকানা
হিমাংশু শেখর মাইতি

চাঁদের বুড়ি, চাঁদের বুড়ি
চাঁদই তোমার বাড়ী
নামেই লুকিয়ে তোমার ঠিকানা
তবু কেন খুঁজে পাই না !
পাহাড় চূড়ায় না গুহার ভিতর
আলোর দিকে না যে দিকে আঁধার
একবারটি দাও না বলে
কষ্ট মোদের যাবে চলে।
তুমি তো থাকো চাঁদের মাঝে
আর্মস্ট্রং কেন পায় নি খুঁজে
চাঁদ যদি হয় সবার মামা
তুমি তবে সবার দিদিমা।
কত রূপকথা তোমার ভাঁড়ারে
শোনার জন্য মন আনচান করে
শত–সহস্র নাতিপুতি, হাজির হব যেদিন
অবাক হয়ে নাচবে সেদিন তা ধিন তা ধিন।
(সাগরদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

এ বছরে
মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গত বছরে মেঘ বালিকা চুল বাঁধেনি
পাঁড়িতে বসে কারোর জন্য ভাত রাঁধেনি
জলের তোড়ে চাষের ক্ষেতে ধান ফলেনি
তার ফলে তো চাল বাড়ন্ত আক ছলেনি।
সারা বছর চাষির মুখে হাসি ফোটেনি
পুজোর দিনে বাচ্চাগুলোর জামা জোটেনি।
ভক্তের দল তবুও কিছু মনে করেনি
ভাবনা তাদের মা কি তবে পেটে ধরেনি !
আশায় আছে এ বছর মা সব জোটাবে
ভেদ না রেখে সবার মুখে হাসি ফোটাবে।
(কোন্নগর, হুগলী)

সর্বহারা
কানাইলাল সাহু

রিক্ত যারা, সর্বহারা, সর্বজয়ী বিশ্বে তারা
বিপদের সীমারেখায় দুঃখীরা দিব্যি কাটায়।
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে, ভিন্ন করে নীলাকাশ
হাস্য করে অদৃষ্ট কে করে পরিহাস।
(দীনেশপল্লী, কল–৯৩)

মানুষের সঙ্গে
পলাশ ঘোষ

মানুষের সঙ্গে থাকব, মানুষের সঙ্গে ছিলাম
মানুষের সঙ্গে আছি,
মানুষকে পেতে চাই আরো কাছাকাছি !
মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক করতে মধুর, চিরকাল গাইব
একতার সুর। (বারাসত)

ভাবছ এখন
আব্দুল হান্নান

কোথায় যাবে বল না রে ভাই, কোথায় যাবে বল
চারিদিকে বইছে তুফান, পা করে টলমল।
সামনে গেলে বিশাল নদী ধূ ধূ করে জল
ঢেউয়ের ওপর ঢেউ খেলে পাড়ে ভাঙে বল।
পিছনে গেলে পিছলে যাবার আছে বরাভয়
শক্তি ভক্তির পারদ পারা হতে পারে ক্ষয়।
ডাইনে গেলে ধূসর লাগে যা দেখা যায় চোখে
বাউল সেজে উতবেড়ালে আছে যেন ছোকে।
বামে গেলে আঁধার গভীর জোনাকি দেখায় নাচ
মগডালেতে বানর বসে করেই চলে আঁচ।
ভাবছ এখন কোথায় যাবে, পাও না পথ খুঁজে
দিনের আলোয় এতো–ই দেখে, রাতে হবে কি যে !
(রামশরণপুর, সীতারামপুর, দঃ২৪ পরগণা)

মাতৃ বন্দনা
সুধীর উপাধ্যায়

একি রূপে দেখি তোমায়, ওগো মা শারদে
এমন যুদ্ধং দেহী ভাব কেন, বল গো মা বরদে।
কেন শ্মশানচারী হলে মাগো, ছাড়ি সুখের কৈলাস
কেন এমন রেগে আছো, কিবা তোমার অভিলাষ
কেন তা তা থৈ থৈ নাচো তুমি, কেশরাশি দেখি খোলা
তুমি কি তাকিয়ে দেখনি মাগো, পদতলে পড়ে ভোলা!
কেন এমন কালো বরণ, কি কারণে হলে এমন
দেখতে আমার ভালো লাগে, আগে তুমি ছিলে যেমন
মা হয়ে ছেলের মুণ্ড কেন করেছ গলার মালা
এই করে কি মাগো তোমার মিটে যাবে মনের জ্বালা!
স্থির হয়ে বোসো দেখি, আমার হৃদি পদ্মাসনে
সাধ মিটিয়ে দেখি তোমায়. মনের সুখে নিরজনে।
কেন গো মা জিভ কেটেছো, সে কি শুধু লজ্জা
লজ্জার মাথা খেয়েছো যে, তাইতো এমন সজ্জা।
এবার অসি ছেড়ে বাঁশি ধরে দাঁড়াও দেখি ত্রিভঙ্গ হয়ে
গোপীগণের মাঝে দাঁড়াও, বামে শ্রীরাধা লয়ে।
(মণিরামবাটি, পূর্ব বর্ধমান)

অবক্ষয়
সঞ্জয় কুমার নন্দী

টাকা বেড়েই চলে সম্পত্তির পিপাসা
চক্রব্যূহে আনে লালসা, থেকে যায় নেশা
পাগলের মন পটু মগজ দেখায় তারই দিশা
হায়রে শান্তি –
জানি থাকবে না তোমার ক্লান্তি
যত সাধ – ততই আশা
মিটবে অন্তে – হয়নি ভাবা –
এই নেশা সর্বনাশা।
(দক্ষিণ শুঁড়া, চকদিঘী, পূর্ব বর্ধমান)

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উপেক্ষিত বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র মিত্র

অভিজিৎ হাজরা
(শেষ অংশ)

৩০ আগষ্ট হইচই পড়ে গেল। মলঙ্গা লেন, দাস লেন, হালদার লেন, জেলেপাড়া, দুর্গাপিয়ুরী লেন (বিপিন বিহারী বাবু বাড়ি) এবং কলকাতার বিভিন্ন স্থানে খানা তল্লাশি চলে। বহু বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে লালবাজারে পাঠিয়ে দেয়। এর মধ্যে গিরীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে ৪/৩ মলঙ্গা লেন, অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ৩৯ মলঙ্গা লেন, কালিদাস বসু সহ বহু জনকে হালদাস লেন থেকে গ্রেফতার করল।১৪ দাস লেন থেকে শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র আগেই সরে পড়েছিলেন। ২২ থেকে ২৪ দিন পর হরিদাস দত্তকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ব্রিটিশ পুলিশ শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্রকে কলকাতায় তন্ন তন্ন করে খুঁজে না পেয়ে আমতার রসপুরে তাঁর বসত বাড়ি, আমতায় তাঁর মাতুলালয় নিয়োগী বাড়িতে ও হানা দেয়, তল্লাশি চালায়, কোনো ও কিছু না পেয়ে ভাঙচুর করে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

শ্রীশ পাল ঘটনার পর শ্রীশচন্দ্র কে নিয়ে গিয়েছিলেন রংপুর জেলার নাগেশ্বরী (বর্তমানে বাংলাদেশে) থানার অন্তর্গত ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ বর্ধনের বাড়ি। সুরেন্দ্রনাথ বর্ধন – হেমচন্দ্রের মুক্তি সংঘের আঞ্চলিক অধিনায়ক ছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু পুলিশের সন্দেহভাজন হওয়ায় তাঁর আশ্রয়ে শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র নিরাপদ মনে না হওয়ায় তিনি শ্রীশচন্দ্রকে আসাম সীমান্তে তাঁর বিশেষ অনুগত 'রাভা' উপজাতিদের কাছে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তিনি এক বৃদ্ধা কাঠকুড়ানীর বাড়িতে আশ্রয় নেন। উপজাতিদের সঙ্গে শ্রীশচন্দ্র (হাবু) তাদের মেষ চড়িয়ে প্রথমে ভালোই ছিলেন।তবে সুরেন্দ্রনাথ বর্ধন গ্রেফতার হওয়ার পর শ্রীশচন্দ্র (হাবু) র আর কোনো খবর পাওয়া যায় নি। শ্রীশচন্দ্র (হাবু) ফ্রন্টিয়ার পার হতে গিয়ে সীমান্তরক্ষীদের গুলিতে হোক বা বন্য পশুদের আক্রমণেই হোক মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে অনেকে অভিমত পোষণ করেন।যাই হোক,তা ছিল শহীদের মৃত্যু। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ বর্ধন ২১/১১/৬৫ তারিখের পরে ভূপেন রক্ষিত রায়কে জানিয়েছেন যে রাভা যুবকের দায়িত্বে হাবু বাবু ছিলেন, সেই যুবক ও নিখোঁজ। অজ্ঞাত ফ্রন্টিয়ার পাড়ি দেওয়ার চেষ্টায় তাঁদের শেষ পরিণতি ঘটে বলে তাঁর ধারণা।

স্বাধীনতার পুজারী শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র দেশে বিপ্লবের জন্য অস্ত্র – শস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন।বাংলায় বিপ্লবী বিভিন্ন দলের মিলন ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। ওই সময় বিপিন বিহারী গঙ্গোপাধ্যায় সকল দলকে আহ্বান করলেন। সেই বৈঠকে যতীন মুখোপাধ্যায় (বাঘাযতীন), বিপিন বিহারী গঙ্গোপাধ্যায় বিপ্লবী দলের নেতা নির্বাচিত হলেন। তাঁরা সক্রিয় সশস্ত্র বিপ্লবের আন্দোলন ঘোষণা করলেন। বিপ্লবী দলের কাজ শুরু হল। কলকাতার গার্ডেনরিচে বার্ণ কোম্পানির মিল – এ ১৮ হাজার টাকা যাচ্ছিল,তা লুঠ হল। বেলেঘাটার চালের গুদামে ২০ হাজার টাকা লুঠ হয়। বিপ্লবী দল উত্তর কলকাতার হেদুয়ার মোড়ে সরকারী গুপ্ত বিভাগের পুলিশ কর্মচারী সুরেন বন্দোপাধ্যায় কে গুলি করে হত্যা করে। পুলিশ ইন্সপেক্টর মধুসূদন ভট্টাচার্য্য কে মেডিক্যাল কলেজের সামনে পুলি লেনের কাছে গুলি করে মারে। যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় বালেশ্বরে গেলেন রডা কোম্পানির লুটের অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে জার্মানি থেকে প্রেরিত জাহাজের অস্ত্র – শস্ত্র নামাতে। ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বরে বালেশ্বরে বুড়ি বালামের তীরে বাঘাযতীন ও তাঁর দুর্ধর্ষ সতীর্থবৃন্দ মাউজার পিস্তল নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে ৮ ডিসেম্বর রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান করলেন বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত,বাদল গুপ্ত।ওই অলিন্দ যুদ্ধে যে অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল সেটা ও ওই লুণ্ঠিত হওয়া মাউজার পিস্তল।১৯৩২ সালে ২৯ অক্টোবর বিম দাশগুপ্ত ক্লাইভ স্ট্রিটের গিলওর্স হাউসে ঢুকে ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ভিলিয়ার্সকে মাউজার পিস্তলের গুলি করেন। রডা অস্ত্র লুঠের একটি মাউজার পিস্তল ব্যবহার করতেন রাসবিহারী বসু। তিনি তখন জাপান যান তখন পিস্তলটি শচীন্দ্রনাথ সান্যালকে দেন। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল স্বাধীনতা সংগ্রামী গিরিজা বাবুকে দিয়ে যান।রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠনের পর অনুষ্ঠিত ৫৪ টি ডাকাতি, নরহত্যা ও তার চেষ্টায় মাউজার পিস্তল ব্যবহৃত হয়। সেই অস্ত্র লুঠের অন্যতম নায়ক শ্রীশচন্দ্র(হাবু) মিত্র এর জন্য বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব পান নি। মানুষ জানেই না এত বড় একটি ঘটনার কৃতিত্ব আসলে কার।

পরিতাপ ও দুঃখের বিষয় সরকারি ভাবে, স্থানীয় প্রশাসন , স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক – শিক্ষিকা, ছাত্র – ছাত্রী দের কাছে শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র উপেক্ষিত ও অবহেলিত থেকে গেছেন।

স্বাধীনতা লাভের পর শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্রের পৈতৃক ভূমির উপর তাঁর স্মৃতিতে তদানীন্তন ইউনিয়ন বোর্ডের সহায়তায় গ্রামবাসীকৃদ একটি বেদী নির্মাণ করেন। এতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন তারাপদ প্রামাণিক। বর্তমানে সেই বেদীর কোনো ও অস্তিত্বই নেই। বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ, বাস্তুভিটা ও দখল হয়ে গেছে।

স্বাধীনতার পর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস লেখার সময়

আমতা থানার সোমেশ্বর গ্রামের আর এক স্বাধীনতা সংগ্রামী ভোলানাথ মাল লক্ষ্য করলেন যে শ্রীশচন্দ্র মিত্র (হাবু)র নাম লিখিত হলে ও তার জন্মস্থান বহুবাজার এবং ওখানকার ছেলে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি রসপুরে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এখানকার ছেলে তা স্বীকৃতি দেবার জন্য ভোলানাথ মাল ৪/৪/১৯৪৮ সালে আত্মজ্যোতি সমিতির নেতা বিপিন বিহারী গঙ্গোপাধ্যায়কে রসপুর গ্রামে নিয়ে আসেন এবং শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র কে রসপুরের ছেলে বলে ঘোষণা করেন। সে সময় যে স্মৃতি রক্ষা কমিটি করেন তার সভাপতি ছিলেন ভোলানাথ মাল ও সম্পাদক নীরদ বরণ দে। পরবর্তী সময়ে ৪/৪/৫৬ তারিখে আরও এক বিপ্লবী যিনি চট্টগ্রাম বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত ছিলেন মহেন্দ্র নাথ চৌধুরী এখানে আসেন এবং এ সম্বন্ধে এই তথ্যের সত্যতা স্বীকার করেন। সে সময় সভার আহ্বায়ক ছিলেন পাঁচু গোপাল রায়। শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্রর বাড়ির কাছে যে স্মৃতি মঞ্চ তৈরি হয়েছিল সেই স্মৃতি মঞ্চের উদ্বোধক ছিলেন বিপিন বিহারী গঙ্গোপাধ্যায়।পরে ১৯৮৩ সালে রসপুর পিপলস লাইব্রেরীর সামনে শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র স্মৃতি মঞ্চের উদ্বোধক ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী দুঃখ হরণ ঠাকুর চক্রবর্তী। এটি ও তৈরী হয় সাধারণ মানুষের প্রচেষ্টায়। পিপলস লাইব্রেরী ও শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র স্মৃতি রক্ষা সমিতি এর রক্ষনাবেক্ষণ করে। ইউনিয়ন বোর্ডের কোনো ভূমিকা নেই।

১৯৮৩ সালে রসপুর পিপলস লাইব্রেরীর উদ্যোগে গঠিত হয় বিপ্লবী শ্রীশ চন্দ্র (হাবু) মিত্র স্মৃতি রক্ষা সমিতি। ওই বছর ২৬ আগষ্ট রডা অস্ত্র লুণ্ঠনের ৭০ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রসপুর পিপলস লাইব্রেরীর পাশে শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করে, যা এখন সংস্কারের প্রয়োজন।পি ডব্লু ডি রাস্তার রামকৃষ্ণ কাঁড়ার এর বাড়ির নামার সামনে থেকে শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র – র বাড়ি যাওয়ার রাস্তার নামকরণ করা হয় 'শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র সরণী '। দামোদর বাঁধের পাশে ওই স্মরণ বেদীতে তাঁর জন্ম তারিখ উল্লেখ করা যায় নি। কলকাতার মলঙ্গা লেনে তিনজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্মৃতি মঞ্চ আছে। সেখানে অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিদাস দত্তর মূর্তির সঙ্গে তাঁদের জন্ম – মৃত্যু তারিখের উল্লেখ আছে।শ্রীশচন্দ্র (হাবু) র স্মৃতি ফলক থাকলেও তাঁর কোনো ও স্ট্যাচু নেই, নেই জন্ম – মৃত্যুর তারিখ।কারণ তাঁর সঠিক জন্ম – মৃত্যুর তারিখ যেমন পাওয়া যায় নি, তেমনি পাওয়া যায় নি তাঁর কোনো ছবি।

কয়েক বছর পর পি ডব্লু ডি রাস্তাটি পাকা রাস্তা করার সময় শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র সরণী স্মৃতি ফলকটি তুলে দেওয়ার হয়। এর কোনো ও প্রতিবাদ করেন নি তৎকালীন রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলের নেতা জয়ন্ত পল্লে। ২০১১ সালে রাজ্যের ক্ষমতা পরিবর্তন হয়। ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে আসে। উপ – প্রধান হন জয়ন্ত পল্লে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনেও জয়লাভ করে জয়ন্ত পল্লে উপ –প্রধান হন। কিন্তু তিনি সেই স্মৃতি ফলকের পুনঃ প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্যোগ নেন নি এখনও পর্যন্ত।

আমতা ১ নং ব্লকের দামোদর নদের তীরে বসবাসকারী বেশ কয়েকটি পরিবার প্রতি বছর বন্যার কবলে পড়ে। তারা তখন আশ্রয় নিতে বাধ্য হতো রসপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। বেশ কয়েক বছর আগে আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে রসপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে ফ্লাড রেসকিউ সেন্টার তৈরী হয়েছে। সরকারি ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ওই রেসকিউ সেন্টার টি শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র ফ্লাড রেসকিউ সেন্টার নামকরণ করা হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় রেসকিউ সেন্টার তৈরী করা হলেও সেন্টারটি স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র নামকরণ করা হয় নি।

রডা অস্ত্র লুণ্ঠনের ২৬ আগষ্ট ২০২২ এ ১০৯ তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে রসপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন ফ্লাড রেসকিউ সেন্টার এর প্রাঙ্গনের অনুষ্ঠানে এ বিদ্যালয়ের শিক্ষক –শিক্ষিকা,ছাত্র– ছাত্রীদের আমন্ত্রণ জানানো হলেও এ অনুষ্ঠানে রসপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর একজনও শিক্ষক – শিক্ষিকা,একজন ও ছাত্র – ছাত্রী উপস্থিত না থেকে প্রকৃত পক্ষে তাঁরা বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র কে অসম্মানিত করলেন।

২০২২ এর ২৬ আগষ্ট রডা অস্ত্র লুণ্ঠনের ১০৯ তম বর্ষপূর্তি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করল ১৯৮৩ সালে রসপুর পিপলস লাইব্রেরীর উদ্যোগে গঠিত বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র স্মৃতি রক্ষা সমিতি।

এই অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন স্বাধীনতা সংগ্রামী চন্ডীচরণ দাস। শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র – র জীবনী , স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান নিয়ে আলোচনা করেন স্বাধীনতা সংগ্রামী চন্ডীচরণ দাস, ইতিহাস গবেষক ও লেখক প্রদীপ রঞ্জন রীত,সায়ন দে, আমতা থানার ওসি, আমতা ১ নং ব্লকের গ্রন্থাগার ও জনশিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক সৌভিক পাল, সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ শীল ,রসপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সম্পাদক জলধর বাগ,পত্র লেখক দীপঙ্কর মান্না, সমাজসেবী বনমালী পাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এদিন পিপলস লাইব্রেরীর শ্রীশচন্দ্র (হাবু) স্মৃতি প্রবেশদ্বার উদ্বোধন করা হয়। এছাড়া অনুষ্ঠান ডালিতে ছিল সংগীত, নৃত্য।

'অগ্রগতি' গণসংগঠন পরিচালিত পি টি টি আই ও বেসিক প্রতিষ্ঠানের ছাত্র– ছাত্রীবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে নিজেদের শৌল্পিক স্বর্তা পরিবেশন করে শ্রীশচন্দ্র(হাবু) মিত্রর স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন।

এই অনুষ্ঠানে উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজী – র কাছে বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র (হাবু) স্মৃতি রক্ষা সমিতি – র পক্ষ থেকে ৬ দফা দাবি সম্বলিত দাবি সনদ পাঠিয়েছেন।

দাবি গুলি হল –

১/স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র – র অবদান ছড়িয়ে পড়ুক সারা বাংলা তথা ভারতবর্ষে।

২/ সংরক্ষণ করা হোক শ্রীশচন্দ্র (হাবু) – র জন্ম ভিটা।

৩/ শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র – র জন্ম ভিটায় স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ।

৪/ রসপুর পিপলস লাইব্রেরীর সামনে ১৯৮৩ সালে নির্মিত শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র – র স্মৃতি স্তম্ভের সংস্কারের আশু প্রয়োজন।

৫/ পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র – র জীবনী ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান।

৬/ পি ডব্লু ডি রাস্তার রামকৃষ্ণ কাঁড়ার এর বাড়ির নামার সামনে থেকে শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র – র বাড়ি যাওয়ার রাস্তার নামকরণ শ্রীশচন্দ্র (হাবু) মিত্র সরণী যেটি ১৯৮৩ সালে বসানো হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে পাকা রাস্তা হওয়ার সময় সেই ফলক তুলে দেওয়া হয় – সেই ফলকের পুনঃ প্রতিষ্ঠার।

সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন স্মৃতি রক্ষা সমিতির সম্পাদক অসীম কুমার মিত্র, সদস্য ও সমাজ সংগঠক অতনু মন্ডল।

এশিয়া কাপের ব্যর্থতা, প্রভাব পড়বে বিশ্বকাপে?

অরিঞ্জয় মিত্র

দেশের চরম খারাপ সময়ে এশিয়া কাপ জিতে দেশবাসী তথা নিজেদের বুস্ট-আপ করল শ্রীলঙ্কা। বস্তুত, এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়নের মতোই খেলল তারা। গ্রুপ লিগের প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তান তাদের হারিয়ে দিয়ে অঘটন ঘটিয়েছিল। কিন্তু সেই জায়গা থেকে যেভাবে কাম ব্যাক করল শ্রীলঙ্কা তা সত্যিই অনবদ্য। অনেকেই বলছেন ফাইনালে শ্রীলঙ্কার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারত ভারতই। সেক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কা এভাবে ড্যাং ড্যাং করে জয়ী হতে পারত কীনা সন্দেহ। নকআউট পর্যায়ে দুদিন আগেই শ্রীলঙ্কা পাক বধ করেছিল। মনে হচ্ছিল ক্রিকেটের বহুল প্রচলিত ল অফ অ্যাভারেজ মেনে পাকিস্তান হয়তো এশিয়া কাপ জিতে নিতে পারে। কিন্তু ল অফ অ্যাভারেজকে মাঠের বাইরে পাঠাল লঙ্কাবীরদের দুনির্বার মনোভাব। সেজন্যই তো ৫৩ রানে ৫ হারিয়েও পাকিস্তানকে ১৭০ রানের টার্গেট ছুঁড়ে দিতে পারল তারা। টি-২০-র ক্ষেত্রে যে কোনও ফাইনালেই ১৭০ অত্যন্ত অপ্রতিরোধ্য টার্গেট। তবে এই টুর্নামেন্টে পরে ব্যাট করা দল বারংবার সেই টার্গেট এমনকি প্রায় ২০০-র কাছাকাছি চ্যালেঞ্জকেও গুড়িয়ে দিয়েছে অচিরেই। সেদিক থেকে পাকিস্তানের দিক থেকে লড়াইয়ের আশা করেছিল ক্রিকেট বিশ্ব। কিন্তু নিজেদের ব্যাটিংয়ের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই পালটে গেল পাক তর্জন গর্জন। মাপা বোলিং করে ম্যাচ হাতের বাইরে নিয়ে গেল শ্রীলঙ্কা। টুর্নামেন্ট জেতার প্রধান দাবিদার ভারত ফাইনাল থেকে ছিটকে গিয়ে সমালোচনার তীব্র খরস্রোতের মুখে পড়েছে। অথচ চোখ বুজে ভারতকে এই টুর্নামেন্টের প্রধান দাবিদার ধরা হচ্ছিল। ভারতের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধরা হচ্ছিল পাকিস্তানকে। সেই পাকিস্তানকে গ্রুপ লিগে হারিয়ে ভারতের মনোবলও তুঙ্গী হয়েছিল। কিন্তু, শেষপর্যন্ত নকআউট পর্বে মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে হারতে হল পাকিস্তানের কাছে। তার দুদিন পর শ্রীলঙ্কার কাছে। শেষ ম্যাচে আফগানদের বড় ব্যবধানে হারানো সত্ত্বেও ভারতকে এশিয়া কাপ পর্বে ইতি টানতে হল।

ভারতের বিদায়ীর জন্য অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও টিম ম্যানেজমেন্টের সমালোচনায় সরব সবাই। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, বারংবার দল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়েই ডুবতে হল। দ্বিপাক্ষিক সিরিজে অনেকরকম পরীক্ষা করা যায়। ব্যাটার ও বোলারদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নেওয়া যায়। রিজার্ভ বেঞ্চ শক্তিশালী হয় তাতে। তাবলে এশিয়া কাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে এভাবে খেলোয়াড় বদল হারাকিরির সমান। যার ফল গুণতে হল হাতেনাতে। ফাইনাল থেকে ছিটকে গিয়ে। টি-২০ বিশ্বকাপের ঠিক আগে এশিয়া কাপের এই হতশ্রী ফল ভারতীয় দলকে মানসিকভাবে পিছিয়েও দিল। তা সত্ত্বেও অনেক খারাপের মধ্যেও ইতিবাচক হল ভারতীয় ব্যাটিংয়ের স্তম্ভ বিরাট কোহলির দুরন্ত ফর্ম ফেরত পাওয়া। ৩ বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সেঞ্চুরি পেলেন বিরাট। একইসঙ্গে এই

টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা ব্যাটারও হলেন। বিরাটের এই ফর্মে ফেরা টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের পক্ষে সবথেকে দারুণ খবর। টি-২০ বিশ্বকাপের অন্তিম প্রস্তুতি হিসেবে ভারত ঘরের মাঠে মুখোমুখি হতে চলেছে বিশ্ব ক্রিকেটের দুই মসিহা অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার। এরপরেই কার্যত দামামা বেজে উঠবে বিশ্বকাপের। অজি ও প্রোটিয়াদের হারাতে পারলে এশিয়া কাপের সেটব্যাক অনেকটাই কাটিয়ে তোলা যাবে। একইসঙ্গে নিজেদের দাবিদার হিসেবে প্রতিপন্নও করা যাবে বুক বাজিয়ে। খুব সম্ভবত , টি-২০ বিশ্বকাপের ১৫ জনকে নিয়েই জোড়া সিরিজ লড়বে ভারত। তবে ওপেনিং স্লটের নড়বড়ে ভাব কাটাতে অনেকেই মনে করছেন কোহলির ওপেন করা উচিত। প্রসঙ্গত, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বিরাট গর্জন কিন্তু এসেছে ওপেন করে। অবশ্য টুর্নামেন্টের অন্য ম্যাচগুলিতে তিনেও যথেষ্ট সফল তিনি। কে এল রাহুল সেক্ষেত্রে নেমে আসবেন ৩ য়ে। অনেকে অবশ্য কে এল রাহুলকে বাদ দিয়ে লড়ার অভিমত ব্যক্ত করছেন। যে সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। পাঁচ জোরে বোলার নিয়ে খেলার কথাও হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ফিট বুমরা, হর্ষল পটেল, ভুবনেশ্বর, অর্শদীপের সঙ্গে মহম্মদ সামির অন্তর্ভুক্তির প্রবল দাবি উঠেছে। শেষমুহূর্তে সামিকে ছিটকে দীপক চহার আসার সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে ব্যর্থ আবেশ খানের পক্ষে দলে থাকা প্রায় অনিশ্চিত।

তাও এই বোলারদের মধ্যেও আবার বুমরার মতো ১৫০ কিমি প্রতি ঘন্টা রফতারে বল করার লোক কই? একমাত্র বুমরাই পারেন বোলিং ওপেন করতে এবং সাঙ্গ করার কাজ সারতে। ডেথ ওভারের বোলার হিসেবে বুমরার মতো হয়তো অতটা কার্যকরী নন মহম্মদ সামি। কিন্তু শুরুর দিকে হিন্দি ধারাভাষ্যকারের সুরে বিপক্ষের দু-তিনটে উইকেট 'চটকানোয়' অসম্ভব প্রয়োজনীয় সামি। বাকিদের মধ্যে হর্ষল পটেল সেভাবে পরীক্ষিত নন এখনও। অন্যদিকে, আরশদীপ শেষের দিকের বোলিং খুব একটা খারাপ নন। তাও বুমরা বা সামির মতো স্টার্ট আপ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ভুবনেশ্বর কুমারকে নিয়ে যেটা বলার তাহল তিনি প্রচুর সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু এখনও নিজেকে সেইঅর্থে মেলে ধরতে ব্যর্থ। স্লো বোলার হিসেবে তার একটা উপযোগিতা থাকলেও এশিয়া কাপে যেভাবে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানি ব্যাটসম্যানদের হাতে দুরমুশ হয়েছেন তিনি তাতে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। সেদিক থেকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতকে ভোগাতে পারে বোলিংই। বিশেষ করে যথার্থ ফাস্ট বোলারের অভাব। এদিক থেকে দলে সামি এলে খানিকটা ভারসাম্য আসতে বাধ্য। যদিও নির্বাচকদের দেখে মনে হচ্ছে না কোনও গঠনমূলক ভাবনা কাজ করছে তাদের মধ্যে। জোরে বোলারের চেয়েও স্লো মিডিয়াম ফাস্ট বোলারদের ওপর কেন এত ভরসা চেতন শর্মার (যিনি নিজেও স্লো মিডিয়াম বোলার ছিলেন) নেতৃত্বাধীন সিলেকশন কমিটির। ২০১৩ বিশ্বকাপে ফাইনালে উঠেও ভালো পেসারের অভাব ভুগিয়েছিল অধিনায়ক সৌরভকে। জাভাগাল শ্রীনাথ সেইসময়কার জোরে বোলার হলেও ১৪০ এর বেশি গতিবেগে বল প্রায়শই করতে দেখা যায় নি তাকে। আর ভেঙ্কটেশ প্রসাদ, অজিত আগরকর, শ্রীশান্তদের বোলিং ১২০-১২৫ স্পিডে আসত। দক্ষিণ আফ্রিকার ফার্স্ট পিচে যে একেবারেই মাঠে মারা যায়। এবারে টি-২০ বিশ্বকাপ অস্ট্রেলিয়াতে। দ্রুততম পিচ পারথ, সিডনি, অ্যাডিলেড কিংবা মেলবোর্নে স্লো মিডিয়াম পেসার নিয়ে বিশ্বকাপ জেতা খুবই কষ্টসাধ্য। বুমরা, সামির পাশে জোরে বলটা যারা করতে পারে দেশের এই মুহূর্তের দ্রুততম বোলার কামরান মালিকের কথা বিবেচনাতেই আনা হয় নি। যা রীতিমতো অবাক করেছে প্রচারমাধ্যম থেকে প্রাক্তন ক্রিকেটারদের। উমেশ যাদব, ইশান্ত শর্মাদেরও প্রায় ছেঁটে ফেলা হয়েছে।এমতাবস্থায় অজিভূমিতে বোলিং নিয়ে ভারতকে সমস্যায় পড়তে হবে বলেই অভিমত অধিকাংশ ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের।

ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে কোহলির ফর্মে ফেরা যতটা ভরসার ততটাই চিন্তার অধিনায়ক রোহিত শর্মার ধারাবাহিকতার অভাব। এশিয়া কাপে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুরন্ত ৭২ করা ছাড়া বিগত কয়েকটি সিরিজে তাঁর ভাঁড়ার সেভাবে পরিপূর্ণ নয়। সহ অধিনায়ক কে এল রাহুলও বলাকওয়ার মতো ফর্মে নেই মোটেই। আগাগোড়া জড়তার ছাপ তাঁর ব্যাটিংয়ে। মিড অর্ডারে ঋষভ পন্থ , সূর্যকুমার যাদব বা হার্দিক পান্ডিয়ারা ধারাবাহিকতার অভাবে ভুগছেন। কোনও ম্যাচ জিতিয়ে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হচ্ছেন তো পরের তিনটে ম্যাচে লাগাতার ব্যর্থ। এই জায়গা থেকে হার্দিক বোলিংয়ের ক্ষেত্রেও একটা ম্যাচে বেশ ভালো করেও পরের ম্যাচগুলিতে ঝুলিয়ে দিচ্ছেন। লুজ বল করে প্রতিপক্ষের সুবিধে করে দিচ্ছেন। এই সমস্যাগুলো ভারতের পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিকর। এই জায়গাটা টেনে বের করার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল ধোনির মতো একজন ঠান্ডা মাথার ক্যাপ্টেন কুল-এর। রোহিত শর্মা যে দায়িত্বে এখনও পর্যন্ত সিকিভাগও সাফল্য পান নি। হতে পারে অধিনায়কত্বের গুরুদায়িত্ব তার ব্যাটিংয়ে প্রভাব ফেলছে। সমালোচকরা তো এও বলছেন, ধোনি শুধু ভারত অধিনায়ক হিসেবে নন, আইপিএলেও নিজের টিম চেন্নাই ইন্ডিয়ান্সকে তিন-তিনবার জিতিয়েছেন। সেদিক থেকে কোহলি অধিনায়ক হিসেবে হেভিওয়েট মুম্বইকে নকআউট পর্যায়তেই তুলতে পারেন নি। বরং ধোনির পর বিরাট কোহলি যে জয়ের ব্যাটন টেনে নিয়ে গিয়েছিল সেদিকটাও রোহিতের আমলে অন্ধকার। রোহিত নিঃসন্দেহে বড় ক্রিকেটার। কিন্তু অধিনায়ক হিসেবে রোহিত এখনও পর্যন্ত বড় কিছু করতে ব্যর্থ। এশিয়া কাপে পার পেয়ে গেলেও টি-২০ বিশ্বকাপের আসরে এত খামতি থাকলে ছিঁড়ে খাবে সকলে। এদিকটা নিশ্চিতভাবে ভেবে দেখতে হবে। হাতে সময় খুবই কম। যদিও বিশ্বকাপের মহড়া হিসেবে ক্রিকেট দুনিয়ার অন্যতম দুই প্রধান শক্তি অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে সামনে পাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। অতিরিক্ত পরীক্ষায় না গিয়েই এই দুই সিরিজেই নিজেদের মেলে ধরতে হবে রোহিত ব্রিগেডকে। এশিয়া কাপের যাবতীয় গ্লানি মুছে যাবে অজি ও প্রোটিয়াদের হোয়াইট ওয়াশ করতে পারলে। সমালোচকরা অবশ্য তাতেও ছেড়ে দেবেন না। বরং একথা উঠবে ঘরের মাঠে অনুকূল পিচ পেয়ে ভারত জিতে গেল। কিন্তু অজিদের মাঠ মোটেই এতটা সহজ হবে না। সেক্ষেত্রে কিন্তু এদের মুখ ভোঁতা করে দিতে পারবে ভারত। আর বলাইবাহুল্য বিশ্বকাপ জিতে। টি-২০ বিশ্বকাপের পর ২০২৩ য়ে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ। ১৯৮৩ তে প্রথম বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় ক্রিকেটকে মেলে ধরেন কপিলদেবের দল। তারপর ২৮ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটান ভারতের সর্বকালের সফল অধিনায়ক ধোনি। মাঝে সৌরভের নেতৃত্বাধীন ভারতের ফাইনালে ওঠা ছাড়া বাকিটা ছিল ভোঁভাঁ। বস্তুত, মহেন্দ্র সিং ধোনি ভারতকে টি-২০ বিশ্বকাপও জয়ী করেছেন। ক্রিকেটে একচেটিয়া অজি-রাজেরও পতন হয়েছে তার আমলেই। সেই পরম্পরা কিয়দংশ ধরে রাখলেও বিশ্বকাপের মঞ্চে বিরাটের ভাগ্যও সৌরভের মতো ব্যাড লাকে পর্যবসিত হয়েছে। রোহিত যদি বিশ্বকাপ এনে দিতে পারে তবে ক্রিকেটার হিসেবে তো বটেই অধিনায়ক হিসেবেও অন্য মাত্রায় চলে যাবেন তিনি। কপিল, ধোনির পাদুকায় পা গলাবেন রোহিত।

আর্জেন্টাইনরা বুক বাঁধছেন মেসিকে ঘিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গতবারের রাশিয়া বিশ্বকাপের আকর্ষণ অর্ধেক হয়ে যেত যদি গতবারের রানার্স আর্জেন্টিনা তাতে সুযোগ না পেত। যদিও যাবতীয় আগ্রহের চাহিদা মিটিয়ে শেষ পর্যন্ত মারাদোনার দেশ জানান দিয়েছিল, 'আপনি (আর্জেন্টিনা) থাকছেন স্যার। এটা না হলে বিশ্বের অন্যতম সেরা তারকা মেসির পক্ষেও তাহলে দেশকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করার স্বপ্ন অধরাই থেকে যেত। কারণ লিওনেলের যা বয়স তাতে ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলা তার পক্ষে এককথায় অসম্ভব। সেক্ষেত্রে ২০২২ বিশ্বকাপ তাঁর কাছে 'মরি বাঁচি' চ্যালেঞ্জ। ক্লাবের জার্সি গায়ে সফল, আর দেশের নীল-সাদা জার্সিতে ফ্লপ এই অভিযোগ মিথ্যে করতে একবার অন্তত বিশ্বকাপ আনতেই হবে মেসিকে। তবেই প্রমাণ হবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের। নইলে হাজারো রেকর্ডের পরেও তিনি ব্যর্থতার অন্ধকারেই পর্যবসিত হবেন। রুশ বিশ্বকাপের বেলায় যোগ্যতা অর্জনকারী রাউন্ডে লাতিন আমেরিকান গ্রুপে আর্জেন্টাইনরা মোটেই স্বস্তিতে ছিল না। তাদের স্থান একসময় গ্রুপের পঞ্চম স্থানে চলে গিয়েছিল। খারাপ পারফরমেন্সের জেরে পুরনো কোচকে বরখাস্ত পর্যন্ত হতে হয়েছিল। নতুন কোচ সাম্পাওলি এসে জোর প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন ঘুরে দাঁড়াবার । যা পুরোপুরি একশো শতাংশ সাফল্য পেয়েছিল। কাতার বিশ্বকাপের আগে অবশ্য আর্জেন্টিনা সেদিক থেকে অনেক নিশ্চিন্তভাবে নকআউট পর্বে উঠেছে। সেদিক থেকে খানিকটা অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যাচ্ছে নীল-সাদা জার্সিধারীরা। ১৯৭৮ এবং ১৯৮৬-উপর্যুপরি দুবার বিশ্বজয় করে আর্জেন্টিনা। মারিও কেম্পেসের নাম শোনা গিয়েছিল ৭৮ এর বিশ্বকাপে। আর ৮৬ র বিশ্বকাপ তো পৃথিবীর ফুটবল সম্রাট মারাদোনার বিশ্বকাপ বলেই কথিত।

ফ্রেন্ডলি ম্যাচ নিয়ে যাই হোক না কেন, বিশ্বকাপের যোগ্যতা পেয়ে যাওয়া আপাতত সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট টিম মেসির কাছে। মারাদোনার দেশ ছাড়া বিশ্বকাপ ভাবাই যায় না। প্রত্যেকটা ম্যাচ তাই 'ডু অ্যান্ড ডাই' সিকোয়েন্সে পৌঁছে গিয়েছিল। আর্জেন্টিনার

প্রতিপক্ষরাও কোনও অংশে কম ছিল না। এদের মধ্যে উরুগুয়ে, পেরু, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডররা যখন তখন ভালো লড়াই দিতে পারে। সাম্পাওলি ভালো মতো টের পাচ্ছেন নতুন দায়িত্ব কাকে বলে। খাদের কিনারা থেকে তিনি যদি আর্জেন্টিনাকে টেনে দাঁড় করাতে পারেন তাহলে সকলে ধন্য ধন্য করবে। না হলে লবডঙ্কা জুটবে।

এমনিতে মেসির সঙ্গে মারাদোনার তুলনা নিয়ে কত রাশি রাশি নিউজ প্রিন্ট যে খরচ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। মারাদোনা দেশকে অনেক কিছু দিয়েছেন। কিন্তু একটা বিশ্বকাপ দিয়েই তার আশিভাগ হয়ে গিয়েছে। ইতালির নাপোলির মতো ছোট ক্লাবকে পাদপ্রদীপের আলোয়ে উঠিয়ে এনেছিলেন মারাদোনা। সেদিক থেকে মেসি আবার বিশ্বকাপ ফাইনাল খেললেও আর্জেন্টিনাকে বিশ্বজয়ী করতে পারেন নি। ক্লাব ফুটবলে মেসি সাফল্যের ঘনঘটা দেখিয়ে চলেছেন। বার্সার পর ফরাসী ক্লাবে গিয়েও সেই ঝলক অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু দেশকে একটা বিশ্বকাপ দিতে পারলে মেসিও ঠিক সেই আসনে বসবেন যে জায়গায় ইতিমধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন পেলে ও মারাদোনা। আরও কিছু বিশ্বকাপজয়ী তারকাও আশেপাশেই রয়েছেন। জিনেদিন জিদান থেকে হালফিলের এমবাপে। ভাবা যায় এমবাপে মেসির চেয়ে অনেক জুনিয়র হলেও ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপ জেতার অমূল্য মুহূর্তের সাক্ষী তিনি। মেসি সবকিছু পেলেও বিশ্বকাপের জন্য কাঙাল তো বটেই। যা মেটানোর অন্তিম সুযোগ এবার কাতারে।

ক্যানিংয়ের খালে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের রামামারী ও গোবরামারী গ্রামবাসীদের উদ্যোগে ২ দিনের এক অনবদ্য বাইচ(নৌকা) প্রতিযোগিতা শেষ হল বৃহস্পতিবার বিকালে। এই বাইচ প্রযোগিতায় এক সাথে দুইয়ের অধিক বেশি নৌকা খালের মধ্যে দিয়ে হাল বেয়ে মাঝিমাল্লারা নিয়ে যাবেন। যে নৌকাটি দ্রুত গতিতে নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করবে সেই নৌকা কে জয়ী ঘোষণা করা হয়। সপ্তম বর্ষের এই বাইচ খেলাকে ঘিরে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার মানুষজন ভিড় জমিয়েছিলেন ঠাকুরানী বেড়িয়া খালের দুই তীরে।

প্রতিযোগিতায় আটটি নৌকা সহ ৮০ জন মাঝি অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

বাইচ প্রতিযোগিতা কমিটির সম্পাদক আনসার মোল্লা ও সভাপতি আমিন উদ্দিন মোল্লা বলেন, আমরা প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকায় বসবাস করে থাকি। সারা বছরে তেমন কোনও অনুষ্ঠান বা খেলাধূলা হয় না। গ্রামের মানুষজন একত্রিত হয়ে যাতে আনন্দ উপভোগ করতে পারি তার জন্য আমাদের এই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন। বৃহস্পতিবার প্রতিযোগিতার শেষে প্রতিযোগিতায় জয়ীদের আর্থিক ও সুদৃশ ট্রফি পুরস্কার তুলে দেন আয়োজক কমিটির কর্মকর্তারা।

স্কোয়াশ, লং জাম্প, হাঁটা এবং পুরুষদের স্টিপলচেসে রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ৬১টি পদক জিতেছে ভারত, শ্যুটিং এবং আর্চারি ছাড়াই ২২টি স্বর্ণপদক এসেছে।

ভারতীয় খেলোয়াড়রা বার্মিংহামের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে তাঁদের উৎসাহিত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, কীভাবে খেলতে হয় সে সম্পর্কে আপনারা পটু। আমি শুধু এইটুকুই বলব: মন দিয়ে খেলুন, কঠোর পরিশ্রম করুন, সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে খেলুন এবং উদ্বেগ ছাড়াই খেলুন। আপনার সেরা পারফরম্যান্সের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত; বাকি সকল কিছুর দায়িত্ব নেবে দেশ। টার্গেট অলিম্পিক পডিয়াম স্কিম (টপস) এবং খেলো ইন্ডিয়া স্কিমের প্রভাব আমরা কমনওয়েলথ গেমস ২০২২-এ দেখতে পেয়েছি। প্রায় আধ ডজন 'টপস কোর গ্রুপে'র খেলোয়াড় এবং হকি দল পদক জিতেছে। এবং ইতিহাস সৃষ্টি করেছে ভারত...

এইবার তীরন্দাজির মতো খেলায় অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও, ভারতীয় দলের ২১৫ জন খেলোয়াড় কমনওয়েলথ গেমসের১৯টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ভারত ২২টি স্বর্ণপদক-সহ মোট ৬১টি পদক জিতেছে। লন বল, ট্রিপল জাম্প এবং পুরুষদের ডাবলস ব্যাডমিন্টনে স্বর্ণপদক জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ভারতীয় খেলোয়াড়দের বিশেষ কৃতিত্ব হল- স্কোয়াশ সিঙ্গেলসে ভারতের প্রথম পদক; ৪৪ বছরে লং জাম্পে ভারতের প্রথম পদক; প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি ১০,০০০ মিটার হেঁটে পদক জিতেছেন; এবং পুরুষদের স্টিপলচেসে কেনিয়ার আধিপত্যের অবসান ঘটিয়েছেন এবং জ্যাভলিন নিক্ষেপে প্রথম ভারতীয় মহিলা পদক জয় করেছেন। পুরুষরা ১৪টি স্বর্ণপদক-সহ মোট ৩৫টি পদক জিতেছেন; মহিলারা ৮টি সোনা-সহ ২৩টি পদক জিতেছেন; এবং মিশ্র দল একটি সোনা-সহ তিনটি পদক জিতেছেন।

'লন বল' গেমে দুটি পদক

ভারতের মহিলা দল 'লন বল' এর মতো অপরিচিত খেলায় স্বর্ণপদক এবং পুরুষদের দল রৌপ্য পদক জিতে শুধু সকলকে অবাক করেনি, এই খেলাটির প্রতি ভারতীয়দের কৌতূহল ও আগ্রহ বৃদ্ধিও করেছেন। মহিলাদের স্বর্ণপদক জয়ী দলে ছিলেন লাভলি চৌবে, পিঙ্কি, রূপা রানি এবং নয়ন মনি সাইকিয়া। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, বার্মিংহামে ঐতিহাসিক জয়! দলটি অবিশ্বাস্য দক্ষতা দেখিয়েছে, এবং তাঁদের সাফল্য বহু ভারতীয়কে অনুপ্রাণিত করবে। বহু মানুষ এখন এই খেলার প্রতি উৎসাহিত হবেন।এই খেলায় পুরুষদের দলে ছিলেন নবনীত সিং, চন্দন কুমার সিং, সুনীল বাহাদুর, এবং দীনেশ কুমার।

১০,০০০ মিটার হেঁটে প্রথম পদক

উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী ১০,০০০ মিটার হাঁটায় রৌপ্য পদক জিতেছেন। তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি হাঁটায় পদক জিতেছেন। প্রিয়াঙ্কার বাবা মদনপাল গোস্বামী উত্তরপ্রদেশ রোডওয়েজের কন্ডাক্টর ছিলেন। প্রিয়াঙ্কার যখন ১৪বছর, হঠাৎ তাঁর বাবার চাকরি চলে যায়। ফলে পরিবারের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে।

২০১৮ সালে তিনি ক্রীড়া কোটার মাধ্যমে রেলওয়েতে চাকরি পান। তিনি আবার নব উদ্যমে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে শুরু করেন। তিনি অলিম্পিক্সেও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন কিন্তু পদক পাননি।

ট্রিপল জাম্পে ভারতের প্রথম স্বর্ণপদক

কমনওয়েলথ গেমসের ট্রিপল জাম্প ইভেন্টে প্রথম ভারতীয় হিসেবে স্বর্ণপদক জিতেছেন কেরালার অ্যালডোস পল। তিনি নৌবাহিনীর সদস্য। ফাইনালে তিনি তৃতীয়বারে চেষ্টায় ১৭.০৩ মিটারের ব্যক্তিগত সেরা দূরত্ব নির্দিষ্ট করেন। আব্দুল্লাহ আবুবক্কর ১৭.০২ মিটার লাফ দিয়ে রৌপ্য পদক জিতেছেন।

৪৪ বছর পর, লং জাম্পে একটি পদক

মুরালি শ্রীশঙ্কর ৮.০৮ মিটার লাফ দিয়ে ৪৪ বছর পর লং জাম্পে' পদক জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। সুরেশ বাবু এর আগে ১৯৭৮ সালে কমনওয়েলথ গেমসে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন। টপস' স্কিমের কোর গ্রুপের সদস্য মুরলি শঙ্কর দেশের জন্য অলিম্পিক্সেএকটি পদক জিততে চান।

প্রথমবার ৩০০০ মিটার স্টিপলচেসে একটি পদক

সৈনিক অবিনাশ সাবলে পুরুষদের স্টিপলচেসে কেনিয়ার একাধিপত্যের অবসান ঘটিয়েছেন। টপস কোর গ্রুপের সদস্য অবিনাশ সাবলে প্রথম ভারতীয় হিসাবে কমনওয়েলথ গেমসেরপুরুষদের স্টিপলচেস ইভেন্টে রৌপ্য পদক জেতেন।১৯৯৮সাল থেকে ৩০০০মিটার স্টিপলচেস ইভেন্টে কেনিয়ার খেলোয়া।রাএকাধিক পদক জিতেছিলেন।

১৬ বছর পর, পডিয়ামে মহিলা হকি দল

টোকিও অলিম্পিক্স ২০২০-এ হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে ব্রোঞ্জ পদক হারিয়েছিল ভারতীয় মহিলা হকি দল। কিন্তু কমনওয়েলথ গেমস ২০২২-এ তাঁরা ব্রোঞ্জ পদক জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। ২০০২ সালে ব্রোঞ্জ এবং ২০০৬ সালে রৌপ্য জয় করেছিল। এইবারের খেলার অনন্য দিকটি হল যে কয়েক সেকেন্ডের জন্য ঘড়ির কাঁটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পেনাল্টি শুটআউটে ভারতকে হার মানতে হয়েছিল।

প্রথমবার বর্শা নিক্ষেপে পদক জয়মহিলাদের

কমনওয়েলথ গেমসের ৮৮ বছরের ইতিহাসে অন্নু রানি প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি বর্শা নিক্ষেপে পদক জিতেছেন। অন্নুর বাবা অমরপাল সিং পেশায় একজন কৃষক, তিনি দে। লক্ষ টাকা ধার করেছিলেন মেয়ের জন্য একটি বর্শা কিনতে। প্রাথমিকভাবে, অনুদানের অর্থ দিয়ে অন্নুর অনুশীলনের জন্য জুতো কেনা হয়েছিল। অন্নু আখ দিয়ে বর্শা বানিয়ে অনুশীলন করত। অন্নুর অ্যাথলেট ভাইয়েরা অন্নুকে আরও উৎসাহ যোগাতে নিজেদের খেলা ছেড়ে দিয়েছিল।

ভারোত্তোলনে ৭৪ কেজি বিভাগে স্বর্ণপদক

অচিন্ত্য টপস ডেভেলপমেন্টাল গ্রুপের সদস্য অচিন্ত্য শিউলি ভারোত্তোলনে স্বর্ণপদক জিতেছেন। তাঁর লড়াই সারা দেশের খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর বাবা ২০১৩ সালে মারা যান। আর্থিক সংকট এতটাই তীব্র ছিল যে বাবার শ্রাদ্ধশান্তি করার মতো অর্থ ও তাঁর পরিবারের ছিল না। অচিন্ত্যর দাদাও ভারোত্তোলন অনুশীলন করতেন, কিন্তু পরিবারের পাশে দাঁড়াতে তিনি অনুশীলন ছেড়ে দেন। তবে ভাই অচিন্ত্য দাদার সেই স্বপ্ন পূরণ করেছেন।

৭১ কেজি ভারোত্তোলন বিভাগে ব্রোঞ্জ

হরজিন্দর কৌর তাঁর পরিবারের সঙ্গে এক কামরার বাড়িতে থাকেন। প্রাথমিকভাবে, তিনি অনুশীলন এবং প্রতিযোগিতার জন্য গ্রামে কিছুজনের থেকে ধার নিয়েছিলেন এবং তারপরে ব্যাংক থেকে ৫০,০০০ টাকা ঋণ নেন। তিনি কমনওয়েলথ গেমসে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন।

বক্সিং-এ সাগর রৌপ্য পদক জিতেছেন

অন্যের জমি ইজারা নিয়ে সাগরের বাবা চাষাবাদ করেন। বক্সিং-এ ৯২কেজি বিভাগে তিনি রৌপ্য পদক জয় করেছেন, যা তাঁর এবং তাঁর পরিবারের কঠিন সংগ্রামের ফল।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com